NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৩ বিরোধিতার রাজনীতি করে সাধারণ মানুষের সমর্থন পাওয়া যায় না: শমীক

যাদবপুরের পর প্রেসিডেন্সি! ক্যাম্পাসে ঢুকে তাণ্ডবের চেষ্টা ৩

কলকাতা ২২ অগস্ট ২০২৬ ৪ ভাদ্র ১৪৩৩ শনিবার বিংশ বর্ষ ৭২ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 22.08.2026, Vol. 20 Issue No. 72, 8 Pages, Price 3.00

বহিরাগত হামলার তদন্ত, থানায় অভিযোগ কর্তৃপক্ষের

নিজস্ব প্রতিবেদন: অরবিন্দ ভবনে তাণ্ডব, অগ্নিসংযোগ ও প্রতীক ভাঙচুরের ঘটনায় চরম উত্তপ্ত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। শুক্রবার দিনভর দফায় দফায় বৈঠক, বিক্ষোভ ও পাল্টা অভিযোগে পরিস্থিতি আরও জটিল রূপ নেয়। অবশেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ সুরক্ষাকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করানো এই হামলার ঘটনায় বহিরাগতদের ভূমিকা খতিয়ে দেখতে তিন সদস্যের একটি উচ্চপর্যায়ের নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি গঠন করল কর্তৃপক্ষ। পাশাপাশি, শুক্রবার দুপুরেই যাদবপুর থানায় ই-মেল মারফত লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। একই সঙ্গে ক্যাম্পাসের সমস্ত সিসিটিভি ফুটেজ পুলিশের হাতে তুলে দেওয়ারও স্পষ্ট সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে খবর, গঠিত তদন্ত কমিটিতে যাদবপুরের বর্তমান কোনও প্রতিনিধিকে রাখা হচ্ছে না। নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে কমিটিতে থাকতে পারেন বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রাক্তন উপাচার্য, কলকাতারই অন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য এবং অপর একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইকিউএসি বিভাগের অধিকর্তা। সমগ্র ঘটনাটি পুঙ্খানুপুঙ্খ খতিয়ে দেখে তাঁরা প্রতিবেদন পেশ করবেন।

থানায় দেওয়া লিখিত

যাদবপুর

অভিযোগে গত ২০ অগস্ট গভীর রাতের বিভীষিকাময় পরিস্থিতির কথা বিস্তারিত ভাবে তুলে ধরা হয়। অভিযোগপত্রে জানানো হয়, সেদিন রাত আনুমানিক ১২টা ৩৭ মিনিট নাগাদ একদল অজ্ঞাতপরিচয় বহিরাগত বেআইনিভাবে ক্যাম্পাসে প্রবেশ করে। অরবিন্দ ভবনের গাড়িবারান্দা সংলগ্ন রাস্তায় থাকা পতাকা, পোস্টারে আগুন জ্বালিয়ে সেই জ্বলন্ত বস্তু ভবনের ভেতরে ছুড়ে মারা হয়। হামলাকারীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্ত করার পাশাপাশি ১ নম্বর গেটের সিসিটিভি ক্যামেরা ভেঙে দেয় এবং সেখানে আশ্রয় নেওয়া শিক্ষার্থীদের ভয় দেখায়। এমনকী, ছাত্রদের হস্টেলের দরজা ভেঙে ভেতরে ঢোকার চেষ্টাও করা হয় বলে অভিযোগ। পরদিন, বৃহস্পতিবার দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের এমব্লেম ভাঙার ঘটনা ঘটে। সমস্ত বিষয় উল্লেখ করে দোষীদের অবিলম্বে শনাক্তকরণ ও কঠোর আইনি পদক্ষেপের আবেদন জানিয়েছেন কর্তৃপক্ষ। এদিকে, উপাচার্য চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য জানান, বৃহস্পতিবারের অস্থিতিশীল পরিস্থিতির কারণে সেদিনই এফআইআর করা সম্ভব হয়নি। ক্যাম্পাসে পুলিশ মোতায়েন প্রসঙ্গে নিজের স্পষ্ট অবস্থান জানিয়ে তিনি বলেন, 'হাইকোর্টের রায়ের সিসিটিভি সংক্রান্ত অংশটি আমরা রূপায়ণ করেছি। কিন্তু দ্বিতীয় অংশ অনুযায়ী ক্যাম্পাসে সার্বিক পুলিশি উপস্থিতি আমরা সমর্থন করি না। পুলিশ দিয়ে শান্তি বজায় রাখা নয়, বরং সকলের সহমর্মিতাতেই ক্যাম্পাসে শান্তি ফিরবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

শুক্রবার শিলিগুড়ির কাওয়াখালি ময়দানে তিনটি নতুন আইন নিয়ে প্রদর্শনীর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে সংবর্ধনা জানান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

দল নয়, বদলেছে ব্যবস্থাই: শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন: ছাব্বিশের নির্বাচনে রাজ্যে সরকার বদলের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে প্রশাসনের ধরনও বদলেছে বলে শুক্রবার দাবি করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এদিন শিলিগুড়ির কাওয়াখালিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের উপস্থিতিতে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা নিয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, রাজ্যে এখন 'শাসকের আইন' নয়, 'আইনের শাসন' চলছে। নতুন ফৌজদারি আইন কার্যকর করা থেকে সীমান্ত নিরাপত্তা-সহ সরকারের একাধিক সিদ্ধান্তের কথাও তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী।

শুক্রবার কাওয়াখালির মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গে শুধু দলের পরিবর্তন নয়, বড় ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়েছি আমরা। রাজ্যে আর শাসকের আইন চলে না, সর্বস্তরে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।' এদিন ২০১১ সালের ভোট-পরবর্তী হিংসার প্রসঙ্গও তোলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর দাবি, এক সময় বাংলার পরিস্থিতি নিয়ে আদালত এবং জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের রিপোর্টে যে প্রশ্ন উঠেছিল, নতুন সরকার সেই পরিস্থিতি থেকে রাজ্যকে বের করে এনেছে। শুক্রবারে রাজ্য সরকারের প্রথম ১০৫ দিনের কাজের খতিয়ান দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, গত ৯ মে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে দায়িত্ব নেওয়ার পর দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে সীমান্তরক্ষী বাহিনীকে

> পশ্চিমবঙ্গে শুধু দলের পরিবর্তন নয়, বড় ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়েছি আমরা। রাজ্যে আর শাসকের আইন চলে না, সর্বস্তরে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
> -- শুভেন্দু অধিকারী

প্রয়োজনীয় জমি দেওয়ার ফাইলে তিনি সই করেছেন। আগের সরকারের সময়ে আটকে থাকা জনগণনার কাজও শুরু করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি। এছাড়াও নতুন ফৌজদারি আইন নিয়েও বক্তব্য রাখেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর দাবি, ২০২৪ সাল থেকে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে ব্রিটিশ আমলে তৈরি ভারতীয় দণ্ডবিধি এবং ফৌজদারি কার্যবিধির বদলে নতুন আইন চালু হলেও পশ্চিমবঙ্গে তা আটকে ছিল। রাজ্যে নতুন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর ১১ মে থেকে রাজ্যেও ভারতীয় ন্যায় সংহিতা-সহ নতুন আইনি কাঠামো কার্যকর হয়েছে বলে জানান তিনি।

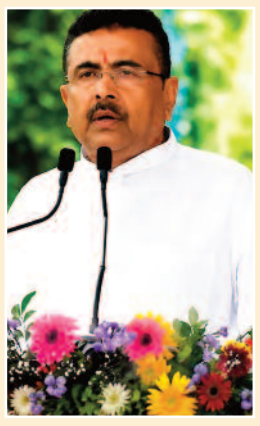

এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নতুন ব্যবস্থায় বিচারপ্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রতা কমবে। যার ফলশ্রুতি একদিকে যেমন প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়বে, অপরদিকে সাধারণ মানুষ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দ্রুত ও স্বচ্ছ বিচার পাওয়ার সুযোগ পাবেন। নারী নির্যাতন-সহ গুরুতর অপরাধের ক্ষেত্রে দ্রুত বিচার নিশ্চিত করার কথাও বলেন তিনি। শুক্রবার কাওয়াখালির মঞ্চ থেকে রাজ্য পরিচালনার চারটি নীতির কথাও তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, দেশের নিরাপত্তা, জাতীয়তাবাদ ও দেশপ্রেমের সঙ্গে কোনও আপস করা হবে না। কেন্দ্র ও রাজ্য সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনে একসঙ্গে কাজ করবে। পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের 'একাত্ম মানবতাবাদ'-এর আদর্শে জনকল্যাণমূলক প্রকল্প মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারের উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলি দ্রুত বাংলায় কার্যকর করার কথাও বলেন তিনি। পাশাপাশি সীমান্ত নিরাপত্তা নিয়েও কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্যের সমন্বয়ের কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী। উত্তরবঙ্গের কৌশলগত ভৌগোলিক অবস্থানের কথা মাথায় রেখে সীমান্ত পরিকাঠামো আরও শক্তিশালী করার প্রয়োজনীয়তার কথাও তুলে ধরে অমিত শাহের উপস্থিতিতে স্পষ্ট বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী।

এছাড়াও নতুন ফৌজদারি আইন নিয়ে আয়োজিত প্রদর্শনী ঘুরে দেখার জন্য পড়ুয়াদেরও আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী। আইন, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের সংবিধান এবং নতুন বিচারব্যবস্থা সম্পর্কে জানার প্রয়োজন রয়েছে বলে জানান তিনি। তাঁর বক্তব্য, আইন সম্পর্কে নতুন প্রজন্মের ধারণা যত পরিষ্কার হবে, নাগরিক অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কেও সচেতনতা তত বাড়বে। মুখ্যমন্ত্রী শুক্রবার আরও দাবি করে বলেন কেন্দ্র ও রাজ্য একসঙ্গে কাজ করলে বাংলাকে দেশের শীর্ষস্থানে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। এই কাজে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সহযোগিতার জন্য প্রকাশ্য মঞ্চ থেকে অমিত শাহকে ধন্যবাদ জানান রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

তৃণমূলের 'উসকানি'তে অন্নপূর্ণা বিক্ষোভ

অভিযোগ অগ্নিমিত্রার

নিজস্ব প্রতিবেদন: অন্নপূর্ণা যোজনার ৩ হাজার টাকা না পাওয়াকে কেন্দ্র করে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ক্ষোভ-বিক্ষোভ অব্যাহত। শুক্রবার কলকাতা থেকে শুরু করে একাধিক জেলায় বিক্ষোভে শামিল হন মহিলারা। কোথাও বিডিও অফিস, কোথাও পুরসভা ঘেরাও করে বঞ্চনার অভিযোগ তোলেন তাঁরা। কয়েকটি জায়গায় রেলপথ অবরোধের ঘটনাও ঘটে।

শুক্রবার পশ্চিম মেদিনীপুরে প্রশাসনিক বৈঠকে যোগ দিতে গিয়ে বিক্ষোভের মুখে পড়েন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পল। জেলা শাসকের দপ্তরে ঢোকার সময়ই অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা না

পাওয়ার অভিযোগ নিয়ে তাঁকে ঘিরে ধরেন একদল মহিলা। তাঁদের আশ্বাস দিয়ে বৈঠকে যোগ দিলেও, পরে বৈঠক চলাকালীনই হইচই করে জেলা শাসকের দপ্তরের নীচতলায় ঢুকে পড়েন বিক্ষোভকারীরা। পরিস্থিতি সামাল দিতে বৈঠক ছেড়ে নেমে এসে তাঁদের সঙ্গে কথা বলেন অগ্নিমিত্রা এবং প্রশাসনের আধিকারিকেরা। বেশ কিছুক্ষণ ধরে চলে আলোচনা।

বিক্ষোভের পর মন্ত্রী অভিযোগ করেন, এই অশান্তির নেপথ্যে কোথাও কোথাও পূর্বতন শাসকদলের মদত রয়েছে। তাঁর দাবি, 'আমার মা-বোনেদের একটু ধৈর্য ধরতে হবে। প্রায় ২ কোটি আবেদনপত্র এসেছে। সেগুলি আপলোড ও যাচাই করতে কিছুটা সময় লাগবেই। সেই সময়টা দিতে হবে।' এর পরেই তৃণমূলের বিরুদ্ধে সরাসরি অভিযোগ তোলেন অগ্নিমিত্রা। তাঁর বক্তব্য, 'বলতে খারাপ লাগছে, অনেক তৃণমূলের লোক ভিতরে বসে রয়েছে। অনেকে গন্ডগোল পাকাচ্ছে। বিষয়টি আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকেও জানাচ্ছি।'

রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই জানিয়েছে, প্রথম পর্যায়ে প্রায় ১ কোটি ৪৫ লক্ষ উপভোক্তার অ্যাকাউন্টে অর্থ পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে। যাঁদের আবেদন এখনও যাচাই হয়নি বা কোনও ত্রুটির কারণে টাকা পৌঁছয়নি, তাঁদের আবেদন পর্যায়ক্রমে খতিয়ে দেখা হবে বলেও সরকারের দাবি। তবে টাকা না পাওয়া বহু মহিলার ক্ষোভ-বিক্ষোভে অন্নপূর্ণা যোজনা ঘিরে চাপ ক্রমেই বাড়ছে।

১১ হোটেল বন্ধ, হুঁশিয়ারির মুখে আরও ১৭

মারণ-শিখায় শিক্ষা

নিজস্ব প্রতিবেদন: শহরের অন্যতম ব্যস্ত পর্যটন কেন্দ্র নিউ মার্কেট চত্বরে এবার বেনিয়মের বিরুদ্ধে অল-আউট অপারেশনে নামল প্রশাসন। মির্জা গালিব স্ট্রিটের 'শিখা ইন' হোটেলে সাম্প্রতিক অগ্নিকাণ্ডে ৯ জনের মর্মান্তিক মৃত্যুর পর গা ঝাড়া দিয়ে উঠল পুরসভা, দমকল ও পুলিশ। ফায়ার সেফটি অডিট ও শোকজ নোটিসের সন্তোষজনক জবাব না মেলায় শুক্রবার সকাল থেকেই এলাকা জুড়ে চিরুনি অভিযান চালায় যৌথ প্রতিনিধি দল। নিয়মকানুনের তোয়াক্কা না করে চলতে থাকা একের পর এক হোটেলে ঝোলানো হয় সিল করার নির্দেশিকা। ইতিমধ্যেই ১১টি হোটেল বন্ধ করে দরজায় নোটিস সাঁটিয়ে দেওয়া হয়। আবাসিকদের সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে হোটেল খালি করার জন্য ২৪ ঘণ্টার সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে প্রশাসন।

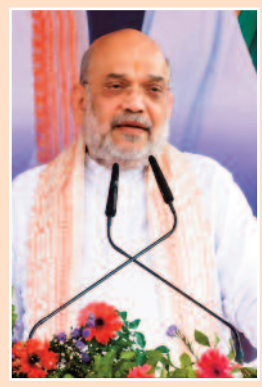

এই ঘটনার পর থেকেই কোমর বেঁধে নেমেছে কলকাতা পুরসভা ও দমকল বিভাগ। বৃহস্পতিবার প্রথম দফায় মির্জা গালিব স্ট্রিটের ৯টি গেস্ট হাউস ও ৪টি রেস্তোরাঁ-পানশালাকে শোকজ করা হয়েছিল। সেই তালিকায় শুক্রবার যুক্ত হল আরও ১৭টি হোটেল। শোকজের আওতায় থাকা নতুন হোটেলগুলির তালিকায় রয়েছে, মারকুইস স্ট্রিটের ১০টি হোটেল, মির্জা গালিব স্ট্রিটের ৫টি হোটেল, এসএন ব্যানার্জি রোডের ১টি হোটেল এবং তপসিয়া রোডের ১টি হোটেল। এর পাশাপাশি আধিকারিকদের তদন্তে উঠে এসেছে অত্যন্ত উদ্বেগজনক ছবি। বেশিরভাগ হোটেলেরই বৈধ ট্রেড লাইসেন্স নেই, ২০২৪ সালের পর ফায়ার লাইসেন্স রিনিউ বা নবীকরণ পর্যন্ত করা হয়নি। কেন্দ্রীয় অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা তো দূরের কথা, কোথাও জলের পাম্প বিকল, কোথাও হোস পাইপ গায়েব, আবার কোথাও ফায়ার অ্যালার্মই নেই।

প্রশাসনের এই আকস্মিক পদক্ষেপে চরম বিপাকে পড়েছেন দূরদূরান্ত এবং বাংলাদেশ থেকে আসা পর্যটকরা। অনেকেই আগে থেকে বুকিং করে কলকাতায় পৌঁছে দেখেছেন হোটেল বন্ধ। ফলে তাঁদের ব্যাগপত্র নিয়ে নতুন আশ্রয়ের খোঁজে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে হচ্ছে। তবে পুরসভা ও দমকল সূত্রে স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়েছে, শনিবারের মধ্যে সন্তোষজনক উত্তর না মিললে বাকি হোটেলগুলিতেও একই পরিণতি হবে।

বঙ্গে প্রতিষ্ঠিত আইনের শাসন

মমতাকে নিশানা শাহের

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা কার্যকর করা নিয়ে প্রাক্তন তৃণমূলের সরকারের কড়া সমালোচনা করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শুক্রবার শিলিগুড়ির কাওয়াখালি ময়দানে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা নিয়ে বিশেষ প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি দাবি করেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে রাজ্যে আইনের শাসনের বদলে 'ক্যাডার রাজ' চলত। বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর আমলে রাজ্যে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর আরও দাবি ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা এবং ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম-সহ তিনটি নতুন আইনের প্রসঙ্গ।

তাঁর দাবি, রাজ্যে নতুন আইন কার্যকর করার ক্ষেত্রে আগের সরকার বিজ্ঞপ্তি জারি করেনি। সেই জায়গায় নতুন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর দ্রুত পদক্ষেপ করেছে। এই প্রসঙ্গে অমিত শাহ বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতীয় ন্যায় সংহিতা এরাজ্যে লাগু করার বিজ্ঞপ্তি পর্যন্ত দেননি। কারণ, উনি জানতেন, এটা লাগু হলে কাটমানি, সিন্ডিকেট সব ভেঙে চুরচুর হয়ে যেত। শুভেন্দু অধিকারী মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব নিয়ে প্রথম এই ফাইল সই করেছেন। এখান থেকে ইংরেজ আমলের নিয়ম তুলে দিয়েছেন। এবার আপনারা দেখতে পাবেন, তিন ন্যায় সংহিতা (ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা, ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম) কীভাবে নাগরিক সুরক্ষা দেবে, সম্পত্তি বাঁচাবে। ৩ বছরের মধ্যে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত ন্যায় দিতে পারি, সেটা এবার দেখবেন। বাংলার পুলিশ যা করার করবে।' শুক্রবার রাজ্যের আগের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়েও সরব হন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। বাম এবং তৃণমূলের জমানায় 'ক্যাডার রাজ' চলত বলে অভিযোগ করেন তিনি। তাঁর দাবি, এখন সেই পরিস্থিতির বদলে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার পথে এগোচ্ছে রাজ্য।

শুক্রবার অমিত শাহের সফরের অন্যতম বিষয় ছিল উত্তরবঙ্গের সীমান্ত পরিস্থিতি। শুক্রবার

> মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে রাজ্যে আইনের শাসনের বদলে ক্যাডার রাজ চলত। রবীন্দ্রসংগীত নয়, বোমার শব্দ শোনা যেত। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর আমলে রাজ্যে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
> -- অমিত শাহ

কাওয়াখালিতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার পাশাপাশি সীমান্ত সুরক্ষা নিয়েও বৈঠক করেন তিনি। একই সঙ্গে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন বা সিএএ কার্যকর করা নিয়ে শরণার্থীদের আশ্বস্ত করেন শাহ। এই বিষয়ে তিনি বলেন, শরণার্থীদের ভয় পাওয়ার কারণ নেই। তবে অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান তিনি। তাঁর দাবি, আগের সরকার যে কাজ আটকে রেখেছিল, নতুন সরকার তা এগিয়ে নিয়ে যাবে।

জনগণনায় 'অন ডিউটি' শিক্ষকরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: স্কুলে পঠনপাঠনের সময়ে শিক্ষকদের জনগণনার কাজ করানো নিয়ে চলা টানাপোড়েনে ঐতিহাসিক রায় দিল কলকাতা হাইকোর্ট। স্কুলের ক্লাস নাকি সেনসাসের কাজ, কোনটা আগে, এই প্রশ্নের অবসান ঘটিয়ে হাইকোর্টের বিচারপতি কৃষ্ণা রাও স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, সেনসাসের কাজের জন্য যাঁদের দায়িত্ব দেওয়া হবে, সেই সময়ে তাঁদের সেনসাস ডিউটিই করতে হবে, শিক্ষকতা নয়। আর ওই পুরো সময়টি শিক্ষকদের 'অন ডিউটি' হিসেবেই ধরা হবে। এই রায়ের ফলে দীর্ঘদিনের প্রশাসনিক অনিশ্চয়তা ও শিক্ষকদের ক্ষোভের নিরসন ঘটল।

আদালত সূত্রে খবর, গত ১৬ অগস্ট থেকে রাজ্যজুড়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরে জনগণনার কাজ শুরু হয়েছে, যেখানে শিক্ষকদের বড় অংশকে নিযুক্ত করা হয়। রাজ্য সরকারের প্রথম নির্দেশিকা ছিল, স্কুলের কাজ শেষে অর্থাৎ বিকেল চারটের পর কিংবা ছুটির দিনে শিক্ষকদের এই কাজ করতে হবে। এই সিদ্ধান্তের পরেই তীব্র অসন্তোষ ছড়ায় শিক্ষক মহলে। মামলা গড়ায় হাইকোর্টে। শুনানিকালে বিচারপতি কৃষ্ণা রাও প্রশ্ন তোলেন, বিকেল চারটেয় স্কুল ছুটির পর শিক্ষকরা দূরে অন্য এলাকায় গিয়ে কাজ সেরে কখন বাড়ি ফিরবেন? তা ছাড়া রাজ্য ও কেন্দ্রের অবস্থানের মধ্যে চরম সমন্বয়ের অভাব দেখেও ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি।

আদালতের তীব্র ভর্ৎসনার মুখে পড়ে রাজ্য সরকার তাদের আগের বিজ্ঞপ্তি প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হয় এবং নতুন নির্দেশিকা জারি করে। এরপরই বিচারপতি কৃষ্ণা রাও সংশ্লিষ্ট চারটি মামলার নিষ্পত্তি করে ৪টি মূল পয়েন্ট বা নির্দেশাবলী জারি করেন। যেখানে বলা হয়েছে, ডিরেক্টর অব সেনসাস শিক্ষকদের কাজে নেওয়ার জন্য তাঁদের নির্দিষ্ট

সময়, দিন এবং স্থান আগেই স্পষ্ট করে জানিয়ে দেবেন। সঙ্গে এও বলা হয়েছে, সেনসাসের ডিউটিতে থাকাকালীন শিক্ষকরা শুধু জনগণনার কাজই করবেন। ওই সময়ের কাজকে তাঁদের অফিশিয়াল ডিউটি হিসেবে গণ্য করতে হবে, সেসময় স্কুলে গিয়ে তাঁদের পঠনপাঠন করাতে হবে না। শুধু তাই নয়, একইসঙ্গে এও জানানো হয়েছে, প্রশাসনিক নির্দেশে যে শিক্ষকদের সেনসাসের দায়িত্ব দেওয়া হবে, তাঁরা সেই নির্দেশ অমান্য বা কাজ করতে অস্বীকার করতে পারবেন না। একইসঙ্গে আদালতের নির্দেশ, সেনসাস কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় সহায়তার জন্য বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের কাছে আবেদন জানাবেন। স্কুলের স্বাভাবিক পঠনপাঠন যাতে কোনওভাবেই শিকেয় না ওঠে, তা সুনিশ্চিত করার জন্য ডিউটির সময়সূচি ও শিক্ষকদের তালিকা সুসংহতভাবে সাজাবেন প্রধান শিক্ষক নিজেই।

কলকাতা হাইকোর্টের একক বেঞ্চের এই রায় রাজ্যের সমস্ত প্রাথমিক ও সেকেন্ডারি স্তরের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। আর এদিনের আদালতের এই নির্দেশের জেরে রাজ্যজুড়ে শিক্ষকদের যে বিশাল বাড়তি মানসিক চাপ তৈরি হয়েছিল, আদালতের এই রায়ে তার সম্পূর্ণ অবসান ঘটল।

শিলিগুড়ি করিডরের নিরাপত্তা জোরদার

নিজস্ব প্রতিবেদন: উত্তরবঙ্গের 'চিকেনস নেক' বা শিলিগুড়ি করিডরের নিরাপত্তা আরও আঁটসাঁট করা হচ্ছে বলে জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শুক্রবার শিলিগুড়ির রানিডাঙায় সশস্ত্র সীমা বলের (এসএসবি) উত্তরবঙ্গ ফ্রন্টিয়ার সদর দপ্তরের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে তিনি জানান, করিডরের নিরাপত্তায় ত্রিস্তরীয় নজরদারির ব্যবস্থা করা হয়েছে। চোপড়া,

কিশানগঞ্জ এবং ধুবড়ি, এই তিন স্থানের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও শক্ত করা হচ্ছে। শুধুমাত্র উত্তরবঙ্গের সীমান্ত পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখেই এই পদক্ষেপ বলে কেন্দ্রের তরফে জানানো হয়েছে। শুক্রবারে এসএসবি-র বিশেষ অনুষ্ঠানে অমিত শাহের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এসএসবি-র একাধিক প্রশাসনিক ও আবাসিক প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তরও স্থাপন করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। এই প্রকল্পগুলির মোট মূল্য ১৮৯ কোটি টাকা।

উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ি করিডর দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে মূল ভূখণ্ডের যোগাযোগের অন্যতম প্রধান পথ। ফলে এই এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আরও শক্ত করার উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের তৈরি করা নতুন নিরাপত্তা কাঠামোয় চোপড়া, কিশানগঞ্জ এবং ধুবড়িকে বিশেষ ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করে গোটা করিডরে নজরদারি চালানো হবে বলে অনুষ্ঠানে জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

রাজ্যের সীমান্ত এলাকার নিরাপত্তার পাশাপাশি ওই অঞ্চলের যোগাযোগ এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের কথাও বলেন অমিত শাহ। বাংলাদেশ ও ভুটান সীমান্তের গ্রামগুলির সঙ্গে দেশের মূল ভূখণ্ডের যোগাযোগ বাড়ানোর পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় সরকার করছে। 'ভাইব্রেন্ট ভিলেজ প্রোগ্রাম ২.০'-এর আওতায় ৬,৮৩৯ কোটি টাকার বিভিন্ন প্রকল্পের ঘোষণাও শুক্রবার করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। রাজ্যের আন্তর্জাতিক সীমান্তে র প্রত্যন্ত এলাকার মানুষের যাতায়াতের সুবিধা বাড়ানো এবং পর্যটনের প্রসারেও জোর দেওয়া দেন তিনি। ওই সব অঞ্চলের নিরাপত্তার পাশাপাশি ওই অঞ্চলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বাড়ানোর লক্ষ্যও নিচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার।

এছাড়াও রেল যোগাযোগের ক্ষেত্রেও উত্তরবঙ্গকে নতুন করে সাজানোর পরিকল্পনার কথা এদিন বলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। 'অমৃত ভারত স্টেশন' প্রকল্পের আওতায় শিলিগুড়ি এবং জলপাইগুড়ি স্টেশনকে আধুনিক করে তোলার পরিকল্পনা করা হয়েছে। সীমান্ত সুরক্ষা, যোগাযোগ এবং পরিকাঠামো, এই তিন দিকেই একসঙ্গে কাজ করার বার্তা দেওয়া হয় শুক্রবারের অনুষ্ঠানে।

শুক্রবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ তার উত্তরবঙ্গ সফরে সীমান্ত নিরাপত্তা নিয়ে একাধিক বৈঠক করেন। এর আগে কাওয়াখালিতে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা সংক্রান্ত একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেন তিনি। উত্তরবঙ্গের সীমান্ত পরিস্থিতি নিয়ে প্রশাসনিক ও নিরাপত্তা আধিকারিকদের সঙ্গেও আলোচনা করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

ডানকুনিতে লাক্সের কারখানা নিয়েই জল্পনা

১১.০৬ একর জমিতে উৎপাদন কেন্দ্রের দাবি শিল্প দপ্তরের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ডানকুনি: ডানকুনিতে লাক্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের প্রস্তাবিত প্রকল্পকে ঘিরে রাজনৈতিক বিতর্কের মাঝেই অবস্থান স্পষ্ট করল রাজ্য সরকার। বৃহস্পতিবার শিল্প ভবনে সাংবাদিক বৈঠকে শিল্পসচিব বন্দনা যাদব জানান, ডানকুনিতে ১১.০৬ একর জমির উপর লাক্সের উৎপাদন কেন্দ্রই গড়ে উঠছে। এটি কোনও গুদাম প্রকল্প নয়। ওই জমির চরিত্র পরিবর্তনের প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণ হয়েছে এবং পরিবেশ দপ্তরের ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করা হয়েছে।

শিল্পসচিব জানান, হোসিয়ারি শিল্প পরিবেশগত দিক থেকে 'হোয়াইট ক্যাটাগরি'-র অন্তর্ভুক্ত। ফলে কারখানা চালুর আগে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র পেলেই উৎপাদন শুরু করা যাবে। তিনি আরও জানান, মূল প্রকল্প এলাকার পাশেই প্রায় ৩.৩ একর জমি রয়েছে। সেখানে গুদাম, পার্কিং, শ্রমিকদের আবাসন এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক পরিকাঠামো গড়ে তোলা হবে।

এদিন শিল্প ভবনে প্রকল্পের বিস্তারিত পরিকল্পনাও তুলে ধরেন লাক্স কোজি ইন্ডাস্ট্রিজের কর্ণধার অশোক টোডি। তিনি জানান, প্রায় ৫০ বছর ধরে তাঁদের সংস্থা পশ্চিমবঙ্গে ব্যবসা করছে। ডানকুনির নতুন কারখানায় প্রায় ৬০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হবে এবং আগামী ৩০ মাসের মধ্যে উৎপাদন শুরু করার লক্ষ্য রয়েছে। তাঁর দাবি, প্রকল্পের জন্য সরকারের প্রয়োজনীয় সমস্ত অনুমোদন তাঁদের হাতে রয়েছে এবং গত ১১ জুলাই ভূমিপুজোর অনুষ্ঠানও সরকারি অনুমতি নিয়েই হয়েছে।

অশোক টোডি আরও জানান, ডানকুনির এই প্রকল্পকে এশিয়ার অন্যতম আধুনিক হোসিয়ারি উৎপাদন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্য রয়েছে। তিনি স্পষ্ট করেন, ৬০০ কোটি টাকার এই প্রকল্প সম্পূর্ণভাবে উৎপাদনমুখী। এটি কোনও ওয়্যারহাউস প্রকল্প নয়।

ওয়্যারহাউস নিয়ে যে বিতর্ক তৈরি হয়েছে, সে প্রসঙ্গেও ব্যাখ্যা দেন টোডি। তাঁর দাবি, ব্যক্তিগত নামে থাকা কয়েকটি গুদাম ভবিষ্যতে সংস্থার নামে হস্তান্তর করা হবে। সেই বিষয়টি নিয়েই বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে।

সম্প্রতি তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক কুণাল ঘোষ এই প্রকল্প নিয়ে একাধিক প্রশ্ন তুলেছিলেন। সেই অভিযোগের প্রেক্ষিতেই এদিন শিল্প দপ্তর এবং লাক্স কর্তৃপক্ষ যৌথভাবে প্রকল্পের বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করে। একই সঙ্গে অশোক টোডি জানান, তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রচারের অভিযোগে কুণাল ঘোষের কাছে মানহানির নোটিস পাঠানো হয়েছে। তাঁর দাবি, প্রায় ১৫ বছর আগের নথির ভিত্তিতে বর্তমান প্রকল্প সম্পর্কে ভুল ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, যার জেরেই আইনি পদক্ষেপ করা হয়েছে।

বিধায়কের হাত ধরে কাঁচরাপাড়া পুরসভায় চালু হল 'মা আহার'

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: নতুন সরকারের আমলে 'মা ক্যান্টিনে'র নাম বদলে চালু হয়েছে 'মা আহার'। শুক্রবার মা আহার ক্যান্টিনের উদ্বোধন করেন বীজপুরের জনপ্রিয় বিধায়ক সুদীপ্ত দাস। মূলতঃ কাঁচরাপাড়া পুর অঞ্চলের প্রান্তিক মানুষজন প্রতিদিন সুলভে দ্বিপ্রাহরিক আহার করতে পারবেন। মা আহার প্রকল্পের উদ্বোধন করে বীজপুরের বিধায়ক সুদীপ্ত দাস বলেন, বিগত সরকার মা ক্যান্টিন প্রকল্পে ডিম-ভাত দিত। কিন্তু নতুন সরকার দরিদ্র মানুষজনের মুখে মাছ-ভাত তুলে দিচ্ছে। এটাই তো পরিবর্তন। সুদীপ্তের কটাক্ষ, যারা বলেছিলেন বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসলে নাকি মাছ খাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে। এবার তাদের গালে থাপ্পড় পড়েছে। নতুন সরকার ক্ষমতায় এসে 'মা আহার' ক্যান্টিনের মাধ্যমে দরিদ্র মানুষজনকে মাছ-ভাত খাওয়াচ্ছে। প্রসঙ্গত, অন্নপূর্ণা যোজনা প্রকল্পের টাকা না পেয়ে এদিন হালিশহর পুরসভায় মহিলারা বিক্ষোভ দেখান। এপ্রসঙ্গে বিধায়ক সুদীপ্ত দাস বলেন, আগের সরকার এই প্রকল্পে দেড় হাজার টাকা দিত। নতুন সরকার তিন হাজার টাকা দিচ্ছে। মহিলারা সেই টাকা সংসারের কাজে লাগাতে পারছেন। তবে এটা বিক্ষোভ নয়। মনের দুঃখের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। সেই বহিঃপ্রকাশকে আমরা সম্মান জানাচ্ছি। আশা করছি, সমস্যা কাটিয়ে ধীরে ধীরে সকলেই এই প্রকল্পের সুবিধা পাবেন। একটু ধৈর্য্য ধরুন, কেউই বঞ্চিত হবেন না।

সরকারি ভাবে রাখি তৈরির বরাত পেল কালনার সংস্থা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: অবশেষে মিলল দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর রাজ্য সরকারি রাখির বরাত। কালনার উইভার্স আর্টিজেন এন্ড ওয়েলফেয়ার সোসাইটিকে রাজ্যের যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের তরফ থেকে প্রায় ৫ লক্ষ ৩৯ হাজার রাখির বরাত দেয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর থেকেও ১০০০০ এর কিছু বেশি পরিবেশবান্ধব রাখির অর্ডার পেয়েছেন তারা। অন্যদিকে কলকাতা পুলিশের তরফ থেকেও প্রায় ৫০ হাজার রাখির অর্ডার মিলেছে, শেষ মুহূর্তে। আর তাতেই মুখে হাসি ফুটেছে কালনার রাখি শিল্পীদের। রাজ্য সরকারের রাখি তৈরির বরাত পেয়ে নতুন করে আশার আলো দেখছেন পূর্ব বর্ধমানের কালনার রাখি শিল্পীরা। শিল্পীদের দাবি, সরকারি বরাতে সারা বছরের তুলনায় প্রায় ২-৩ গুণ বেশি পারিশ্রমিক মিলছে। শুধু যুব কল্যাণ দপ্তর নয়, মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর ও কলকাতা পুলিশের কাছ থেকেও বরাত এসেছে বলে জানান শিল্পীরা। ফলে সময়মতো কাজ শেষ করতে দিন-রাত এক করে কাজ করছেন তাঁরা। এক রাখি শিল্পী জানান, প্রতিদিন প্রায় ১৬-১৮ ঘণ্টা কাজ করতে হচ্ছে। সরকারি বরাতে বাড়তি মজুরি পাওয়ায় খুশি শিল্পীরা। তাঁদের আশা, আগামী দিনেও সরকারি বরাত বাড়লে কালনার ঐতিহ্যবাহী রাখি শিল্পের পাশাপাশি বহু পরিবারের আয়-রোজগারের সুযোগও বাড়বে। সংস্থার সম্পাদক তপন মোদক বলেন, 'শেষ মুহূর্তে রাখির বরাত মেলায় আমরা খুশি। যারা সারা বছর রাখির কাজ করেন তারা এই অর্ডারটির জন্য বসে থাকেন। ফলে এই অর্ডার এর পর আমরা শিল্পীদের অনেক বেশি মজুরি দিতে পারব।'

উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাবিদ, শিল্পপতি নিয়ে রাজ্যস্তরের টাস্ক ফোর্স গঠন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: জাতীয় শিক্ষা নীতি (এনইপি) ২০২০ বাস্তবায়নে বড় পদক্ষেপ করল রাজ্য সরকার। উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে এনইপি কার্যকর করতে বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাবিদ, শিল্পপতি এবং প্রশাসনিক আধিকারিকদের নিয়ে রাজ্যস্তরের একটি টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়েছে। চার বছরের স্নাতক পাঠ্যক্রম, বহুমুখী শিক্ষাব্যবস্থা, শিল্পের চাহিদাভিত্তিক পাঠ্যক্রম, শিক্ষানবিশি এবং 'অ্যাকাডেমিক ব্যাঙ্ক অফ ক্রেডিট'-সহ একাধিক সংস্কারের রূপরেখা তৈরি ও বাস্তবায়নের দায়িত্ব থাকবে এই কমিটির উপর। ২০ অগস্ট উচ্চশিক্ষা দপ্তরের জারি করা নির্দেশিকায় এই টাস্ক ফোর্স গঠনের কথা জানানো হয়েছে।

এরই মধ্যে আগামী ২৪ অগস্ট নিউটাউনের কনভেনশন সেন্টারের তিন নম্বর হলে জাতীয় শিক্ষা নীতি বাস্তবায়ন নিয়ে রাজ্যস্তরের একটি কর্মশালার আয়োজন করছে পশ্চিমবঙ্গ সমগ্র শিক্ষা মিশন। ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার কথা স্কুল শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী দীপক বর্মণের। শিক্ষা প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরের প্রতিনিধিরাও সেখানে অংশ নেবেন। নবগঠিত টাস্ক ফোর্সের উপদেষ্টা করা হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের এনইপি পর্যালোচনা কমিটির চেয়ারম্যান তথা প্রাক্তন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক এম. জগদীশ কুমারকে। শিক্ষাবিদদের মধ্যে রয়েছেন ন্যাশনাল এডুকেশনাল টেকনোলজি ফোরামের চেয়ারম্যান অধ্যাপক অনিল ডি. সহস্রবুদ্ধে, নীতি আয়োগের প্রোগ্রাম ডিরেক্টর রাজীব কুমার সেন, আইআইটি খড়গপুরের অধিকর্তা অধ্যাপক সুমন চক্রবর্তী, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আশুতোষ ঘোষ, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক নির্মাল্য নারায়ণ চক্রবর্তী, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক কল্লোল পাল এবং মৌলানা আবুল কালাম আজাদ প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক তাপস কুমার চক্রবর্তী।

শিল্পক্ষেত্রের প্রতিনিধিদেরও টাস্ক ফোর্সে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন সেঞ্চুরি প্লাইবোর্ডসের চেয়ারম্যান তথা পদ্মশ্রী সম্মানপ্রাপ্ত সজ্জন ভাজাঙ্কা, সেনকো গোল্ডের অধিকর্তা শুভঙ্কর সেন এবং বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির শিক্ষা কমিটির সদস্য চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য। প্রশাসনিক স্তরে টাস্ক ফোর্সের চেয়ারম্যান করা হয়েছে উচ্চশিক্ষা দপ্তরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব বিনোদ কুমারকে। সদস্য হিসেবে রয়েছেন কারিগরি শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তরের প্রধান সচিব রাজীব কুমার, কারিগরি শিক্ষা অধিকর্তা অনিন্দিতা গঙ্গোপাধ্যায়, শিল্প প্রশিক্ষণের অধিকর্তা বাপ্পাদিত্য হালদার-সহ একাধিক আধিকারিক।

নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরের পাঠ্যক্রমকে আরও বহুমুখী ও নমনীয় করে তোলা, চার বছরের স্নাতক পাঠ্যক্রম চালু করা, একাধিক প্রবেশ ও প্রস্থান ব্যবস্থা কার্যকর করা, ক্রেডিট স্থানান্তরের ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং 'অ্যাকাডেমিক ব্যাঙ্ক অফ ক্রেডিট'-এর বাস্তবায়ন টাস্ক ফোর্সের অন্যতম অগ্রাধিকার হবে। পাশাপাশি শিল্প সংস্থাগুলির সঙ্গে সমন্বয় রেখে শিক্ষানবিশি, ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ, শিল্পমুখী পাঠ্যক্রম এবং দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা সম্প্রসারণের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে।

এছাড়া, রাজ্যের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে পরামর্শদাতা কাঠামো গড়ে তোলা, গবেষণা ও শিক্ষক প্রশিক্ষণকে উৎসাহ দেওয়া, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রস্তুতির মূল্যায়ন এবং এনইপি বাস্তবায়নের পথে সম্ভাব্য প্রশাসনিক ও আর্থিক বাধা চিহ্নিত করে তার সমাধানের সুপারিশ করাও টাস্ক ফোর্সের দায়িত্বের মধ্যে থাকবে। টাস্ক ফোর্সের অধীনে চারটি পৃথক কর্মীগোষ্ঠী গঠন করা হবে। এগুলি যথাক্রমে পাঠ্যক্রম ও ক্রেডিট কাঠামো, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা, শিল্প অংশীদারিত্ব ও শিক্ষানবিশি এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও শিক্ষক উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয় দেখবে। পর্যায়ক্রমে চার বছরের স্নাতক কাঠামো চালু করা, শিল্পের সঙ্গে সংযোগ আরও জোরদার করা এবং শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই রূপরেখা বাস্তবায়ন করা হবে বলে নির্দেশিকায় উল্লেখ করা হয়েছে।

নিউটাউনে ভোরে মদ্যপ যুবকদের তাণ্ডব, ধৃত ৩: সাতসকালে নিউটাউনের বিশ্ববাংলা সরণিতে মদ্যপ যুবকদের গাড়ির তাণ্ডব। দুমড়েমুচড়ে যাওয়া এবং টায়ারহীন চাকার রিং ঘষে চলা বেপরোয়া গাড়ি নিয়ে কার্যত মৃত্যুর মহড়া দিল তিন যুবক। তবে কর্তব্যরত ট্রাফিক পুলিশের তৎপরতায় বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেল এলাকা। পুলিশ স্কুটি নিয়ে পিছু ধাওয়া করে বিশ্ববাংলা গেটের কাছ থেকে গাড়িটি আটক করে এবং পালানোর চেষ্টাকালে তিন মদ্যপ যুবককে ধরে ফেলে।

পঞ্চায়েতের কর্মী ও অবসরপ্রাপ্তদের জন্য ডিএ ও ডিআর বৃদ্ধির ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পঞ্চায়েতের কর্মী ও অবসরপ্রাপ্তদের জন্য মহার্ঘ ভাতা (ডিএ) এবং মহার্ঘ ত্রাণ (ডিআর) বৃদ্ধির ঘোষণা করল রাজ্য সরকার। আগামী ১ অক্টোবর, ২০২৬ থেকে এই বর্ধিত হারে ডিএ ও ডিআর কার্যকর হবে। একই সঙ্গে পঞ্চায়েত সংস্থাগুলিতে কর্মরত দৈনিক মজুরিভিত্তিক শ্রমিকদের মজুরিও দৈনিক ১১০ টাকা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের জারি করা একটি বিজ্ঞপ্তিতে এই ঘোষণা করা হয়েছে।

সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী, ষষ্ঠ বেতন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী সংশোধিত বেতন কাঠামোর আওতায় থাকা তিনস্তরের পঞ্চায়েত সংস্থার পূর্ণসময়ের কর্মী, পঞ্চায়েত কর্মী এবং সংশোধিত পেনশনভোগীরা আগামী ১ অক্টোবর থেকে মূল বেতনের ৩৮ শতাংশ হারে ডিএ ও ডিআর পাবেন। সংশোধিত মূল বেতন এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে এনপিএ-র ভিত্তিতে এই মহার্ঘ ভাতা গণনা করা হবে। অন্য কোনও ভাতাকে এর আওতায় ধরা হবে না।

অন্যদিকে, এখনও পঞ্চম বেতন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী প্রাক-সংশোধিত বেতন কাঠামোতে থাকা কর্মীদের ডিএ ১৭১ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ২২৩ শতাংশ করা হয়েছে। একই হারে প্রাক-সংশোধিত পেনশন ও পারিবারিক পেনশনভোগীদের জন্যও ডিআর বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই বৃদ্ধিও ১ অক্টোবর থেকেই কার্যকর হবে এবং সংশ্লিষ্ট কর্মী বা পেনশনভোগীরা সংশোধিত বেতন বা পেনশনের আওতায় না আসা পর্যন্ত তা বহাল থাকবে।

পুজোর আগেই নতুন রূপে কুমোরটুলি ঘাট, সম্ভাব্য উদ্বোধন ২৪ সেপ্টেম্বর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দুর্গাপুজোর আগেই সম্পূর্ণ নতুন রূপে আত্মপ্রকাশ করতে চলেছে কলকাতার ঐতিহ্যবাহী কুমোরটুলি ঘাট। সৌন্দর্যায়নের পাশাপাশি আধুনিক পরিকাঠামোয় সাজিয়ে তোলা হচ্ছে গঙ্গার ধারের এই ঐতিহাসিক ঘাট। প্রায় ১০ কোটি টাকার এই প্রকল্পের দায়িত্ব নিয়েছে আদানি গোষ্ঠী। প্রশাসন সূত্রে খবর, সব কিছু পরিকল্পনামাফিক এগোলে আগামী ২৪ সেপ্টেম্বর নবনির্মিত ঘাটের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার কথা আদানি গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান গৌতম আদানির।

কুমোরটুলি শুধু কলকাতার নয়, বাংলার সংস্কৃতি ও দুর্গাপুজোর অন্যতম প্রাণকেন্দ্র। সেই ঐতিহ্যকে অক্ষুণ্ণ রেখেই ঘাটের আমূল পরিবর্তনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রশাসন সূত্রের দাবি, প্রায় এক বছর আগে এই প্রকল্পের রূপরেখা তৈরি হয়। পরে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বন্দর কর্তৃপক্ষ এবং আদানি পোর্টস অ্যান্ড স্পেশাল ইকোনমিক জোন লিমিটেডের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। সংস্থার উপদেষ্টা তথা অবসরপ্রাপ্ত আইএএস আধিকারিক সঞ্জয় থাড়ের তত্ত্বাবধানে বর্তমানে দ্রুত গতিতে কাজ চলছে। এই প্রকল্পের আওতায় কুমোরটুলি থেকে চাঁপাতলা ঘাট পর্যন্ত গঙ্গার ধারের প্রায় ৩০০ মিটার এলাকা নতুনভাবে গড়ে তোলা হচ্ছে। তবে সংস্কারের নামে ঐতিহ্যের কোনও ক্ষতি না হয়, সে বিষয়েও বিশেষ নজর রাখা হয়েছে। পুরনো মন্দির, ঐতিহাসিক স্থাপত্য এবং সাবেকি বাড়িগুলির স্বকীয়তা বজায় রেখেই সৌন্দর্যায়নের কাজ চলছে। ফলে পুরনো কলকাতার আবহ অটুট রেখেই যুক্ত হচ্ছে আধুনিক নাগরিক সুবিধা। নতুন প্রকল্পে দর্শনার্থীদের জন্য গঙ্গার ধারে প্রশস্ত হাঁটার পথ, পর্যাপ্ত বসার ব্যবস্থা, সুসজ্জিত ফুড পার্ক এবং পৃথক বোটিং জোন তৈরি করা হচ্ছে। পাশাপাশি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সংযোজন হতে চলেছে মৃৎশিল্পীদের জন্য একটি আধুনিক প্রদর্শনশালা। সেখানে সারা বছর কুমোরটুলির শিল্পীদের তৈরি প্রতিমা ও মৃৎশিল্প প্রদর্শনের ব্যবস্থা থাকবে। এর ফলে শিল্পীরা যেমন নতুন বাজার পাবেন, তেমনই পর্যটকদের কাছেও কুমোরটুলি আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে। প্রশাসনের মতে, এটি শুধুমাত্র একটি সৌন্দর্যায়ন প্রকল্প নয়। আদানি গোষ্ঠীর কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচির আওতায় বাস্তবায়িত এই উদ্যোগের লক্ষ্য বাংলার ঐতিহ্যবাহী মৃৎশিল্পকে আরও প্রসারিত করা এবং শিল্পীদের আর্থিকভাবে শক্তিশালী করে তোলা। একই সঙ্গে কুমোরটুলিকে আন্তর্জাতিক মানের সাংস্কৃতিক ও পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনারও গুরুত্বপূর্ণ অংশ এই প্রকল্প। দুর্গাপুজোর আগে নতুন সাজে কুমোরটুলি ঘাটের উদ্বোধন সেই লক্ষ্যপূরণেরই প্রথম বড় পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

বালিগঞ্জের কলসেন্টারে ডার্ক ওয়েব ব্যবহার করে সাইবার প্রতারণা, ধৃত ৪

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালিগঞ্জ: ডার্ক ওয়েব ব্যবহার করে ইংল্যান্ডে ফোন করে কোটি কোটি টাকার প্রতারণা। আন্তর্জাতিক সাইবার জালিয়াতি চক্রের গোপন আস্তানার খোঁজ পেয়ে বালিগঞ্জের একটি কলসেন্টারে আচমকা হানা দিল কলকাতা পুলিশ। এই ঘটনায় চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে একাধিক ল্যাপটপ, ডেস্কটপ ও মোবাইল ফোন। পুরো চক্রটির জাল কতদূর ছড়িয়ে রয়েছে এবং কীভাবে এই বিপুল পরিমাণ টাকার লেনদেন হত, তা খতিয়ে দেখতে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টর বা ইডি ও আয়কর বিভাগকে পুরো বিষয়টি জানাচ্ছে লালবাজার।

পুলিশ সূত্রে খবর, বেশ কিছুদিন ধরেই আন্তর্জাতিক সাইবার প্রতারণার অভিযোগ আসছিল। গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক ও কারিগরি তথ্য খতিয়ে দেখে নিশ্চিত হওয়ার পর, বৃহস্পতিবার বিকেলে বালিগঞ্জের ওই ভুয়ো কলসেন্টারে অভিযান চালায় পুলিশ। সেখান থেকেই প্রথমে তিনজনকে ধরে ফেলা হয়। বাজেয়াপ্ত করা হয় ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম। পরবর্তীতে তাঁদের দেওয়া তথ্যের ওপর ভিত্তি করে বৃহস্পতিবার গভীর রাতে তালতলা এলাকা থেকে আরও একজনকে জালে তোলে গোয়েন্দারা।

ধৃতদের নাম, ফিরদৌস ইকবাল, জোড়াসাঁকোর বাসিন্দা, শেখ সাজ্জাদ, বেনিয়াপুকুরের বাসিন্দা, রূপম টিমোথি বিশ্বাস কসবার বাসিন্দা এবং সাব্বির আলম, তালতলার বাসিন্দা। ধৃতদের শুক্রবার আদালতে পেশ করে নিজেদের হেপাজতে নেওয়ার আবেদন জানিয়েছে পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, এই আন্তর্জাতিক চক্রের মূল চাঁই বিহারের বাসিন্দা।

তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পেরেছে, ডার্ক ওয়েব এবং বিভিন্ন অজানা উৎস থেকে ব্রিটেন বা ইংল্যান্ডের বাসিন্দাদের ব্যক্তিগত ফোন নম্বর ও 'কাস্টমার কলিং ডেটা' জোগাড় করত চক্রটি। এরপর ইংরেজি ভাষায় সাবলীল ও দক্ষ কয়েকজন কর্মী রেখে চালানো হত অপারেশন। ধৃতরা ইন্টারনেট টেলিফোনি বা ভিওআইপি প্রযুক্তির সাহায্যে কম খরচে সরাসরি ইংল্যান্ডের গ্রাহকদের ফোন করত। ফোনে নিজেদের নামী টেলিকম সংস্থার কর্মী পরিচয় দিয়ে 'ওয়্যারলেস ডেটা', 'সিম কার্ড রিপ্লেসমেন্ট' কিংবা টেকনিক্যাল সার্ভিসের লোভ দেখানো হত। পরিষেবা উন্নত করার টোপ দিয়ে সুকৌশলে শিকারের ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ডের বিবরণ, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের তথ্য এবং গোপন পাসওয়ার্ড হাতিয়ে নেওয়া হত। তথ্য হাতে পেতেই মুহূর্তের মধ্যে অ্যাকাউন্ট সাফ করে বিদেশি মুদ্রা গায়েব করে দেওয়া হত। এই প্রসঙ্গে লালবাজারের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, প্রতারিত ব্যক্তিদের পরিচয় নিশ্চিত করতে বাজেয়াপ্ত হওয়া ল্যাপটপ ও মোবাইলের ডিজিটাল তথ্য সাইবার বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে পুনরুদ্ধার করা হচ্ছে। পাশাপাশি, কেন্দ্রীয় সংস্থার সাহায্য নিয়ে খোয়া যাওয়া বিদেশি মুদ্রা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

CHANGE OF NAME

I, **Siddhartha Saini** S/O Late Shashi Kant Saini resident of 16/1, Prince Anwar Shah Road, P.O. - Tollygunge, Kolkata-700033 do hereby declare vide affidavit before the Notary Public at Kolkata dated 20.08.2026 that I have relinquished my former name Siddhartha Saini and have changed my name from Siddhartha Saini to Siddharth Saini and henceforth shall be known as Siddharth Saini for all purposes.

CHANGE OF NAME

I, Jacinta Nomita Gomes d/o Late Peter Stanislaus Gomes r/o Sivicon Apartment, Flat No. GC, Rear Block, 3/1, Onrait Second Land, P.S - Entally, Kolkata - 700014 do hereby declare that my name was changed to Jacinta Nomita Rodrigues after marriage with Mr. Robert Anthony Rodrigues which was dissolved in 2004. Thereafter I married Mr. Niraj Kumar and my name was changed to Jacinta Nomita Kumar which is recorded in all my official documents, as declared before Executive Magistrate 2nd Court, Howrah (WB) vide affidavit no. 29AC 757065 Dated 20.08.2026. Jacinta Nomita Gomes, Jacinta Nomita Rodrigues and Jacinta Nomita Kumar are same and identical person.

নাম-পদবী

আমি Supria Maji W/O- Milan Maji, resident at Vill+ P.O.- Nalbona, P.S.- Goaltore, Dist- Paschim Medinipur, W.B. Pin- 721253, 1st Class Judicial Magistrate, Paschim Medinipur, affidavit No. 19524, dt. 28-07-26 এই মর্মে ঘোষণা করছি যে আমার এবং স্বামীর নাম Bijala Singh W/o- Milan Singh ভুলবশত আমার আধার কার্ডে (446580873912) নথিভুক্ত হইয়াছে। আমার ভোটার কার্ড (IRH2878189) অনুযায়ী আমার এবং স্বামীর নাম Supria Maji W/O- Milan Maji এবং সর্বক্ষেত্রে এক ও অভিন্ন ব্যক্তি রূপে পরিচিত হইলাম।

AFFIDAVIT

I, **Akhilesh Kumar Singh** S/O Baij Nath Singh residing at Joteshibrampur Begorkhal, Maheshtala (M), South 24 Parganas- 700141 do hereby declare vide affidavit before the Notary at Alipore Judge's Court dated 20.08.2026 that my correct name is Akhilesh Kumar Singh but inadvertently in the school register of my Son namely Aditya Singh, my name has been recorded as Akhilesh Singh instead of Akhilesh Kumar Singh. Akhilesh Kumar Singh and Akhilesh Singh i.e. myself am the same and one identical person.

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল **শ্রীমতী শম্পা সাহা**, স্বামী শ্রী সৌম্যজ্যোতি সাহা, সাং- ওলাদেবীতলা, পোঃ ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, তাহার ব্যক্তিগত লেখা ডায়েরী তাহার বাড়িতে খুঁজিয়া পাইতেছেন না। কেহ উক্ত ডায়েরীটি খুঁজিয়া পাইলে তাহা আমার মক্কেলকে ফেরত দিলে আমার মক্কেল কৃতজ্ঞ থাকিবেন। ধন্যবাদান্তে-
Simachal Goswami, Advocate
Nabadwip, Nadia

নাম -পদবী পরিবর্তন

গত 18/08/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 19846 নং এফিডেভিড বলে আমি, Srija Ghosh D/o. Swarup Kumar Ghosh, R/o. Vill + P.O. + P.S. Polba, Dist. Hooghly, Pin 712148, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার জন্ম সার্টিফিকেটে (Being Regn. 451, dated 07/09/2007) আমার নাম Sreeja Ghosh D/o. Swarup Ghosh, আমার শিক্ষাগত নথিপত্রে ও রেশন কার্ডে আমার নাম Srija Ghosh D/o. Swarup Kumar Ghosh এবং আমার আধার কার্ডে আমার নাম Srija Ghosh D/o. Swarup Ghosh, লিপিবদ্ধ আছে, যাহা এই এফিডেভিট বলে পরিবর্তন করিয়া আমার সকল নথিপত্রে আমার সঠিক নাম Srija Ghosh D/o. Swarup Kumar Ghosh লিপিবদ্ধ করিতে চাই। আমি Srija Ghosh D/o. Swarup Kumar Ghosh, Sreeja Ghosh D/o. Swarup Ghosh ও Srija Ghosh D/o. Swarup Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 21/08/2026 তারিখে নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী, কোর্টে 898 নং এফিডেভিট বলে আমি Md Habibullah (old name), S/o. Abdul Hamid Mondal, R/o. Sudarshan Madhya Majherpara, Sudarsan, Ramnathpur, Polba, Hooghly-712148, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Md Habibullah নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Md Habibullah Mondal (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Md Habibullah Mondal & Md Habibullah S/o. Abdul Hamid Mondal, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Md Ahmadullah.

গত 21/08/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 20148 নং এফিডেভিড বলে আমি Nowsad Ali S/o. Abdul Gaffar ও Md Nowsad Ali S/o. A Gaffar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 17/08/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 19694 নং এফিডেভিড বলে আমি Sk. Nasir Ahamed S/o. Maniruddin Ahmed ও Sk. Nasir Ahamed S/o. Sk. M. Uddin Ahmad সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 21/08/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 20152 নং এফিডেভিড বলে আমি Rahima Bibi, Reima Khatun & Rahima Bibi alias Reima Khatun W/o. Late Ajahar Ali @ Ajahar, সাকিম জয়পুর, পাণ্ডুয়া, হুগলী- ৭১২১৪৯, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি, যে নামগুলি আমার আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, এল.আর. পরচা, (খতিয়ান নং 488, দাগ নং ১০৬৬), দানপত্র দলিল (Regn. I-02214/2026 dated 27.05.2026, Pandua, Hooghly) প্রভৃতি নথিপত্রে লিপিবদ্ধ আছে।

PUBLIC NOTICE

I, Vanshika Kedia, wife of Mr. Yash Kedia, residing at 94/3, Lala Babu Shire Road, Post.Belurmath, P.S.Bally, Howrah – 711202, West Bengal, do hereby declare that my father's name is recorded as "Ravi Kumar Agarwal" in my existing Passport (Passport No: R5510508). However, in all my birth certificate, educational documents, Aadhaar Card, PAN Card and Marriage Certificate, his name is recorded as "Ravi Agarwal".

Be it known to all that "Ravi Kumar Agarwal" and "Ravi Agarwal" refer to one and the same person, who is my biological father. I shall henceforth be identified with my father's name as "Ravi Agarwal" for all future passport renewals and official purposes.

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র
মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি,
ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি,
পিন: ৭১২১০১,
ফোন- ৯৪৩৩১৬৮৯১৮

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ২২ অগস্ট ২০২৬, ৪ ভাদ্র ১৪৩৩, শনিবার

বেতনভোগী কর্মীদের জন্য স্বস্তি, মাসিক আয়ের উপর পেশা কর সীমা দ্বিগুণ করা হল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বেতনভোগী কর্মীদের জন্য বড় স্বস্তির ঘোষণা করল রাজ্য সরকার। মাসিক আয়ের উপর পেশা কর (প্রফেশনাল ট্যাক্স) দেওয়ার করমুক্ত সীমা দ্বিগুণ করা হয়েছে। এত দিন মাসে ১০ হাজার টাকার বেশি বেতন হলেই পেশা কর দিতে হত। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, আগামী ১ অক্টোবর থেকে মাসিক ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত আয়ের ক্ষেত্রে আর কোনও পেশা কর দিতে হবে না। সম্প্রতি অর্থ দপ্তরের রাজস্ব বিভাগের তরফে এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে।

নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী, মাসিক বেতন বা পারিশ্রমিক ২০ হাজার টাকার বেশি থেকে ৩০ হাজার টাকা পর্যন্ত হলে মাসে ১০০ টাকা পেশা কর দিতে হবে। মাসিক আয় ৩০ হাজার টাকার বেশি থেকে ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত হলে করের পরিমাণ হবে ১৪০ টাকা। ৫০ হাজার টাকার বেশি থেকে ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ের ক্ষেত্রে মাসে ১৭০ টাকা এবং মাসিক আয় ১ লক্ষ টাকার বেশি হলে প্রতি মাসে ২০৮ টাকা পেশা কর ধার্য করা হয়েছে।

তবে ব্যবসায়ী এবং স্বাধীন পেশার করদাতাদের ক্ষেত্রে এই নতুন কর কাঠামো কার্যকর হবে আগামী আর্থিক বছরের প্রথম দিন, অর্থাৎ ১ এপ্রিল, ২০২৭ থেকে। তাঁদের ক্ষেত্রে বার্ষিক আয়ের ভিত্তিতে করের হার নির্ধারণ করা হয়েছে। বছরে আড়াই লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ে কোনও পেশা কর দিতে হবে না। আড়াই লক্ষ টাকার বেশি কিন্তু পাঁচ লক্ষ টাকার মধ্যে আয় হলে বছরে ১ হাজার টাকা, পাঁচ লক্ষ থেকে ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ে ২ হাজার টাকা এবং ১০ লক্ষ টাকার বেশি আয়ে বছরে ২ হাজার ৫০০ টাকা পেশা কর ধার্য করা হয়েছে।

অন্যদিকে, পণ্য বা পরিষেবা ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত করদাতাদের ক্ষেত্রেও কর কাঠামোয় পরিবর্তন আনা হয়েছে। বার্ষিক ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত টার্নওভার সম্পূর্ণ করমুক্ত রাখ া হয়েছে। ১০ থেকে ২০ লক্ষ টাকা

পর্যন্ত টার্নওভারে বছরে ১ হাজার টাকা, ২০ থেকে ৪০ লক্ষ টাকার মধ্যে হলে দেড় হাজার টাকা এবং ৪০ লক্ষ টাকার বেশি টার্নওভারে বছরে ২ হাজার ৫০০ টাকা পেশা কর দিতে হবে।

বিরোধিতার রাজনীতি করে সাধারণ মানুষের সমর্থন পাওয়া যায় না: শমীক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: জাতীয় শিক্ষানীতি, বিরোধীদের রাজনৈতিক অবস্থান এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে নন্দলাল বসুর তৈরি প্রতীক ভাঙার ঘটনা সহ শুক্রবার একাধিক ইস্যুতে বিরোধীদের নিশানা করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। জাতীয় শিক্ষানীতি কার্যকর করা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে নানা রাজনৈতিক দলের বিরোধিতার প্রসঙ্গ তুলে তিনি দাবি করেন, বিরোধিতা করতে করতেই মানুষ শেষ পর্যন্ত বিজেপির সরকারকে ক্ষমতায় এনেছে। এদিন জাতীয় শিক্ষানীতি নিয়ে বলতে গিয়ে শমীক জানান, দেশে নতুন শিক্ষাব্যবস্থা চালুর বিষয়ে দীর্ঘদিন ধরেই আলোচনা চলছে। তাঁর বক্তব্য, এই নীতি কার্যকর করার পথে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের চাপ ও বিরোধিতা ছিল। কিন্তু সেই বিরোধিতা সাধারণ মানুষের মধ্যে উল্টো প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছে বলে দাবি তাঁর।

শমীকের কথায়, জাতীয় শিক্ষানীতি পশ্চিমবঙ্গে পরবর্তীতে কার্যকর হবে এটা নতুন কিছু নয়। দেশের বিভিন্ন জায়গায় নানা ইস্যু

তৈরি করে বিরোধিতা করা হয়েছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি। তাঁর দাবি, বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি দীর্ঘদিন ধরে শুধু বিরোধিতার নামে বিরোধিতা করে এসেছে। সেই বিরোধিতা সহ্য না করেই মানুষ তাঁদের সরকারকে ক্ষমতায় এনেছে। পশ্চিমবঙ্গেও তার ব্যতিক্রম হয়নি বলে দাবি করেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি। জাতীয় শিক্ষানীতি নিয়ে বিরোধিতার প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, এই ধরনের রাজনৈতিক অবস্থানের প্রভাব সাধারণ মানুষের উপর পড়েছে।

এর পরেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে মুখ খোলেন শমীক। বিশ্ববিদ্যালয়ে নন্দলাল বসুর তৈরি প্রতীক ভাঙার ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে বিতর্ক তৈরি হয়েছে, সেই প্রসঙ্গও তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে। তাঁর স্পষ্ট অভিযোগ, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি নিয়ে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের ভূমিকা এবং ঘটনার পরে তৈরি হওয়া পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। শমীকের বক্তব্যে উঠে আসে, বিজেপির কোনও ছাত্র সংগঠনের নিজস্ব ছাত্র সংসদ নেই। যাদবপুরে নন্দলাল বসুর তৈরি প্রতীক ভাঙার ঘটনাকে ঘিরে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রাজনীতি নিয়েও প্রশ্ন তোলেন। তাঁর বক্তব্য, যাঁদের দায়িত্ব ছিল, তাঁরা সেই দায়িত্ব পালন করতে পারছেন না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে কোনও শধ বা গোলমাল হলে পড়ুয়ারা কী ভাবে পরিস্থিতি সামলাবেন, সেই প্রশ্নও তোলেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, ক্যাম্পাসের নিরাপত্তা এবং পড়ুয়াদের দায়িত্ব পালনের বিষয়টি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আরও সক্রিয় হওয়া প্রয়োজন। যাদবপুরের ঘটনায় রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরের পরিস্থিতি কী ভাবে সামলানো হবে, তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি।

হাইকোর্টের নির্দেশে স্বস্তিতে অভিষেক, আরও ৩ মামলায় রক্ষাকবচ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আইনি লড়াইয়ে ফের বড়সড় সাফল্য পেলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার পুলিশি পদক্ষেপের হাত থেকে আদালতের নির্দেশে আরও তিনটি মামলায় অন্তর্বর্তী রক্ষাকবচ পান তিনি। শুক্রবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারক সৌগত ভট্টাচার্যের একক বেঞ্চ এই গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দেয়। এর ফলে তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া মোট ১৬টি মামলার মধ্যে ৮টিতেই আদালতের সুরক্ষা বলয় তৈরি হল।

আদালত সূত্রে খবর, ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত রবীন্দ্রনগর ও বিষ্ণুপুর থানায় অভিষেকের বিরুদ্ধে জমি সংক্রান্ত অনিয়ম, 'সেবাশ্রয়' প্রকল্পে দুর্নীতির অভিযোগ-সহ একাধিক ধারায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। এ দিন সেই মামলাগুলিরই শুনানি ছিল বিচারক সৌগত ভট্টাচার্যের এজলাসে। শুনানির পর বিচারক স্পষ্ট নির্দেশ দেন, আগামী ১১ সেপ্টেম্বর এই মামলার পরবর্তী শুনানি না হওয়া পর্যন্ত উক্ত তিনটি মামলায় সাংসদের বিরুদ্ধে কোনো ধরনের কড়া পদক্ষেপ করতে পারবে না পুলিশ।

এদিনের শুনানিতে অভিষেকের আইনজীবী জয়ন্ত নারায়ণ চট্টোপাধ্যায় সওয়াল করতে গিয়ে দাবি করেন, 'সেবাশ্রয়' প্রকল্পে যে দুর্নীতির অভিযোগ এনে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে, আইনত সেই ধারায় কোনো প্রথম তথ্য রিপোর্ট বা এফআইআর করাই যায় না। যদিও আদালত আপাতত এই আইনি যুক্তির গভীরে প্রবেশ করতে চায়নি। বিচারক পর্যবেক্ষণ করে জানান, আবেদনকারী সাংসদ আগেই অন্যান্য মামলায় অন্তর্বর্তীকালীন রক্ষাকবচ পেয়ে সুরক্ষাবলয়ে রয়েছেন। সুতরাং, আইনি ধারা সম্পর্কিত এই মূল বিষয়টি পরবর্তী নির্ধারিত শুনানির দিনেই বিশদে শোনা হবে।

উল্লেখ্য, রাজ্যের একাধিক থানায় সেবাশ্রয় প্রকল্প, ভুয়ো সই ও ডিজে বাজানো সংক্রান্ত মামলা-সহ বেশ কিছু বিষয়ে পুলিশি ও সিআইডি তদন্তের মুখে পড়তে হয়েছে ডায়মন্ড হারবারের সাংসদকে।

যাদবপুরের পর প্রেসিডেন্সি! ক্যাম্পাসে ঢুকে তাণ্ডবের চেষ্টা

নিজস্ব প্রতিবেদন, শিয়ালদহ: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংঘর্ষের উত্তাপ কমতে না কমতেই এবার অশান্তির আঁচ ঐতিহ্যবাহী প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ে। শুক্রবার বিকেলে কলেজ স্ট্রিট চত্বরে এবিভিপি এবং বাম ছাত্র সংগঠনগুলির মধ্যে তীব্র বাকবিতণ্ডা ও ধস্তাধস্তিকে কেন্দ্র করে চরম উত্তেজনা ছড়ায়। ঘটনার জেরে ক্যাম্পাসের ভেতরে দীর্ঘক্ষণ আটকে পড়েন সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়ারা, যা ঘিরে তীব্র আতঙ্ক তৈরি হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা কয়েক গুণ বাড়াতে বাধ্য হয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। বৃহস্পতিবারই যাদবপুরে এবিভিপি ও বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলির মধ্যে নজিরবিহীন গোলমাল ও হাতাহাতি ছড়িয়েছিল। সেই ঘটনার প্রতিবাদেই শুক্রবার প্রেসিডেন্সির মূল ভবনের পোর্টিকোয় বসে পোস্টার লেখার কাজ করছিলেন এসএফআই ও ইন্ডিপেন্ডেন্টস কনসোলিডেশন বা আইসি-এর সদস্যরা। অভিযোগ, সেই সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ফটকের বাইরে আচমকাই জমা হতে শুরু করে এবিভিপির কর্মী-সমর্থকরা। মুহূর্তের মধ্যে ক্যাম্পাসের মূল ফটকের সামনে মুখোমুখি চলে আসে দুই পক্ষ। শুরু হয় জোর তরজা ও স্লোগান-পাল্টা স্লোগান। ঘটনা প্রসঙ্গে প্রেসিডেন্সির এসএফআই নেতা বিতান ইসলাম তোপ দাগেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ে এবিভিপির কোনও অস্তিত্ব বা সাংগঠনিক ভিত্তি নেই। উত্তর কলকাতা অঞ্চলের প্রায় ৩০ জন এবিভিপি সমর্থক বেশ কিছু বহিরাগত দুষ্কৃতীকে সঙ্গে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটের সামনে এসে জড়ো হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের উদ্দেশ্য করে লাগাতার হুমকি দিতে থাকে।' অন্যদিকে, নিজেদের বিরুদ্ধে ওঠা বহিরাগত হানার অভিযোগ অস্বীকার করেছে ডানপন্থী ছাত্র সংগঠনটি। পাল্টা সুর চড়িয়ে এবিভিপি নেতৃত্বের দাবি, 'যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো ঐতিহ্যবাহী প্রেসিডেন্সিতেও প্রতিনিয়ত দেশবিরোধী কার্যকলাপ চালানো হচ্ছে। এই ধরনের দেশবিরোধী মানসিকতাকে দমন করতেই আমাদের প্রতিবাদ এবং তাঁদের উচিত শিক্ষা বা 'সবক' শেখানো জরুরি হয়ে পড়েছে।'

কৃষি এবং কিষান কল্যাণ মন্ত্রালয়
ভারত সরকার

"আবহাওয়ার ঝুঁকি থেকে আমাদের পরিশ্রমী কৃষক ভাই-বোনদের মঙ্গল সুরক্ষিত করায় প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনা অত্যন্ত কার্যকর প্রমাণিত হচ্ছে। এর সুফল কোটি-কোটি কৃষক পাচ্ছেন।"
- নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

আমি পেয়েছি ভরসা, ফসল পেয়েছে সুরক্ষা

ফসল বিমা করাও
সুরক্ষা কবচ পাও

প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনার ১০ বছরের প্রাপ্তি

- ৯২+ কোটি কৃষকের আবেদন প্রাপ্ত হওয়া
- ₹২ লাখ কোটির থেকেও বেশী ক্লেম কৃষকদেরকে পেমেন্ট করা
- ২৫+ কোটির কৃষকের আবেদনের ফসল বিমার লাভ প্রাপ্ত করা
- জাতীয় ফসল বিমা পোর্টাল দ্বারা স্বচ্ছ এবং দ্রুত দাবির পেমেন্ট

নথিভুক্তিকরণের শেষ তারিখ: ৩১শে আগস্ট, ২০২৬

প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনা

দেশব্যাপী হেল্পলাইন ১৪৪৪৭

আপনার ফসলকে আজই বিমাকৃত করার জন্যে যোগাযোগ করুন

নিকটবর্তী কৃষি বিভাগ কার্যালয় | জনসেবা কেন্দ্র | ক্রপ ইন্স্যুরেন্স অ্যাপ https://play.google.com | পোষ্ট অফিস | ব্যাঙ্ক শাখা

@PMFBY

CBC 01148/13/0017/2627

সম্পাদকীয়

দমকল থেকে পুরসভা, তৃণমূলের পাপ আর চাপা থাকছে না

তারাপীঠ থেকে মধ্য কলকাতার মির্জা গালিব স্ট্রিট। প্রায় রিপ্ল বলা যায়। দুটি হোটেলেই মাঝরাতে আগুন। অগ্নিদগ্ধ এবং দমবন্ধ হয়ে সবমিলিয়ে মৃত্যু কমপক্ষে ১৮ জনের। প্রাথমিক ভাবে তদন্তকারীদের অভিমত, দু'জায়গাতেই এসি অথবা ইলেকট্রিক্যাল সিস্টেম থেকেই আগুন লেগেছিল। এই দুই ঘটনা আরও একবার একাধিক প্রশ্ন তুলে দিল। কীভাবে এমন জনবহুল এলাকায় হোটেলগুলো ট্রেড লাইসেন্স পায়? মজার কথা প্রশ্ন তুলছেন কে? তিনি খোদ রাজ্যের দমকল মন্ত্রী। এতেই স্পস্ট এই রাজ্যে কীভাবে এতদিন ধরে একটা সরকার চলছিল? শহর কলকাতায় এর আগেও বড় বড় আগুন লেগেছে। করা হয়েছিল একাধিক পদক্ষেপ। কিন্তু কী হল? প্রশাসনের তথ্য বলছে, জোড়াসাঁকোর হোটেলে অগ্নিকাণ্ডের পর শহরের সবকটি হোটেলের ফায়ার অডিট চালানোর সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু সেই কাজের জন্য পরিমাণ মত লোকেই ছিল না দমকল দফতরে। স্বাভাবিক ভাবেই থার্ড পার্টির উপরে নির্ভর করতে হয় কিন্তু দমকল দফতর খবর, সেই অডিট শেষই করা যায়নি। রুফটপ রেস্তোরাঁগুলিতে অগ্নিবিধি মেনে কী ব্যবস্থা আছে, তা খতিয়ে দেখতে মাত্র ১৫ থেকে ২০টি হোটেল অডিট হয়। শহরের অভিজাত হোটেল ছাড়াও ৩৭৮৮ হোটেলকে চিহ্নিত করা হয়েছিল ফায়ার অডিটের জন্য। কিন্তু সেই কাজেই হয়নি। এর জন্য গঠিত কমিটির মাত্র ৩ থেকে ৪ বার বৈঠক হয়। মুখ্যসচিবের নেতৃত্বে এই কমিটি তৈরি হয়েছিল। এই কমিটির রিপোর্ট জমা পড়ার কথা ছিল কলকাতা পুরসভা এবং সরকারের কাছে। কিন্তু সে সব কিছুই হয়নি। তখনই উঠে এসেছিল, লোকবলের অভাব, নজরদারির গাফিলতি, এবং সিদ্ধান্তহীনতার মতো বিষয়গুলি। বাস্তব বলছে, এই কারণেই শহরে বড়সড় অগ্নিকাণ্ডগুলি ঘটছে। পুরসভা দায় ঠেলছে দমকলের দিকে। কিন্তু ট্রেড লাইসেন্স পেল কীভাবে, কেউ জানে না! তবে রাজ্যের বর্তমান সরকার গোটা বিষয়টি নিয়ে কড়া মনোভাব নিয়েছে। তৃণমূল আমলের পাপ আর বেশিদিন যাতে টানতে না হয়, সেই ব্যবস্থাই নেওয়া হোক, চায় রাজ্যবাসী।

জেলার স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরিদর্শনে স্বাস্থ্যমন্ত্রী, অপরিচ্ছন্নতায় অসন্তোষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বৃহস্পতিবার রাতে আচমকা পূর্ব বর্ধমানের বড়শুল ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরিদর্শন করেন রাজ্যের স্বাস্থ্য মন্ত্রী ডঃ শারদ্বত মুখোপাধ্যায়। রাতে মন্ত্রীর হঠাৎ আগমনে হাসপাতাল চত্বরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ঢুকে চিকিৎসা পরিষেবার সামগ্রিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন তিনি। চিকিৎসক, নার্স এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীদের সঙ্গে কথা বলার পাশাপাশি রোগীদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন স্বাস্থ্য মন্ত্রী। মেডিসিন বিভাগে গিয়ে রোগীদের চিকিৎসা ও পরিষেবা সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যার বিষয়েও খোঁজ নেন তিনি।

তবে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার পরিস্থিতি নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন তিনি। মন্ত্রী সাফাইকর্মীকে ডেকে নিয়মিত এবং আরও গুরুত্ব দিয়ে হাসপাতাল পরিষ্কার রাখার নির্দেশ দেন। এর পাশাপাশি চিকিৎসক ও নার্সদের উপস্থিতি, রোগীদের পরিষেবা এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়েও আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। স্বাস্থ্য মন্ত্রীর এই আচমকা পরিদর্শনে হাসপাতাল চত্বরে বেশ কিছুক্ষণ ব্যস্ততা ও চাঞ্চল্যের পরিস্থিতি তৈরি হয়।

পাশাপাশি বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল পরিদর্শনেও যান স্বাস্থ্য মন্ত্রী। সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরিদর্শনে গিয়ে পরিচ্ছন্নতা, নার্সিং স্টাফের ঘাটতি এবং হাসপাতালের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে রোগীদের কাছ থেকে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া মিললেও চিকিৎসক ও নার্সিং স্টাফদের বেশ কিছু সমস্যা রয়েছে বলে জানান তিনি। পরিদর্শনের পর স্বাস্থ্যকর্মীদের সঙ্গে কথা বলে স্বাস্থ্য মন্ত্রী ডঃ শারদ্বত মুখোপাধ্যায় জানান, 'চিকিৎসক ও নার্সদের কাজের উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করা জরুরি। বসার জায়গা, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং বিশ্রামের জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না থাকলে পরিষেবার উপর তার প্রভাব পড়তে পারে। বিশেষ করে ইমার্জেন্সি বিভাগে আরও নার্সিং পরিষেবার প্রয়োজন রয়েছে।' মহিলা চিকিৎসকদের রেস্ট রুম এবং হাসপাতালের ইমার্জেন্সি বিভাগে নিরাপত্তার ঘাটতি নিয়েও প্রশ্ন তোলেন মন্ত্রী। হাসপাতালের নিজস্ব নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে তিনি জানান, জেলা পুলিশের পক্ষে গোটা হাসপাতালের নিরাপত্তার দায়িত্ব সামলানো কঠিন। পরবর্তী পরিদর্শনে হাসপাতাল ও মহিলা হস্টেলের নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখবেন বলেও জানান তিনি।

অন্যদিকে, রোগীদের সঙ্গে কথা বলে চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও নেতিবাচক অভিযোগ পাননি বলে দাবি করেন মন্ত্রী। তাঁর কথায়, রোগীরা চিকিৎসক ও নার্সদের পরিষেবা নিয়ে সন্তুষ্ট বলেই জানিয়েছেন। পাশাপাশি হাসপাতালে 'থ্রেট কালচার' নিয়ে প্রশ্ন করা হলে মন্ত্রী জানান, বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তের ভিত্তিতে যাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে, তাঁদের একজনকে আপাতত দায়িত্ব থেকে সরানো হয়েছে বলে জানান তিনি। তবে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত এখনও শেষ হয়নি বলেও স্পষ্ট করেন। এই প্রসঙ্গে অভীক দে-র নাম করে মন্ত্রী দাবি করেন, তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক অনিয়মের অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অনাময় হাসপাতালের হাজিরা খাতা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। মন্ত্রীর অভিযোগ, অভীক দে নিয়মিত অনাময়ে হাজিরা দিতেন না এবং স্নাতকোত্তর শিক্ষায় প্রবেশের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাব ব্যবহারের অভিযোগ রয়েছে। তবে বিষয়টি তদন্তাধীন বলে জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, 'তদন্ত শেষ হওয়ার পর নির্দিষ্ট সময়ে রিপোর্ট জমা পড়বে। তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছনো হবে না।' 'থ্রেট কালচার' প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের উদ্দেশে মন্ত্রীর বার্তা, 'ভয় আউট, ভরসা ইন।' একইসঙ্গে তিনি দাবি করেন, হাসপাতালকে ঘিরে কোনও ধরনের ভয় বা চাপের পরিবেশ বরদাস্ত করা হবে না।

অমিল অন্নপূর্ণার টাকা

পূর্ব বর্ধমানের একাধিক জায়গায় দফায় দফায় অবরোধ, বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: রাজ্যে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার আগে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে রাজ্যের প্রতিটি মহিলাকে তিন হাজার টাকা করে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার প্রকল্পে ভাতা দেওয়া হবে। রাজ্যে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসলেও সেই প্রতিশ্রুতি মতো কাজ হয়নি বলে অভিযোগ তুলছেন অন্নপূর্ণার ভাতা থেকে বঞ্চিত মহিলারা। যার জেরে শুক্রবার সকাল থেকে কাঁকসা, অন্ডাল, খণ্ডঘোষ, কালনায় দফায় দফায় বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন মহিলারা।

সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী, কাঁকসা ব্লকের হাজার হাজার মহিলা অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার প্রকল্পের ফর্ম ফিলাপ করেছিলেন। ইতিমধ্যেই কাঁকসা ব্লকের বহু মহিলার ব্যাংক একাউন্টে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার প্রকল্পের টাকা ঢুকলেও যে সমস্ত মহিলাদের একাউন্টে টাকা ঢোকেনি তারা ক্ষুব্ধ হয়ে কাঁকসার বিডিও অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখায়। শুক্রবার দুপুরে মহিলাদের বিক্ষোভের জেরে বিডিও অফিস চত্বরে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে কাঁকসা থানার পুলিশ পৌঁছে পরিস্থিতির সামাল দেয়। বিক্ষোভকারী মহিলাদের অভিযোগ সরকার প্রতিশ্রুতি দিলেও সেই প্রতিশ্রুতি মতো কোনও কাজ হয়নি। কংগ্রেস নেতা ধর্মেন্দ্র শর্মার অভিযোগ, 'রাজ্য সরকার সাধারণ মানুষদের শুধু হয়রান করছে। দুমাস ধরে মহিলাদের অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার প্রকল্পের টাকা দেওয়ার কথা বললেও তাদের একাউন্টে টাকা ঢুকছে না। মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে।' অন্যদিকে, এদিন অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের দাবিতে অন্ডালে মহিলাদের বিক্ষোভে অবোরুদ্ধ হয়ে পড়ে সার্ভিস রোড। অন্ডাল বিডিও অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখানোর পর অন্ডাল মোড়ের সার্ভিস রোড অবরোধ করে প্রতিবাদ জানান তাঁরা। বিক্ষোভের জেরে কিছুক্ষণের জন্য যান চলাচল ব্যাহত হয় এলাকায়। তাঁদের অভিযোগ, বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনের কাছে একাধিকবার জানিয়েও সমস্যার সমাধান হয়নি। খবর পেয়ে অন্ডাল থানার পুলিশ এবং অন্ডাল ট্রাফিক পুলিশের কর্মীরা গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয়।

এরই পাশাপাশি অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার প্রকল্পে টাকা না পাওয়া এবং বৈষম্যের অভিযোগ তুলে খণ্ডঘোষে বিক্ষোভ দেখালেন প্রায় ৫০০ জন মহিলা। খণ্ডঘোষ ব্লক অফিসের সামনে জড়ো হয়ে দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভে সামিল হন তাঁরা। আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, অন্নপূর্ণার টাকা পাওয়ার ক্ষেত্রে বৈষম্য করা হচ্ছে। এলাকার বহু গরিব ও প্রান্তিক মহিলা এখনও এই প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত। অথচ আর্থিকভাবে তুলনামূলক স্বচ্ছল অনেকেই অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা পাচ্ছেন বলে অভিযোগ তাঁদের। এদিন বিক্ষোভ চলাকালীন মহিলারা আরামবাগ-বর্ধমান ৭ নম্বর রাজ্য সড়কের উপর বসে পড়েন। এর জেরে প্রায় আধঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। পরবর্তীতে আন্দোলনকারীরা খণ্ডঘোষের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের কাছে লিখিত আবেদন জানান। তাঁদের দাবি, সমস্যার বিষয়টি খতিয়ে দেখে সমাধানের জন্য বিডিও এক সপ্তাহ সময় নিয়েছেন। কালনায় অন্নপূর্ণার টাকা না পাওয়ার অভিযোগে রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন উপভোক্তারা। অবরোধের জেরে স্তব্ধ হয়ে পড়ে কালনা-কাটোয়া,এসটিকেকে রোড। প্রতি জায়গায় আন্দোলনকারীরা জানিয়েছেন, সময়ের মধ্যে তাঁদের দাবি পূরণ না হলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন তাঁরা।

কল্যাণী এলপিজি বটলিং প্লান্টে অনুষ্ঠিত হল রাজ্য স্তরের মহড়া

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: নদিয়া জেলা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও জাতীয় বিপর্যয় ব্যবস্থাপনার যৌথ উদ্যোগে, ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেড এবং সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগের সহযোগিতায় ২১ অগস্ট কল্যাণীর ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেড এলপিজি বটলিং প্ল্যান্টে তেল ও রাসায়নিক বিপর্যয় বিষয়ক একটি রাজ্য-স্তরের মহড়ার আয়োজন করে।

এই মহড়ার উদ্দেশ্য ছিল প্রস্তুতি যাচাই করা, জরুরি সাড়া প্রদানের প্রক্রিয়া পরীক্ষা করা, বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয় মূল্যায়ন করা এবং এলপিজি লিক, অগ্নিকাণ্ড বা ফুটন্ত তরল থেকে প্রসারিত বাষ্পের বিস্ফোরণের মতো পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে তা মোকাবিলার জন্য 'ইনসিডেন্ট রেসপন্স সিস্টেম'কে শক্তিশালী করা। মহড়ার প্রেক্ষাপট কাল্পনিক এই ঘটনায় 'হর্টন স্ফিয়ার-ফেটে গিয়ে এলপিজি লিক হওয়ার পরিস্থিতি তৈরি করা হয়। পরবর্তীতে তা অগ্নিকাণ্ড এবং সংলগ্ন আরেকটি স্টোরেজ স্ফিয়ারকে প্রভাবিত করে পরিস্থিতির দিকে মোড় নেয়। মহড়ায় জরুরি অবস্থা সক্রিয়করণের নিয়মাবলী, নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়ার প্রক্রিয়া, অনুসন্ধান ও উদ্ধারকাজ, হতাহতদের ব্যবস্থাপনা, যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ, জনসচেতনতামূলক তথ্য প্রচার এবং পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার পদক্ষেপগুলো পরীক্ষা করা হয়। এদিনের মহড়ার প্রধান কার্যক্রমসমূহ ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেড কর্তৃক অভ্যন্তরীণ জরুরি সাড়া প্রদান ব্যবস্থা সক্রিয়করণ। পরিস্থিতির অবনতির সাথে সাথে লেভেল-১, লেভেল-২ এবং লেভেল-৩ জরুরি অবস্থা ঘোষণা। জেলা জরুরি অপারেশন কেন্দ্র এবং ইনসিডেন্ট রেসপন্স সিস্টেম সক্রিয়করণ। দমকল ও জরুরি পরিষেবা, পুলিশ, সিভিল ডিফেন্স, স্বাস্থ্য বিভাগ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিভাগকে কাজে লাগানো। ইনসিডেন্ট কমান্ড পোস্ট স্টেজিং এরিয়া এবং ফরোয়ার্ড কমান্ড পোস্ট স্থাপন। ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা থেকে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া। দমকল বাহিনী কর্তৃক অনুসন্ধান ও উদ্ধারকাজ পরিচালনা।

অসমের বন্যায় দুর্গতদের পাশে রাজ কলেজের সেবা প্রকল্প

প্রীতিলতা বন্দ্যোপাধ্যায়

পূর্ব বর্ধমান: আসামের বন্যাদুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়াতে বর্ধমান রাজ কলেজের জাতীয় সেবা প্রকল্প (এনএসএস) ইউনিটের উদ্যোগে ৮ সদস্যের একটি স্বেচ্ছাসেবক দল শুক্রবার শিবসাগরের উদ্দেশে রওনা দিল। গত এক সপ্তাহ ধরে ত্রাণসামগ্রী ও অর্থ সংগ্রহ অভিযানে নেমে এনএসএস ভলান্টিয়াররা মোট ১ লক্ষ ১১ হাজার ৬৮৭ টাকা নগদ অর্থ এবং আনুমানিক ২৫ হাজার টাকা মূল্যের বিভিন্ন ত্রাণসামগ্রী সংগ্রহ করেছে।

দলের নেতৃত্বে রয়েছেন

এনএসএসের প্রোগ্রাম অফিসার ডঃ ওম শঙ্কর দুবে। তিনি জানান, বন্যাকবলিত মানুষের প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখে ত্রাণসামগ্রীর তালিকায় বিশেষভাবে রাখা হয়েছে দৈনন্দিন ব্যবহার্য ও গৃহস্থালির প্রয়োজনীয় সামগ্রী। এর মধ্যে রয়েছে ত্রিপল, ছাতা, টর্চ, শাড়ি, ধুতি, গামছা, সাবান, সার্ফ, শ্যাম্পু, স্যানিটারি প্যাড, বোরো প্লাস, স্কুল ব্যাগ, খাতা, পেন, বালতি, মগ-সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী। ডঃ দুবে বলেন, 'বর্ধমান রাজ কলেজ পরিবার এবং বর্ধমানের মানুষের যে ভালোবাসা ও সহযোগিতা আমরা পেয়েছি, আমরা আসলে সেই ভালোবাসাকেই আসামের দুর্যোগে আক্রান্ত মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করছি মাত্র।'

উল্লেখ্য, আসামের বন্যাদুর্গত এলাকায় ইতিমধ্যেই বিভিন্ন সংস্থার পক্ষ থেকে খাদ্যসামগ্রী পৌঁছেছে। সেই কারণে স্থানীয় মানুষের প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করে বর্ধমান রাজ কলেজের এনএসএস ইউনিট এবার মূলত গৃহস্থালির প্রয়োজনীয় সামগ্রী, ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার সামগ্রী এবং পড়ুয়াদের জন্য শিক্ষা উপকরণ নিয়ে যাচ্ছে।

এই মানবিক উদ্যোগে বর্ধমান রাজ কলেজ পরিবার, শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্রছাত্রী, প্রাক্তনী এবং বর্ধমানের বহু সহৃদয় মানুষ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। সংগৃহীত ত্রাণসামগ্রী নিয়ে এনএসএসের স্বেচ্ছাসেবক দল শিবসাগরের বন্যাকবলিত এলাকায় পৌঁছে সরাসরি দুর্গত মানুষের হাতে তা তুলে দেবে।

মায়ের মরদেহ আনতে যাওয়ার পথে মৃত্যু ছেলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, জঙ্গিপুর: জঙ্গিপুর হাসপাতাল থেকে মায়ের মৃতদেহ আনতে যাওয়ার পথে ট্রেন থেকে পড়ে মৃত্যু ছেলের। নিমতিতায় ঘটল এমন হৃদয়বিদারক ঘটনা! মায়ের মৃত্যুর খবর পেয়ে ভোররাতে তাঁর মৃতদেহ আনতে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন ছেলে। কিন্তু মায়ের কাছে পৌঁছনোর আগেই মর্মান্তিকভাবে মৃত্যু হল ছেলেরও। একই পরিবারের মা ও ছেলের মৃত্যুর ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জের নিমতিতার শেরপুর। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার রাতে আচমকাই অসুস্থ হয়ে পড়েন সালিমা বিবি। পরিবারের সদস্যারা তড়িঘড়ি তাঁকে জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসা চলাকালীন গভীর রাতেই তাঁর মৃত্যু হয়। মায়ের মৃত্যুর খবর বাড়িতে পৌঁছতেই শোকের আবহ তৈরি হয় পরিবারে। এরপর ভোররাতে মায়ের মৃতদেহ বাড়িতে নিয়ে আসার জন্য জঙ্গিপুর হাসপাতালের উদ্দেশে রওনা দেন ছেলে আহসান আলী। নিমতিতা স্টেশনে পৌঁছে ট্রেনে ওঠার সময় আচমকাই পা পিছলে ট্রেনের নিচে পড়ে যান তিনি। গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁকে দ্রুত উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও শেষরক্ষা হয়নি। চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। মায়ের মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ছেলের এমন মর্মান্তিক পরিণতিতে কার্যত ভেঙে পড়েছে পরিবারটি। তরতাজা যুবকের মৃত্যুতে হাসপাতালে পড়ে রয়েছে মায়ের নিথর দেহ। স্বজনদের কান্নায় ভারী হয়ে উঠেছে গোটা পরিবেশ। হৃদয়বিদারক এই ঘটনায় শোকস্তব্ধ এলাকার মানুষ। মৃতের দাদা মইদুল শেখ বলেন, 'আমি মায়ের কাছে। শুনলাম ভাই আসার সময় দুর্ঘটনা ঘটেছে। কিছুক্ষণ পরেই জানতে পারলাম ভাই মারা গিয়েছে।'

উত্তরপাড়ায় অবরোধ অন্নপূর্ণা-বঞ্চিতদের

পুরসভায় ঢুকে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা ঢোকেনি উত্তরপাড়া কোতরং মিউনিসিপ্যালিটির সামনে জিটি রোড অবরোধ। পুরোসভায় বিক্ষোভ মহিলাদের। মিনিট ২০ পর পুলিশ এসে অবরোধ তুলে দিলে পুরসভার ভিতরে ঢুকে বিক্ষোভ শুরু করেন মহিলারা। ২০ অগস্ট পর্যন্ত অনেকের টাকা ঢুকেছে একাউন্টে। কিন্তু বাকি যাদের টাকা ঢোকেনি তারাই বিক্ষোভে সামিল হন। পুরসভা থেকে ২৫ অগস্ট পর্যন্ত সময় নেওয়া হয়। মহিলারা হুঁশিয়ারী দেন, টাকা না ঢুকলে আবার ২৬ অগস্ট তারা আসবেন। প্রবল বিক্ষোভ হবে ঘেরাও। অন্যদিকে, অবরোধ চলাকালীন বিক্ষোভরত মহিলাদের সঙ্গে পথচারীদের ঝগড়া বাধে। সব মিলিয়ে তুমুল হট্টগল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় উত্তরপাড়ায়।

আবৃত্তিতে ইন্ডিয়া বুক অব রেকর্ডসে অর্কস্মিত

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: মাত্র ৭ বছর ৭ মাস বয়সে আবৃত্তিতে বিশেষ কৃতিত্বের জন্য ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসে নাম উঠল মেদিনীপুরের অর্কস্মিত পাখিরার। তার বয়স সাত বছর সাত মাস। ডাকনাম মিশুক। মেদিনীপুর শহরের নজর গঞ্জের বাসিন্দা, চুয়াডাঙ্গা স্কুলের শিক্ষক ডঃ হীরুলাল পাখিরা ও মনোহরপুর রাজারামচন্দ্র বিদ্যানিকেতনের শিক্ষিকা শ্রীমতি প্রীতিশা দে'র একমাত্র সন্তান অর্কস্মিত। শিশুটি রয়েল একাডেমি বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র। ছোটবেলা থেকেই আবৃত্তির প্রতি বিশেষ আগ্রহ ও নিয়মিত অনুশীলন, স্পষ্ট উচ্চারণ, সাবলীল উপস্থাপনা তাকে এই বিশেষ স্বীকৃতি দিয়েছে। তার এই সাফল্যের পিছনে পরিবারের পাশাপাশি রয়েছেন তার আবৃত্তির গুরুমা। যার নিরলস প্রশিক্ষণ ও প্রচেষ্টার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে তাদের কাছে এই সাফল্য অত্যন্ত গর্বের। যা তারা অর্কস্মিতের ভবিষ্যৎ গড়ার গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হিসেবেই দেখছেন।

আজকের দিন

- ১৮৯৪ — বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য মহাত্মা গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকায় নাটাল ইন্ডিয়ান কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করেন।
- ২০১৭ — ভারতের সর্বোচ্চ আদালত তাৎক্ষণিক তিন তালাককে (তালাক-ই-বিদ্দাত) অসাংবিধানিক ঘোষণা করে।

জন্মদিন

১৯১৫ *নাট্যব্যক্তিত্ব শম্ভু মিত্রের জন্মদিন।*
১৯৫৫ *অভিনেতা ও রাজনীতিবিদ চিরঞ্জীবীর জন্মদিন।*
১৯৭৬ *ওডিশি নৃত্যশিল্পী ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*

শম্ভু মিত্র

হাসনাবাদে গৃহবধূকে কুপিয়ে খুন

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাসনাবাদ: রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে আবার প্রশ্নচিহ্ন। রাতের অন্ধকারে গৃহবধূকে কুপিয়ে খুনে ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো হাসনাবাদে। খুনের ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুকিশ। ঘটনাটি ঘটেছে বসিরহাটের হাসনাবাদ থানার স্মরণিয়া এলাকায়। বাড়িতে একা থাকার সুযোগে বছর ৫২-এর এক গৃহবধূকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে বসিরহাটের হাসনাবাদ থানার স্মরণিয়া এলাকায়। মৃতার নাম খাদিজা বিবি (৫২)। পরিবার ও আত্মীয়-পরিজন সূত্রে জানা গিয়েছে, খাদিজা বিবির স্বামী বর্তমানে জেলে রয়েছেন। তাঁর দুই ছেলে কর্মসূত্রে বাড়ির বাইরে থাকেন। ফলে ছোট নাতিকে নিয়ে বাড়িতে একাই থাকতেন খাদিজা বিবি। বৃহস্পতিবার রাতে খাওয়া-দাওয়া সেরে নাতিকে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন তিনি। ভোরে ঘুম থেকে উঠে নাতি ঠাকুমাকে দেখতে না পেয়ে বাড়ির বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি শুরু করে। পরে বাড়ির পাশে একটি গলির মধ্যে রক্তাক্ত অবস্থায় খাদিজা বিবির দেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। তাঁর গলায় এবং মাথায় ধারালো অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন রয়েছে বলে পরিবারের দাবি। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই প্রতিবেশীরা ছুটে আসেন। খবর দেওয়া হয় হাসনাবাদ থানায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বসিরহাট জেলা হাসপাতালের পুলিশ মর্গে পাঠিয়েছে। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, জমি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে খাদিজা বিবির পরিবারের সঙ্গে একটি বিবাদ চলছিল। তবে সেই বিবাদের জেরেই খুন? নাকি এর পিছনে রয়েছে অন্য কোনও কারন, তা এখনও স্পষ্ট নয়। খুনের নেপথ্যে কে বা কারা রয়েছে, তা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে হাসনাবাদ থানার পুলিশ। ঘটনাস্থল খতিয়ে দেখার পাশাপাশি পরিবারের সদস্য ও প্রতিবেশীদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ।

ভাবাদিঘি রেলপ্রকল্প পরিদর্শনে হাওড়ার জেনারেল ম্যানেজার

মান বজায় রাখার নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: প্রতীক্ষিত ভাবাদিঘি রেল প্রকল্পের কাজ কতটা এগিয়েছে? নির্মাণে মান বজায় রাখা হচ্ছে কি-না? প্রকল্প বাস্তবায়নের পথে কোনও সমস্যা রয়েছে কি-না, এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই শুক্রবার ভাবাদিঘিতে সরেজমিনে পরিদর্শনে এলেন হাওড়া ডিভিশনের জেনারেল ম্যানেজার। তাঁর আগমন ঘিরে সকাল থেকেই ভাবাদিঘি এলাকায় ছিল বিশেষ তৎপরতা।

ভাবাদিঘিতে পৌঁছে রেলের বিভিন্ন নির্মাণকাজ ঘুরে দেখেন জেনারেল ম্যানেজার। প্রকল্পের অগ্রগতি থেকে শুরু করে নির্মাণের গুণগত মান, প্রতিটি বিষয় খতিয়ে দেখেন তিনি। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলে কাজের বর্তমান পরিস্থিতি ও সম্ভাব্য সমস্যাগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজ নেন। পরিদর্শনের সময় জেনারেল ম্যানেজার স্পষ্ট বার্তা দেন, শুধু কাজ শেষ করলেই হবে না, নির্ধারিত মান বজায় রেখেই দ্রুততার সঙ্গে প্রকল্পের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। কাজের গতি আরও বাড়ানোর পাশাপাশি গুণগত মানের ক্ষেত্রে কোনওরকম আপস করা যাবে না বলেও নির্দেশ দেন তিনি। তবে রেলের প্রকল্পের পরিদর্শনের মাঝেই সামনে আসে এলাকার আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। জেনারেল ম্যানেজারকে সামনে পেয়ে এক স্থানীয় মহিলা ভাবাদিঘি স্কুলের পড়ুয়াদের সমস্যার কথা তুলে ধরেন। বিশেষ করে দীর্ঘদিন ধরে স্কুলে বিদ্যুৎ না থাকার কারণে পড়ুয়া ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সমস্যার কথা জানিয়ে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন করেন তিনি। স্থানীয় মহিলার কথা মন দিয়ে শোনেন জেনারেল ম্যানেজার। বিষয়টির গুরুত্ব বুঝে সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের নির্দেশ দেন। এমনকি শুক্রবারের মধ্যেই স্কুলে বিদ্যুতের ব্যবস্থা করার জন্য নির্দেশ দিয়ে যান তিনি। রেলের গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের অগ্রগতি পরিদর্শনের পাশাপাশি স্থানীয় মানুষের সমস্যার কথাও গুরুত্ব দিয়ে শোনায় খুশি বাসিন্দারা। এখন জেনারেল ম্যানেজারের নির্দেশের পর সত্যিই দ্রুত ভাবাদিঘি স্কুলে বিদ্যুৎ পৌঁছয় কি না, সেই অপেক্ষাতেই পড়ুয়া, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অভিভাবকেরা।

বড়জোড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের দখল নিল বিজেপি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: সম্প্রতি বড়জোড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সোমা মন্ডল ও উপ প্রধান পবিত্র পালের বিরুদ্ধে বিজেপি সহ বেশ কয়েকজন তৃণমূল সদস্য অনাস্থা প্রস্তাব এনেছিলেন। বড়জোড়ার বিডিও সুদীপ্ত বসু তারিই ভিত্তিতে শুক্রবার তলবি সভার ডাক দেন। এই তলবি সভায় বিজেপি এবার বড়জোড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের দখল নিল। এদিন এই তলবি সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জিতে পঞ্চায়েতের ক্ষমতা দখল নিল গেরুয়া শিবির। প্রধান হলেন বিজেপির মামনি বাউড়ি ও উপপ্রধান নির্বাচিত হলেন তৃণমূলের সময়ের বিরোধী দলনেতা বিজেপির গোবিন্দ ঘোষ। দীর্ঘ ৫০ বছর পর বাঁকুড়ার শিল্পাঞ্চলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের মাথায় গেরুয়া পতাকা ওড়ায় স্বাভাবিকভাবেই খুশি বিজেপি নেতৃত্ব। প্রধানের দায়িত্ব নিয়ে মামানি বাউড়ি বলেন, তিনি উপপ্রধান এর সঙ্গে সমন্বয় রেখে পঞ্চায়েত পরিষেবা সমস্ত কাজ করবেন। বাঁকুড়া জেলার অন্যতম বড় শিল্পতালুক বড়জোড়ায় অবস্থিত হওয়ায় গুরুত্বের দিক থেকে বড়জোড়া গ্রাম পঞ্চায়েত অনেক এগিয়ে। ৩০ আসন বিশিষ্ট এই গ্রাম পঞ্চায়েতে ২০২৩ পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃনমূল ১৬ টি, বিজেপি ১১টি ও ৩টি আসনে জয় পায় নির্দল। সংখ্যাগরিষ্ঠতার স্বাভাবিক নিয়মেই ওই পঞ্চায়েতে বোর্ড গঠন করে তৃণমূল। রাজ্যে পালাবদলের পর থেকেই এই গ্রাম পঞ্চায়েত দখল অন্যতম লক্ষ্য হয়ে ওঠে গেরুয়া শিবিরের কাছে। তলবি সভায় বিজেপির ১১ জন পঞ্চায়েত সদস্য ছাড়াও ১ জন নির্দল ও ৫ জন বিক্ষুব্ধ তৃণমূল সদস্য অনাস্থার পক্ষে ভোট দেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে অনাস্থা পাশ হওয়ায় তৃণমূলের হাতছাড়া হল ওই গ্রাম পঞ্চায়েত। উপপ্রধান গোবিন্দ ঘোষ বলেন, 'গ্রাম পঞ্চায়েতকে সমস্ত রকম দুর্নীতি ও স্বজনপোষণ মুক্ত করে আগামীদিনে রাজ্য ও কেন্দ্রের বিভিন্ন পরিষেবা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়াই এই গ্রাম পঞ্চায়েতের লক্ষ্য হবে।

জেলায় ২০০ স্কুল বন্ধ, ককরোচের দাবি সমর্থন করে না বাঁকুড়াবাসী

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাঁকুড়া জেলায় শিক্ষা ব্যবস্থা বিগত রাজ্য সরকারের আমলে ভেঙে পড়েছে। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় বাঁকুড়া পরিদর্শনে এলেই জেলার মেধা সম্পদের কথা তুলে ধরতেন। অথচ তার আমলেই বাঁকুড়া জেলায় শিক্ষা ব্যবস্থা উপেক্ষা ও অবহেলায় ভেঙে পড়েছিল। জেলার রাজনৈতিক মহলে এনিয়ে ফের বিতর্ক শুরু হয়েছে ইন্দাস ইস্যুকে ঘিরে। ককরোচ জনতা পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপাত্র আশুতোষ রাঙ্কা ও দলের কর্মী ইন্দাসের শেখ আবদুল হাফিজের অভিযোগ, 'বাঁকুড়া জেলায় ২০০টি স্কুল বন্ধ রয়েছে।' তবে এই দাবি জেলার শিক্ষক সংগঠনগুলি এমনকি কোন রাজনৈতিক দল সমর্থন করছে না। জেলার শিক্ষক সংগঠনগুলির দাবি, 'বিচ্ছিন্ন ভাবে নানা কারণে বছর খানেক আগে জেলায় প্রায় ৯টি মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্র বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এছাড়াও কিছু প্রাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ হয়েছে।' এবিপিটিএ-এর জেলা সম্পাদক বিমান পাত্রের মতে, 'এই মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্রগুলি চালানোর সদিচ্ছা সরকারের নেই। এই কেন্দ্রগুলিকে কাছাকাছি বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। এই প্রেক্ষিতে উল্লেখ্য ইন্দাসের কড়িশুন্ডা গ্রামের মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্র বছর খানেক বন্ধ রয়েছে।' বিমান বাবু বলেন, 'বাঁকুড়া শহরের ৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে পাশের বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে।' সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের নেতৃত্বের বক্তব্য, 'জেলার প্রায় ১০০ বিদ্যালয়ে পড়ুয়ার সংখ্যা খুব কম। তবে ২০০ বিদ্যালয় বন্ধ এমন তথ্য তাদের কাছে নেই।' অন্যদিকে, জেলা ওয়াকিবহল মহলের বক্তব্য, 'গত ২০০৪ থেকে ২০০৬ সালের মধ্যে রাজ্যে মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্র চালু করা হয় স্কুলছুট পড়ুয়াদের স্কুলমুখী করার উদ্দেশ্যে। বাঁকুড়া জেলাতেও এই শিক্ষা কেন্দ্রগুলি খোলা হয় নিজস্ব পরিকাঠামো ও চুক্তির ভিত্তিতে প্রয়োজনমতো শিক্ষক নিয়োগ করে। গত ২০২৫ সালে ওই স্কুলগুলির মধ্যে যেগুলিতে পড়ুয়ার সংখ্যা ২০-র নীচে রয়েছে সেগুলি বন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। যে সব এলাকা থেকে হাইস্কুলের দূরত্ব বেশি সেই সমস্ত এলাকার পড়ুয়াদের জন্য ঘরের কাছে স্কুল মেলায় প্রথম দিকে প্রতিটি মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্রেই পড়ুয়ার ভিড় জমতে শুরু করে। ২০০৪ সালে একটি মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্র করা হয়েছিল বাঁকুড়া এক নম্বর ব্লকের কুমিদ্যা গ্রামে নিজস্ব বিশাল ভবন চালু করে। কুমিদ্যা রাধামাধব মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্র নামের সেই স্কুলে চার জন শিক্ষক নিযুক্ত ছিলেন। মিড ডে মিলও চালু হয়েছিল। এই স্কুলে পড়ুয়ার সংখ্যা বাড়তে বাড়তে একসময় তা ২১০-এ পৌঁছে যায়। গত ২০১১ সালে দু'জন শিক্ষক অবসর নেওয়া এবং ২০১১ সালের পর মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্রগুলিতে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সমস্যা দেখা দেয়। এই পরিস্থিতিতে নামতে শুরু করে স্কুলের পঠন পাঠনের মান। অগত্যা বহু অভিভাবক মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্র থেকে ছাড়িয়ে পড়ুয়াদের দূরবর্তী স্কুলে ভর্তি করেন। অনেকে মাঝপথেই লেখাপড়ায় ইতি টেনে পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে পড়ে। স্থানীয় অভিভাবক থেকে শিক্ষকদের দাবি ছিল, সরকারের অবহেলা ও উদাসীনতার কারণে স্কুল পড়ুয়ার সংখ্যা এত কমেছে। আর এখন পড়ুয়ার সংখ্যা কম থাকার কারণ দেখিয়ে তুলে দেওয়া হচ্ছে শিক্ষাকেন্দ্রটিকেই। তবে অনেকেরই বক্তব্য জেলায় ২০০ স্কুল বন্ধ এমন তথ্য তাদের নেই।

তলিয়ে যাওয়া ছাত্রের নিথর দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর ২ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত সাঁওতালডিহির পোড়াডিহা গ্রামের পাশে দিয়ে বয়ে চলেছে গোয়াই নদী। সেই নদীর পোড়াডিহা ঘাটে বুধবার দুপুরে স্নান করতে নেমে একে স্রোতে তলিয়ে যায়। বছর ১৮-র ওই ছাত্রের নাম অঙ্কিত মাহাথা। তার বাড়ি পোড়াডিহা গ্রামে। সে স্থানীয় হাইস্কুলের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র ছিল। জানা গেছে, বুধবার দুপুরে ওই ছাত্রটি তার এক বন্ধুর সাথে গোয়াই নদীতে স্নান করতে নেমে তলিয়ে যায়। ঘটনাটি জানাজানি হতেই পরিবারের আত্মীয়রা ও গ্রামের বাসিন্দারা বিষয়টি পুলিশে জানিয়ে খোঁজ শুরু করে। খবর পেয়ে বিপর্যয় মোকাবিলার কর্মীরাও ঘটনাস্থলে গিয়ে উদ্ধার কার্যে নেমে পড়ে। কিন্তু দীর্ঘক্ষণ ধরে উদ্ধার কার্য চালিয়ে বৃহস্পতিবার গভীর রাত পর্যন্ত তার কোন খোঁজ পাওয়া যায় নি। খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার ঘটনাস্থলে যান এলাকার বাসিন্দা তথা রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী নদিয়ার চাঁদ বাউড়ি। উদ্ধারকার্যের তদারকি করেন তিনি। বৃহস্পতিবার রাতেও ছাত্রটির কোনও খোঁজ মেলেনি। তারই মধ্যে শুক্রবার সকালে নদীর জলে ভেসে ওঠে তার দেহ, স্থানীয় লোকজন ও পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে। রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী নদিয়ার চাঁদ বাউড়ি বলেন, 'বলার কোনও ভাষা নেই। খুবই মর্মান্তিক বেদনাদায়ক ঘটনা।'

বিজ্ঞপ্তি

[illegible]

তারিখ ২২/০৮/২০২৬

BENGAL SHRISTI CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY LTD.

(Registered under the West Bengal Co-operative Societies act XL of 2006)

[Registration No. 93/RTAH/HIG of 2016 dated 02.11.2016

Registered Address: Plot -X-1,2&3,1st Floor, Block-EP, Sector- V, Salt Lake, P.O. Sech Bhaban, P.S. Electronic Complex, Kolkata-700091.

Ref... Date:..

Election to the Board of Directors of the society is going to take place at the Co-operation Directorate, RATH Cell, WBHIDCO BHAWAN (Ground Floor) on **01.10.2026, 12.00 p.m.**

Name of Members	Father's/Husband's Name	Serial No.	Admission Date
Kaushallya Shaw	D/O, Ramananda Shaw	09	20.04.2021
Sunita Sumer	W/O, Puran Kumar Sumer	10	20.04.2021
Mohan Kumar Shaw	S/O, Ramananda Shaw	11	20.04.2021
Anita Devi	W/O, Devendra Bahadur	12	20.04.2021
Anchal Mehrotra	S/O, Rakesh Chandra	14	15.04.2022
Shweta Sumer	D/O, Puran Kumar Sumer	15	15.04.2022
Ankush Shaw	S/O, Arun Kumar Shaw	16	15.04.2022
Ashish Kumar Shaw	S/O, Ajay Shaw	17	08.03.2023

If anybody has objection can file objection on or before 01.09.2026 in any official day under Govt. of W.B. at WBHIDCO BHAWAN (Ground Floor) between 12 Noon-5.00P.M. before Shri Somnath Biswas, CDO, Cooperation Directorate, RATH Cell & Assistant Returning Officer, Bengal Shristi Co-operative Housing Society Ltd.

BY ORDER

SOMNATH BISWAS

CDO & ARO, GAGAN KUNJ CHS LTD.

বঁক ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI — Relationship beyond Banking

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

বেহালা শাখা

৩৯১ ডায়মন্ড হারবার রোড, বেহালা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০৩৪

পরিশিষ্ট-৪

দখল বিজ্ঞপ্তি

(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু

নিম্নস্বাক্ষরকারী ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া-র অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২)-এর অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে **১২.০৮.২০২৪ তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি** জারি করে ঋণগ্রহীতা [illegible] **৫৫,৯৩,৫০৩.৯৩** [illegible] উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে বলেন।

ঋণগ্রহীতা টাকার অঙ্ক ফেরত দিতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস-এর রুল ৮-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **২০২৬ সালের আগস্ট মাসের ১৯ তারিখে** এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।

বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওরকম লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেন **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, বেহালা শাখার** [illegible] **টাকা এবং তার উপর সুদের** জন্য ধার্য সাপেক্ষ হবে।

সুরক্ষিত পরিসম্পদের দায়মুক্ত হওয়ার প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, অ্যাক্টের সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৮)-এর বিধানাবলির প্রতি ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

[illegible] কলকাতা-৭০০০৩৪, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ওয়ার্ড নং ১২০-এর অধীনে এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় অবস্থিত। সম্পত্তিটি শ্রী শম্ভু চক্রবর্তীর নামে রয়েছে। এই ভূসম্পত্তির **সীমানা নিম্নরূপ: উত্তরে:** অন্নপূর্ণা সাহির বাড়ি; **দক্ষিণে:** তপন দাসের জমি ও বাড়ি; **পূর্বে:** ব্রজলাল দাসের জমি ও বাড়ি; **পশ্চিমে:** ১৮ ফুট চওড়া শিশির বাগান রোড।

তারিখ: ২১.০৮.২০২৬ **স্বা/- চিফ ম্যানেজার এবং অনুমোদিত অফিসার**

স্থান: কলকাতা **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

SKIPPER

স্কিপার লিমিটেড

CIN : L40104WB1981PLC033408

রেজিস্টার্ড অফিস : ৩এ, লাউডন স্ট্রিট, ২য় তল, কলকাতা - ৭০০ ০১৭, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

ফোন : ০৩৩-২২৮৯৫৭৩১, ফ্যাক্স : ০৩৩-২২৮৯৫৭৩৩

ইমেল : investor.relations@skipperlimited.com, ওয়েবসাইট : www.skipperlimited.com

৪৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা এবং ই-ভোটিং তথ্য সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, **স্কিপার লিমিটেডে** ("কোম্পানি")-এর সদস্যদের ৪৫তম (পঁয়তাল্লিশতম) বার্ষিক সাধারণ সভা ('এজিএম' বা 'সভা') **মঙ্গলবার ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ সকাল ১১.৩০টা (আইএসটি) অনুষ্ঠিত হবে ভিডিও কনফারেন্সিং বা অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যমের (ভিসি/ওএভিএম)** সাহায্যে সভা আহ্বানের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত ব্যবসায়িক কার্যাদি সম্পাদনের লক্ষ্যে; যা কোম্পানি আইন, ২০১৩ ("আইন") এবং এর অধীনে প্রণীত বিধিমালা, এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ ("লিস্টিং রেগুলেশনস")-এর প্রযোজ্য বিধানাবলি; এবং সেই সাথে ৮ এপ্রিল ২০২০-এর সাধারণ বিজ্ঞপ্তি নং ১৪/২০২০, ১৩ এপ্রিল ২০২০-এর সাধারণ বিজ্ঞপ্তি নং ১৭/২০২০, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩-এর সাধারণ বিজ্ঞপ্তি নং ০৯/২০২৩ ও এ সংক্রান্ত সাধারণ বিজ্ঞপ্তি, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪-এর সাধারণ বিজ্ঞপ্তি নং ০৯/২০২৪ এবং সর্বশেষ ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫-এর সাধারণ বিজ্ঞপ্তি নং ০৩/২০২৫ (যাকে একত্রে "এমসিএ সার্কুলারস" বলা হচ্ছে); এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক জারি করা বিজ্ঞপ্তি; যেমন ১২ মে ২০২০-এর SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79, ১৫ জানুয়ারি ২০২১-এর SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11, ১৩ মে ২০২২-এর SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62, ৫ জানুয়ারি ২০২৩-এর SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4, ৭ অক্টোবর ২০২৩-এর SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 এবং ৩ অক্টোবর ২০২৪-এর SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 (পরবর্তীতে "সার্কুলারস" হিসেবে উল্লিখিত)। উপরে উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তিগুলোর সাথে সামঞ্জস্য রেখে, কোম্পানি ২১ আগস্ট, ২০২৬ তারিখে শুধুমাত্র সেইসব সদস্যদের কাছে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ৪৫তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য কোম্পানির সমন্বিত বার্ষিক প্রতিবেদন পাঠিয়েছে, যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি/ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট(স)/রেজিস্ট্রার ও শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্টের (আরটিএ) কাছে নিবন্ধিত রয়েছে। এছাড়া, যেসব শেয়ারহোল্ডারের তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি, তাদের কাছে কোম্পানি একটি চিঠি পাঠিয়েছে যাতে এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং ২০২৫-২৬ অর্থবছরের সমন্বিত বার্ষিক প্রতিবেদন দেখার জন্য প্রয়োজনীয় ওয়েব-লিঙ্ক দেওয়া হয়েছে। ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং সমন্বিত বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইটে (www.skipperlimited.com) এবং যেসব স্টক এক্সচেঞ্জে কোম্পানির ইকুইটি শেয়ার তালিকাভুক্ত রয়েছে, যেমন www.bseindia.com এবং www.nseindia.com সেগুলোর ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাচ্ছে। বিজ্ঞপ্তিটি এনএসডিএল-এর (ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য নিযুক্ত সংস্থা) ই-ভোটিং ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com-এও পাওয়া যাচ্ছে।

সভা চলাকালীন অনুষ্ঠিত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত ব্যবসায়িক কার্যাদি [illegible] রিমোট ই-ভোটিং বা ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে সম্পন্ন করার সুযোগ প্রদান করা হবে। [illegible]

কোম্পানি আইন-এর ১০৮ ধারা এবং অন্যান্য প্রযোজ্য বিধান (যদি থাকে); যা সময় সময় সংশোধিত 'কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪'-এর ২০ নম্বর বিধি এবং লিস্টিং রেগুলেশনস-এর ৪৪ নম্বর বিধির সাথে পঠিতব্য;অনুযায়ী কোম্পানি 'ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড' (এনএসডিএল) -এর সেবা গ্রহণ করেছে। [illegible]

ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ অংশগ্রহণের বিস্তারিত তথ্য এবং রিমোট ই-ভোটিং ও এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট প্রদানের পদ্ধতি এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

'কাট-অফ' তারিখ অর্থাৎ মঙ্গলবার, ৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৬-এ ফিজিক্যাল বা ডিমেটেরিয়ালাইজড উভয় পদ্ধতির যেকোনো একটিতে শেয়ার ধারণকারী ব্যক্তিরা সভায় রিমোট ই-ভোটিং বা ই-ভোটিংয়ের সুবিধা গ্রহণের যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। রিমোট ই-ভোটিংয়ের সময়সীমা **শনিবার, ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ সকাল ৯টায় শুরু হবে এবং সোমবার, ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ বিকেল ৫টায় শেষ হবে।** উল্লিখিত তারিখ ও সময়ের পরে রিমোট ই-ভোটিংয়ের অনুমতি দেওয়া হবে না এবং নির্ধারিত সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথে রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে। 'কাট-অফ' তারিখে কোম্পানির পরিশোধিত ইকুইটি শেয়ার মূলধনে সদস্যদের শেয়ারের অনুপাতে তাঁদের ভোটাধিকার নির্ধারিত হবে। যে ব্যক্তি 'কাট-অফ' তারিখে সদস্য নন, তিনি এই বিজ্ঞপ্তিটিকে শুধুমাত্র তথ্যের উদ্দেশ্যে গণ্য করবেন। শুধুমাত্র সেইসব সদস্য;যাঁরা ভিসি/ ওএভিএম-এর মাধ্যমে সভায় উপস্থিত থাকবেন এবং রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে প্রস্তাবগুলোর ওপর ভোট দেননি;তাঁদেরই এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং ব্যবস্থার মাধ্যমে ভোট প্রদানের অনুমতি দেওয়া হবে। তবে, যেসব সদস্য ইতিমধ্যে রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দিয়েছেন, তাঁরা সভায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন; কিন্তু তাঁরা পরবর্তীতে তাঁদের ভোট পরিবর্তন করতে পারবেন না কিংবা সভার সময় পুনরায় ভোট দিতে পারবেন না।

এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি পাঠানোর পরে কোনো ব্যক্তি যদি কোম্পানির শেয়ার অর্জন করেন এবং কোম্পানির সদস্য হন;এবং 'কাট-অফ' তারিখ অর্থাৎ **মঙ্গলবার, ৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৬**-এ শেয়ার ধারণ করেন;তবে তিনি evoting@nsdl.com বা investor.relations@skipperlimited.com-এ অনুরোধ পাঠিয়ে লগইন ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করতে পারেন। তবে, যদি ওই ব্যক্তি ইতিমধ্যে ই-ভোটিংয়ের জন্য এনএসডিএল-এর কাছে নিবন্ধিত থাকেন, তবে ভোট প্রদানের জন্য তাঁর বিদ্যমান ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করা যাবে। বিকল্পভাবে, আপনি যদি এনএসডিএল-এর ই-পরিষেবা (যেমন;IDeAS-তে নিবন্ধিত হয়ে থাকেন, তবে আপনার বর্তমান IDeAs(লগ-ইন তথ্য ব্যবহার করে https://eservices.nsdl.com-এ লগ-ইন করতে পারেন এবং ই-ভোটিং ওয়েবপেজটি ব্যবহার করতে পারেন।

ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনো জিজ্ঞাসা বা অভিযোগ থাকলে, সদস্যরা এনএসডিএল-এর ই-ভোটিং ওয়েবসাইট (www.evoting.nsdl.com)-এর "Download" বিভাগে উপলব্ধ "Frequently Asked Questions on e-Voting (For Shareholders).pdf" এবং, "e-Voting Manual - Shareholder.pdf" নথিগুলো দেখতে পারেন; অথবা ০২২-৪৮৮৬ ৭০০০ নম্বরে ফোন করতে পারেন কিংবা এনএসডিএল-এর ডিভিপি, শ্রীমতী পল্লবী মাত্রে-র সাথে evoting@nsdl.com ই-মেইল আইডিতে যোগাযোগ করতে পারেন। যেসব সদস্য সিডিএসএল-এর মাধ্যমে ডিমেট মোডে সিকিউরিটিজ বা শেয়ার ধারণ করছেন, তাঁরা টোল-ফ্রি নম্বর ১৮০০ ২১০ ৯৯১১-এ ফোন করতে পারেন অথবা helpdesk.evoting@cdslindia.com ই-মেইল আইডিতে যোগাযোগ করতে পারেন। আরও সহায়তার জন্য, সদস্যরা স্কিপার লিমিটেড -এর কোম্পানি সেক্রেটারি ও কমপ্লায়েন্স অফিসার শ্রীমতী অনু সিং-এর সাথে ০৩৩ ২২৮৯ ৫৭১১ টেলিফোন নম্বরে অথবা investor.relations@skipperlimited.com ই-মেইল আইডিতে যোগাযোগ করতে পারেন।

স্কিপার লিমিটেড-এর পক্ষে

স্বা/-

অনু সিং

স্থান : কলকাতা **কোম্পানি সেক্রেটারি ও কমপ্লায়েন্স অফিসার,**

তারিখ : ২১.০৮.২০২৬ **আইসিএসআই মেম্বারশিপ নং : এফ৯৭৮২**

বঁক ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI — Relationship beyond Banking

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

বারাসাত জোনাল অফিস

অ্যাসেট রিকভারি ডিপার্টমেন্ট

২য় ফ্লোর, ডিডি-২, সল্ট লেক, সেক্টর ১, বিধান নগর, কলকাতা - ৭০০০৬৪

অ্যানেক্সচার এফ

পরিশিষ্ট-৪ [রুল-৮(১)]

দখল বিজ্ঞপ্তি

(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু

নিম্নস্বাক্ষরকারী **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, রানাঘাট শাখার** অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(২)-এর অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে **১২-০৬-২০২৬ তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি** জারি করে ঋণগ্রহীতা **শ্রী শিব শঙ্কর বর্মন, শ্রী রাজা বর্মন এবং গ্যারান্টার শ্রীমতী উমা বর্মন** -কে উক্ত নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ অর্থাৎ **১৪,২১,১৫৩.৫১ টাকা + অনারোপিত সুদ (চোদ্দ লক্ষ একুশ হাজার একশো তিপ্পান্ন টাকা এবং একান্ন পয়সা মাত্র)** উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে বলেন।

ঋণগ্রহীতা টাকার অঙ্ক ফেরত দিতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস-এর রুল ৮-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **২০২৬ সালের ১৯ আগস্ট** তারিখে এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।

বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওরকম লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেন **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, রানাঘাট শাখার ১৪,২১,১৫৩.৫১/- টাকা এবং তার উপর সুদ ও অন্যান্য চার্জের** জন্য ধার্য সাপেক্ষ হবে।

সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হওয়ার প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, অ্যাক্টের সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৮)-এর বিধানাবলির প্রতি ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

মৌজা - মাগুরখালি, জেএল নং - ১৫৮, এলআর প্লট নং - ১৮৯৮, আরএস প্লট নং - ৪০৭ ও ৪০৯, এলআর খতিয়ান নং ১৫৬৭, ওয়ার্ড নং - ০৬, হোল্ডিং নং - ১২২, শ্রেণী - বাড়ি, জমির পরিমাণ - ৮ ডেসিমেল, সুকান্ত সরণি, কুপার্স নোটিফায়েড এরিয়ার মধ্যে, এডিএসআর - রানাঘাট, থানা - রানাঘাট, জেলা - নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১২৩২-এ অবস্থিত একটি একতলা আবাসিক ভবনের (দলিল নং- ২৩১৪/২০১৩ অনুযায়ী) সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা শিব শঙ্কর বর্মনের নামে রয়েছে। **সীমানা নিম্নরূপ: উত্তরে:** নারায়ণ রায়ের বাড়ি দ্বারা; **দক্ষিণে:** প্রদীপ রায়ের বাড়ি দ্বারা; **পূর্বে:** প্রদীপ বিশ্বাসের বাড়ি দ্বারা; **পশ্চিমে:** সুকান্ত সরণি দ্বারা।

তারিখ: ১৯.০৮.২০২৬ **স্বা/- চিফ ম্যানেজার এবং অনুমোদিত অফিসার**

স্থান: রানাঘাট **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

SBI

এসবিআই এএমসিসি বসিরহাট (৬২৯৮৪)

ইটিন্ডা রোড, বসিরহাট, পোঃ ও থানা - বসিরহাট

জেলা- ২৪ পরগনা (উঃ), পিন - ৭৪৩ ৪১১, পঃ বঃ

ই-মেইল আইডি: sbi.62984@sbi.co.in

পরিশিষ্ট ৪ [রুল ৮(১)]

দখল বিজ্ঞপ্তি

(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

এ/সি নং ৪১৭৯৯২৯৭৯৪৯

যেহেতু

নিম্নস্বাক্ষরকারী **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এএমসিসি বসিরহাট** -এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২-এর ৫৪)-এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২)-এর অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে **১৪.০৫.২০২৬** তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করে ঋণগ্রহীতা **মেসার্স অরণ্য অ্যাকোয়া এন্টারপ্রাইজ, প্রোপ্রাইটর: শ্রীমতী আলপনা বেরা, ঠিকানা: গ্রাম + পোঃ- বিষপুর, থানা- হাসনাবাদ, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পিন-৭৪৩৪৩৫ এবং শ্রীমতী আলপনা বেরা (প্রোপ্রাইটর), স্বামী- শ্রী মানস বেরা, ঠিকানা: গ্রাম + পোঃ- বিষপুর, থানা- হাসনাবাদ, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পিন-৭৪৩৪৩৫** -কে উক্ত নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ অর্থাৎ **২৮,৩৯,৪০৯.১৯ টাকা (আঠাশ লক্ষ ঊনচল্লিশ হাজার চারশো নয় টাকা এবং উনিশ পয়সা মাত্র) যা ১২.০৫.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী** বকেয়া এবং তার উপর অতিরিক্ত সুদ উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে বলেন।

ঋণগ্রহীতা এবং/বা জামিনদার টাকার অঙ্ক ফেরত দিতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস-এর রুল ৮-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **২০২৬ সালের আগস্ট মাসের ১৮ তারিখে** এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।

বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওরকম লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এএমসিসি বসিরহাট**-এর **২৮,৩৯,৪০৯.১৯ টাকা (আঠাশ লক্ষ ঊনচল্লিশ হাজার চারশো নয় টাকা এবং উনিশ পয়সা মাত্র) যা ১২.০৫.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী** বকেয়া এবং তার উপর অতিরিক্ত সুদের জন্য ধার্য সাপেক্ষ হবে।

সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হওয়ার প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, অ্যাক্টের সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৮)-এর বিধানাবলির প্রতি ঋণগ্রহীতা এবং/বা গ্যারান্টারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল **১০ শতক** বা কমবেশি পরিমাপের জমি এবং দোতলা ভবন, যা মৌজা - বিষপুর, জে.এল. নং ৮২ (পুরানো) ও ৮৩ (নতুন), তৌজি নং ১৪৩১, আর.এস. এবং এল.আর. দাগ নং ৬১৬/৯১৯, ৬২১/৯২০, ৬২৩/৯১৬, এল.আর. খতিয়ান নং ৩ ৩৫০, বর্তমান খতিয়ান নং ৩৪৩১, বিষপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, পোঃ বিষপুর, থানা হাসনাবাদ, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, পিন-৭৪৩৪৩৫-এ অবস্থিত। এ.ডি.এস.আর.ও. - হাসনাবাদ-এ **২০১৯ সালের জন্য দলিল নং ১৫১২০৩৩০৫**, বুক নং ১, ভলিউম নং ১৫১২-২০১৯, পৃষ্ঠা ৭০০৮২ থেকে ৭০১০১-এ নিবন্ধিত।

সম্পত্তিটি শ্রীমতী আলপনা বেরা, স্বামী- শ্রী মানস বেরা-এর নামে রয়েছে।

সম্পত্তির সীমানা নিম্নরূপ: উত্তরে: অনির্বাণ বেরার সম্পত্তি, **দক্ষিণে:** তৃপ্তি লেখা বেরার সম্পত্তি, **পূর্বে:** ০৪ ফুট চওড়া রাস্তা, **পশ্চিমে:** দাতার (donor) সম্পত্তি।

তারিখ: ১৮.০৮.২০২৬ **অনুমোদিত অফিসার**

স্থান: বসিরহাট **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

বিক্রয়/ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

গ্লেজ ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রাইভেট লিমিটেড - দেউলিয়াগ্রস্ত

CIN: U45400WB2008PTC131298

রেজিস্টার্ড ঠিকানা : হোমল্যান্ড, ১৮বি, আশুতোষ মুখার্জি রোড, ৪র্থ তল, ইউনিট - ৩১৬, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত - ৭০০০২০

লিকুইডেটর - শ্রীমতী বৃন্দা বিদাসারিয়া

রেজি নং : IBBI/IPA-001/IP-P-02818/2023-2024/14329

লিকুইডেটরের ঠিকানা : সিদ্ধা ওয়েস্টন, ৯ ওয়েস্টন স্ট্রিট, ২য় তল, ইউনিট ১০৭, কলকাতা-৭০০০১৩

ইমেল : liquidation.gipl@gmail.com যোগাযোগ নং ৯৮৮৩৩৯৮৮২

ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনস, ২০১৬-এর রেগুলেশন ৩২-এর ক্লজ (এ), রেগুলেশন ৩৩-এর সাব-রেগুলেশন (১) এবং শিডিউল I অনুসারে, মাননীয় এনসিএলটি কলকাতা বেঞ্চ কর্তৃক C.P. (IB)/185(KB)/2018 এবং IA (IBC)/1110(KB)/2025 মামলায় ২৭ জানুয়ারী ২০২৬ তারিখের আদেশের মাধ্যমে নিযুক্ত লিকুইডেটর শ্রীমতী বৃন্দা বিদাসারিয়া দ্বারা কর্পোরেট দেনাদারের সম্পদসমূহকে "স্বতন্ত্র ভিত্তিতে সম্পদ" হিসাবে https//ibbi.baanknet.com ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে বিক্রয়।

বিবরণ	ই-নিলাম
সম্পদের ধরন	কর্পোরেট ডেটর - স্ট্যান্ডালোন ভিত্তিতে সম্পদের বিক্রি ২০১৬ সালের আইবিবিআই লিকুউডেশন প্রসেস রেগুলেশন এর রেগুলেশন ৩২(এ) অধীনে, গ্লেজ ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রাইভেট লিমিটেড - এর সম্পদ স্ট্যান্ডালোন ভিত্তিতে 'যেখানে যেমন আছে', 'যা আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে ভিত্তিতে' এবং ' পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত' বিক্রি করা হবে।
ই-নিলাম প্রক্রিয়া নথি এবং বিক্রয় নোটিশ এর প্রকাশনার তারিখ	২২.০৮.২০২৬
আগ্রহী ডাকদাতারা ২৯এ অধীনে উপযুক্ততার নথি সহ অনলাইনে ডাক আবেদন দাখিলের তারিখ	২৩.০৮.২০২৬ তারিখ সকাল ১১ টা থেকে ২২.০৯.২০২৬ তারিখ বিকেল ৫ টা পর্যন্ত।
বিক্রয় অধীন সম্পদের অবধারণ এবং পর্যবেক্ষণের তারিখ এবং সময় (আগাম নিবন্ধন সাপেক্ষে)	২৩.০৮.২০২৬ সকাল ১১ টা থেকে ০৮.০৯.২০২৬ বিকেল ৫ টা পর্যন্ত।
আগ্রহী ডাকদাতাদের বায়না দাখিলের তারিখ এবং সময়	২৩.০৮.২০২৬ সকাল ১১ টা থেকে ২২.০৯.২০২৬ তারিখ বিকেল ৫ টা পর্যন্ত
ই-নিলামের তারিখ এবং সময়	বৃহস্পতিবার ২৪.০৯.২০২৬ তারিখ সকাল ১১ টা থেকে বেলা ২ টা পর্যন্ত (প্রতিটি অসীমায়িত ৫ মিনিটের সম্প্রসারণ সাপেক্ষে)
সর্বোচ্চ ডাকদাতার নাম ঘোষণা	২৭.০৯.২০২৬
সফল ডাকদাতার নাম ঘোষণা	সম্ভাব্য ০১.১০.২০২৬ তারিখ
লিকুইডেটরের ঠিকানা এবং ইমেল	সিদ্ধা ওয়েস্টার্ন, ৯ ওয়েস্টন স্ট্রিট, ২য় তল, ইউনিট ১০৭, কলকাতা - ৭০০০১৩। ইমেল : liquidation.gipl@gmail.com

(পরিমাণ টাকায়)

নিলাম রেফা	সম্পদের বিবরণ	সংরক্ষিত মূল্য	ইএমডি পরিমাণ	বর্ধিতকরণ মূল্য
ই-নিলাম	অ্যাপার্টমেন্ট নং ৩০১, ৪র্থতল, টাওয়ার নং এ২, ইডেন সিটি মহেশতলা, অবস্থিত বি১-৯০/এ/১/নিউ, বজ বজ ট্রাঙ্ক রোড, মৌজা- সারঙ্গাবাদ এবং পুটখালি, কলকাতা- ৭০০১৪১।	আইএনআর ১৯,৮০,০০০ টাকা	আইএনআর ১,৯৮,০০০ টাকা	আইএনআর ৫০,০০০ টাকা

সংরক্ষিত মূল্য কর, জিএসটি, টিডিএস, অন্যান্য শুল্ক, চার্জ, ডিউটি, হস্তান্তর ফি, স্ট্যাম্প ডিউটি, রেজিস্ট্রেশন ফি, প্রিমিয়াম ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত নয়। ওয়ারেন্টি এবং ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত কোনো প্রতিশ্রুতি দেওয়া হবে না।

গুরুত্বপূর্ণ দ্রষ্টব্য :

১. আগ্রহী দরদাতাদের তাদের মোবাইল নম্বর এবং ইমেল-আইডি ব্যবহার করে https//ibbi.baanknet.com ওয়েবসাইটের মাধ্যমে নিবন্ধন করতে হবে। সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন support.baanknet@psballiance.com / মোবাইল নম্বর +৯১ ৮২৯১২২০২২০।

২. লিকুইডেটর-এর যোগাযোগের বিবরণ শ্রীমতী বৃন্দা বিদাসারিয়া, ইমেল liquidation.gipl@gmail.com, যোগাযোগ নম্বর ৯৮৮৩৩৩৯৮৮২।

৩. সম্পত্তির বিবরণ, অনলাইন ই-নিলাম বিড ফর্ম, ঘোষণা/অঙ্গীকারপত্র ফরম্যাট, নিলাম বিক্রয়ের সাধারণ শর্তাবলী সম্বলিত বিস্তারিত ই-নিলাম প্রক্রিয়া নথি https//ibbi.baanknet.com ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

৪. আগ্রহী দরদাতারা, তাদের বিড জমা দেওয়ার আগে, সম্পত্তির মালিকানা, ইজারা ভাড়া (যদি থাকে), স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বকেয়া ইত্যাদি বিষয়ে স্বাধীনভাবে অনুসন্ধান করবেন এবং উপরোক্ত সম্পত্তি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ইজারা হস্তান্তর চার্জ (যদি থাকে) বহন করবেন এবং নিজ খরচে সম্পত্তি পরিদর্শন করে সন্তুষ্ট হবেন। সম্ভাব্য দরদাতারা লিকুইডেটর এবং তার দলের সাথে যোগাযোগ করে ঘটনাস্থলে গিয়ে উপরে উল্লিখিত সম্পদগুলোর বিস্তারিত পরিদর্শন করতে পারবেন।

৫. বিক্রয় বিজ্ঞপ্তিটি অবশ্যই ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্য নথির সাথে পড়তে হবে এবং তাতে উল্লিখিত শর্তাবলীতে সম্মত হতে হবে, যা https//ibbi.baanknet.com -এ পাওয়া যাবে।

৬. সম্ভাব্য দরদাতা শুধুমাত্র ব্যাংকনেট নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি) জমা দেবেন।

৭. সম্ভাব্য দরদাতারা ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাংকরাপসি কোডের ধারা ২৯এ-এর অধীনে যোগ্যতার ঘোষণাসহ প্রয়োজনীয় নথি ইলেকট্রনিক নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে জমা দেবেন।

৮. **যদি সর্বোচ্চ দরদাতাকে অযোগ্য বলে প্রমাণিত করা হয়, যার মধ্যে উপরে ক্রমিক ৬-এ উল্লিখিত ব্যক্তিও অন্তর্ভুক্ত, তবে আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি) বাজেয়াপ্ত করা হবে।**

৯. যদি লিকুইডেটর পরামর্শ কমিটির সাথে পরামর্শ করে সর্বোচ্চ দরদাতাকে অযোগ্য বলে মনে করে প্রত্যাখ্যান করেন, তবে তিনি পরামর্শ কমিটির সাথে পরামর্শ করে, প্রবিধানের (১২এ) থেকে (১২ ই) ধারায় প্রদত্ত একই প্রক্রিয়া অনুসরণ করে পরবর্তী সর্বোচ্চ দরদাতাকে সফল দরদাতা হিসাবে ঘোষণা করতে পারেন।

১০. সফল দরদাতা নিলামে তোলা সম্পত্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য স্ট্যাম্প ডিউটি/লিজ হস্তান্তর চার্জ, ফি ইত্যাদি এবং সমস্ত স্থানীয় কর, শুল্ক, হার, মূল্যায়ন চার্জ, ফি, রক্ষণাবেক্ষণ চার্জ ইত্যাদি বহন করবেন।

১১. ই-নিলাম অনুমোদিত পরিষেবা প্রদানকারীর মাধ্যমে https//ibbi.baanknet.com-এ **"যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে", "যেমন অবস্থায় আছে" এবং "কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত"** পরিচালিত হবে।

১২. বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি ও বিক্রয় নথিপত্রের সংশোধন পোর্টালে পাওয়া যাবে।

বৃন্দা বিদাসারিয়া

লিকুইডেটর

মেসার্স গ্লেজ ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রাইভেট লিমিটেড (লিকুইডেশন প্রক্রিয়ার অধীনে)

রেজি. নং IBBI/IPA-001/IP-P-02818/2023-2024/14329

এএফএ ৩১.১২.২০২৬ পর্যন্ত বৈধ

তারিখ : ২২.০৮.২০২৬ লিকুইডেটরের ঠিকানা : সিদ্ধা ওয়েস্টন, ৯ ওয়েস্টন স্ট্রিট,

স্থান : কলকাতা ২য় তল, ইউনিট ১০৭, কলকাতা-৭০০০১৩

ফর্ম নং ইউআরসি-২

সংশ্লিষ্ট আইনের অধ্যায় XXI এর অংশ I এর অধীনে নিবন্ধনের বিজ্ঞপ্তি প্রদানকারী বিজ্ঞাপন

[কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ৩৭৪(বি) এবং কোম্পানি (নিবন্ধনের জন্য অনুমোদিত) বিধি, ২০১৪ এর নিয়ম ৪(১) অনুসারে]

১. এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া যাচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ৩৬৬-এর উপ-ধারা (২) অনুসারে, আরওসি সিআরসি, আইআইসিএ, মানেসর, প্লট নং ৬, ৭ ও ৮, সেক্টর-৫, আইএমটি মানেসর, গুরগাঁও (হরিয়ানা)-১২২০৫০-এ অবস্থিত রেজিস্ট্রার-এর কাছে একটি আবেদন করা হয়েছে যাতে ম্যানেজিন সলিউশনস এলএলপি, একটি লিমিটেড লায়াবিলিটি পার্টনারশিপ, কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর একবিংশ অধ্যায়ের প্রথম খণ্ডের অধীনে শেয়ার দ্বারা সীমাবদ্ধ একটি কোম্পানি হিসাবে নিবন্ধিত হতে পারে।

২. কোম্পানির মূল উদ্দেশ্যগুলি নিম্নরূপ :

ক) ভালো ব্যবসায়িক ফলাফল সক্ষম করার জন্য ব্যবসায়িক প্রক্রিয়া, প্রযুক্তি এবং মানবসম্পদ ডিজাইন, নির্মাণ এবং পরিচালনার ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা, বাণিজ্যিক, ব্যবসা, পরিসংখ্যান, আর্থিক, হিসাবরক্ষণ, তথ্য প্রযুক্তি, চিকিৎসা, আইনি, শিক্ষাগত, ইঞ্জিনিয়ারিং, ডেটা প্রসেসিং, যোগাযোগ এবং অন্যান্য প্রযুক্তিগত সামাজিক বা অন্যান্য পরিষেবা এবং পণ্যগুলি সহ পরিষেবার সমস্ত শাখাগুলিকে কভার করে ভারতের অভ্যন্তরে এবং বাইরে পরামর্শমূলক পরিষেবা, প্রশিক্ষণ, কোচিং প্রোগ্রাম এবং পণ্যগুলি প্রতিষ্ঠা, ডিজাইন, রক্ষণাবেক্ষণ, সংগঠিত, পরিচালনা, প্রদান, সংগ্রহ বা উপলব্ধ করা।

৩. প্রস্তাবিত কোম্পানির খসড়া মেমোরেন্ডাম এবং আর্টিক্যালস অফ অ্যাসোসিয়েশন-এর একটি অনুলিপি **সৃজন কর্পোরেট পার্ক টাওয়ার-১, ১০০১, ১১তম তল, জিপি সেক্টর-৫, বিধাননগর সিকে মার্কেট, সল্টলেক, উত্তর ২৪ পরগণা-৭০০০৯১, পশ্চিমবঙ্গ**-এ অবস্থিত অফিসে পরিদর্শন করা যাবে।

৪. এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া যাচ্ছে যে, এই আবেদনে আপত্তিকারী যে কোনো ব্যক্তি এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে একুশ দিনের মধ্যে আরওসি সিআরসি, আইআইসিএ, মানেসর, প্লট নং ৬, ৭ ও ৮, সেক্টর-৫, আইএমটি মানেসর, গুরগাঁও (হরিয়ানা)-১২২০৫০-এ অবস্থিত রেজিস্ট্রার-কে লিখিতভাবে তাঁর আপত্তি জানাতে পারেন, যার একটি অনুলিপি কোম্পানির উপরে উল্লিখিত নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

তারিখ : ২১ আগস্ট, ২০২৬

আবেদনকারী/ডেজিগনেটেড অংশীদারগণ /অংশীদারগণের নাম

১. সঞ্জীব আগরওয়াল স্বা/-

২. শচীন তয়াল স্বা/-

৩. পুনীত গুপ্তা স্বা/-

ফর্ম জি - ভার্সান ৪

অট্টিভো ইকোনমিক জোন (কলকাতা) প্রাইভেট লিমিটেড-এর জন্য আগ্রহ প্রকাশক ডাক আহ্বান

পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ-এ "অটোমোবাইল ওয়ার্কশপ" কাজে নিযুক্ত

(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৬এ-এর সাব-রেগুলেশন (১) অধীনে)

	সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত	
১.	প্যান এবং সিন/এলএলপিন নং সহ কর্পোরেট ডেটরের নাম	অট্টিভো ইকোনমিক জোন (কলকাতা) প্রাইভেট লিমিটেড PAN NO : AADCB2957M CIN : U34105WB2007PTC120650
২.	রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা	ইউনিট নং ৭০৯, ৮মতল, মার্লিন ইনফিনাইট, ডিএন-৫১, সেক্টর -৫, সল্ট লেক সিটি, কলকাতা-৭০০০৯১, বিধাননগর সিকে মার্কেট, উত্তর ২৪ পরগনা, সল্টলেক,পশ্চিমবঙ্গ , ভারত, ৭০০০৯১
৩.	ওয়েবসাইটের ইউআরএল	attivoeconomic.sipl@gmail.com
৪.	যেখানে অধিকাংশ স্থায়ী সম্পদ অবস্থিত তার বিস্তারিত	পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ
৫.	প্রধান পণ্য/পরিষেবা উৎপাদন ক্ষমতা	প্রদত্ত নয়
৬.	বিগত আর্থিক বর্ষে প্রধান পণ্য/ পরিষেবা বিক্রির পরিমাণ এবং মূল্য	আর্থিক বর্ষ ২০২৪-২৫ এর শেষ প্রাপ্ত নিরীক্ষিত আর্থিক তথ্য অনুযায়ী কার্যাদি থেকে রাজস্ব নেই
৭.	কর্মী/কাজের লোকের সংখ্যা	জানা নেই
৮.	বিগত দুই বছরের, বিনিয়োগকারীগণের তালিকা, প্রক্রিয়াগত সংশ্লিষ্ট ঘটনা (শিডিউলড সহ) প্রাপ্ত আর্থিক প্রতিবেদন সহ পরবর্তী ইউআরএল প্রাপ্ত :	আর্থিক বর্ষ ২০২৩-২৪ এবং ২০২৪-২৫ এর নিরীক্ষিত আর্থিক তথ্য প্রাপ্ত। এই আর্থিক তথ্য, বিনিয়োগকারীগণের তালিকা সহ আরপি নিকট ইমেলের attivoeconomic.sipl@gmail.com মাধ্যমে জানা যাবে।
৯.	প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের যোগ্যতার বিষয় পাওয়া যাবে সংশ্লিষ্ট কোডের ধারা ২৫(২)(এইচ) অধীনে ইউআরএল প্রাপ্ত	আরপি নিকট attivoeconomic.sipl@gmail.com ইমেলের মাধ্যমে জানা যাবে।
১০.	আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান গ্রহণের শেষ তারিখ	শুক্রবার ২৮ আগস্ট ২০২৬
১১.	সম্ভাব্য প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের সাময়িক তালিকা ইস্যুর তারিখ	সোমবার ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬
১২.	সাময়িক তালিকার বিষয়ে আপত্তি দাখিলের শেষ তারিখ	শনিবার ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৬
১৩.	সম্ভাব্য প্রস্তাব আবেদনকারীগণের চূড়ান্ত তালিকা ইস্যুর তারিখ	মঙ্গলবার ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৬
১৪.	মেমোর‍্যান্ডাম, মূল্যায়ন ম্যাট্রিক্স এবং প্রস্তাব পরিকল্পনা অনুরোধ ইস্যুর তারিখ	রবিবার ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬
১৫.	রেজোলিউশন প্ল্যান জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	মঙ্গলবার ২৭ অক্টোবর ২০২৬ (কার্যকরী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন সাপেক্ষ)
১৬.	আগ্রহ প্রকাশক আবেদন দাখিলের প্রক্রিয়া ইমেল আইডি	attivoeconomic.sipl@gmail.com
১৭.	কর্পোরেট ডেটরের এমএসএমই হিসেবে রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাসের বিস্তারিত	জানা নেই

শ্রী অনুপ কুমার সিং

প্রস্তাব পেশাদার

অট্টিভো ইকোনমিক জোন (কলকাতা) প্রাইভেট লিমিটেড

IBBI/IPA-001/IP-P00153/2017-2018/10322

তারিখ ও স্থান : ২২ আগস্ট, ২০২৬, কলকাতা এএফএ বৈধ ৩০.০৬.২০২৭ পর্যন্ত

স্যুট ১বি, ২য় তল, ২২/২৮এ মনোহরপুকুর রোড, কলকাতা-৭০০০২৯, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Reliance

রিলায়েন্স জুট মিলস (ইন্টারন্যাশনাল) লিমিটেড

CIN : L17125WB1996PLC081382

নিবন্ধিত কার্যালয় : ১৩/সি, কাশীনাথ মল্লিক লেন, ২য় তল, কলকাতা-৭০০০৭৩

ইমেইল : financeho@reliancejute.com, legal@reliancejute.com

টেলিফোন : ০৩৩ ৪৮০২ ৬৯৪৬, ওয়েব : www.reliancejute.com

ভিডিও কনফারেন্সিং ("ভিসি") / অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মিনস ("ওএভিএম")-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিতব্য ৩০তম বার্ষিক সাধারণ সভা সংক্রান্ত তথ্য

বার্ষিক সাধারণ সভা

শেয়ারহোল্ডাররা অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, কোম্পানির ৩০তম বার্ষিক সাধারণ সভা ("এজিএম") কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং এর অধীনে প্রণীত বিধিমালা এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া ("সেবি") (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর প্রযোজ্য বিধানসমূহ, এর সাথে পঠিত কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় ("এমসিএ") কর্তৃক জারি করা ৮ এপ্রিল, ২০২০ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ১৪/২০২০, ১৩ এপ্রিল, ২০২০ তারিখের সার্কুলার নং ১৭/২০২০, এরপর ৫ মে, ২০২০ তারিখের সার্কুলার নং ২০/২০২০, ১৩ জানুয়ারি, ২০২১ তারিখের সার্কুলার নং ০২/২০২১ এবং ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখের সার্কুলার নং ১০/২০২২, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখের সার্কুলার নং ০৯/২০২৩, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের সার্কুলার নং ০৯, ২০২৪, ভিসি-এর মাধ্যমে এজিএম অনুষ্ঠানের মেয়াদ বৃদ্ধি সংক্রান্ত ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখের সার্কুলার নং ০৩/২০২৫ এবং সেবি কর্তৃক জারি করা ৭ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখের মাস্টার সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167, ৩ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখের SEBI/HO/CFD/CFD-POD-2/P/CIR/2024/133, এর পাশাপাশি এমসিএ এবং সেবি কর্তৃক এই বিষয়ে জারি করা অন্যান্য প্রযোজ্য সার্কুলারগুলি মেনে এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়াদি সম্পাদনের জন্য আগামী শুক্রবার, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে বিকেল ৪.০০ টায় (আইএসটি) ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে।

উপরোক্ত সার্কুলারগুলি মেনে, কোম্পানি এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং ২০২৫-২৬ আর্থিক বছরের ইন্টিগ্রেটেড বার্ষিক প্রতিবেদনের বৈদ্যুতিন অনুলিপি সেই সমস্ত শেয়ারহোল্ডারদের পাঠাবে যাদের ইমেইল ঠিকানা কোম্পানি/রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট/ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট(দের) ("ডিপি")-এর কাছে নিবন্ধিত আছে। এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং ২০২৫-২৬ আর্থিক বছরের ইন্টিগ্রেটেড বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট www.reliancejute.com-এ, যে স্টক এক্সচেঞ্জে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার তালিকাভুক্ত রয়েছে তার ওয়েবসাইট, দ্য ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড-এর www.cse-india.com-এ এবং ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড ("এনএসডিএল")-এর ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com-এও উপলব্ধ করা হবে।

ভোটিং সংক্রান্ত তথ্য

কোম্পানি উক্ত সভা আহ্বানের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সমস্ত রেজোলিউশনের ওপর বৈদ্যুতিনভাবে তাদের ভোট দেওয়ার জন্য সদস্যদের রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করতে পেরে আনন্দিত। ই-ভোটিংয়ের সুবিধা এজিএম-এও উপলব্ধ করা হবে এবং ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ অংশগ্রহণকারী যে সকল সদস্য রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট দেননি, তারা এজিএম-এ ভোট দিতে পারবেন। রিমোট ই-ভোটিং/এজিএম-এ ই-ভোটিংয়ের সুবিধা প্রদানের জন্য কোম্পানি এনএসডিএল-এর পরিষেবা গ্রহণ করেছে।

রিমোট ই-ভোটিং পিরিয়ড রবিবার, ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ (সকাল ৯.০০ টায় আইএসটি) শুরু হবে এবং বৃহস্পতিবার, ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ (বিকেল ০৫.০০ টায় আইএসটি) শেষ হবে। এই সময়কালে, কাট-অফ তারিখ শুক্রবার, ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে ফিজিক্যাল ফর্মে বা ডিম্যাটেরিয়ালাইজড ফর্মে শেয়ার ধারণকারী কোম্পানির শেয়ারহোল্ডাররা বৈদ্যুতিনভাবে তাদের ভোট দিতে পারেন। এরপরে ভোট দেওয়ার জন্য এনএসডিএল দ্বারা রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করা হবে। সদস্যদের ভোটাধিকার কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ বৃহস্পতিবার, ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে কোম্পানির আদায়দত্ত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধনে তাদের শেয়ারের অনুপাতে হবে।

সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ পদ্ধতিতে ভোটিং প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টরস মেসার্স কেওয়াই অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস-এর প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি শ্রীমতী কাঞ্চন যাদব (FCS 12845 CP No.14939)-কে স্ক্রুটিনাইজার হিসেবে নিযুক্ত করেছে।

বিজ্ঞপ্তি পাঠানোর পর যে কোনো ব্যক্তি যিনি কোম্পানির শেয়ার অর্জন করেন এবং কোম্পানির সদস্য হন এবং কাট-অফ তারিখে শেয়ার ধারণ করেন, তিনি evoting@nsdl.co.in-এ অনুরোধ পাঠিয়ে লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। তবে, তিনি যদি রিমোট ই-ভোটিংয়ের জন্য ইতিমধ্যেই এনএসডিএল-এর কাছে নিবন্ধিত থাকেন, তবে তিনি ভোট দেওয়ার জন্য তাঁর বিদ্যমান ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারেন।

ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ যোগদানের এবং রিমোট ই-ভোটিং/এজিএম-এ ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার বিস্তারিত নির্দেশাবলী এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে প্রদান করা হয়েছে। সদস্যদের এটি মনোযোগ সহকারে পড়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। যে সমস্ত সদস্যদের এজিএম-এর আগে বা এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং সুবিধা এবং/অথবা ভিসি/ওএভিএম সুবিধা সংক্রান্ত কোনো সহায়তার প্রয়োজন, তারা evoting@nsdl.co.in-এ অনুরোধ পাঠাতে পারেন বা ০২২-৪৮৮৬ ৭০০০ নম্বরে কল করতে পারেন।

শেয়ারহোল্ডারদের অনুগ্রহ করে মনে রাখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে যে সেবি-এর বিধান অনুসারে, ফিজিক্যাল ফর্মে শেয়ার ধারণকারী সমস্ত শেয়ারহোল্ডারদের তাদের নিজ নিজ ফোলিও নম্বরের জন্য প্যান, নমিনেশন নির্বাচন, যোগাযোগের বিবরণ (পিন এবং মোবাইল নম্বর সহ ডাক ঠিকানা), ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ এবং নমুনা স্বাক্ষর প্রদান করা বাধ্যতামূলক।

শেয়ারহোল্ডাররা কোম্পানির রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট, এস. কে. ইনফোসলিউশনস প্রাইভেট লিমিটেড-এর কাছে নির্ধারিত ফর্ম আইএসআর-১ এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক ফর্মগুলিতে উক্ত বিবরণগুলি নিবন্ধন/আপডেট করতে পারেন। এছাড়াও শেয়ারহোল্ডাররা কোম্পানির ওয়েবসাইট www.reliancejute.com-এ প্রাসঙ্গিক ফর্মগুলি অ্যাক্সেস করতে পারেন।

উপরের তথ্য কোম্পানির সমস্ত শেয়ারহোল্ডারদের সুবিধার জন্য জারি করা হয়েছে এবং এটি প্রযোজ্য এমসিএ এবং সেবি সার্কুলারগুলির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। শেয়ারহোল্ডাররা কোম্পানির রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট, এস কে ইনফোসলিউশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ডি/৪২, কাটজু নগর কলোনি, সাউথ সিটি মলের নিকট, পোঃ ও থানা- যাদবপুর, কলকাতা-৭০০০৩২, টেলিফোন ০৩৩-২৪১২ ০০২৭/২৪১২ ০০২৯, ইমেইল contact@skcinfo.com, skcdilip@gmail.com-এ যোগাযোগ করতে পারেন।

ডিরেক্টর বোর্ডের আদেশক্রমে

রিলায়েন্স জুট মিলস (ইন্টারন্যাশনাল) লি.-এর পক্ষে

স্বা/-

স্থান : কলকাতা রাহুল আগরওয়াল

তারিখ : ২১ আগস্ট, ২০২৬ কোম্পানি সেক্রেটারি ও কমপ্লায়েন্স অফিসার

IDBI BANK

আইডিবিআই ব্যাংক লিঃ

রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট, ৪৪, শেক্সপিয়র সরণি

৩য় তল, কলকাতা - ৭০০ ০১৭

ল্যান্ডলাইন : ০৩৩-৬৬৫৫ ৭৭৪৬, ফোন নং : ৯৫৮৪ ৩০০৭৮৭

ওয়েবসাইট : www.idbibank.in, CIN: L65190MH2004GOI148838

সারফেসি আইনের অধীনে স্থাবর সুরক্ষিত সম্পত্তির বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর নিয়ম ৮ (৬)-এর শর্তাবলীর সাথে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সাধারণ জনগণ এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা, বন্ধকদাতা এবং গ্যারান্টারদের নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি যা সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা আছে, যার **ভৌত দখল** আইডিবিআই ব্যাংক, সুরক্ষিত পাওনাদার-এর অনুমোদিত আধিকারিক কর্তৃক নেওয়া হয়েছে, তা **০৮.০৯.২০২৬ তারিখে** "যেমন আছে যেখানে আছে","যেমন আছে যা আছে" এবং "যা কিছু আছে" ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।

১) ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা ২) সহ-ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা ৩) লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	ক) ডিমান্ড নোটিশের তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) ডিমান্ড নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) বায়না জমা (ইএমডি) গ) বিড বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) ই-নিলামের তারিখ	দখলের ধরন
শ্রী জয় মুখার্জী (ঋণগ্রহীতা) (A/C No. LAN-0359675100012555 এবং 0359675100012625)	ক) ৩১.০৮.২০২২ খ) ২৭.১২.২০২২ গ) ০৯.০৭.২০২২ তারিখের হিসাবে **২০,৩৩,৫৮০.০০ টাকা** (কুড়ি লক্ষ তেত্রিশ হাজার পাঁচশ আশি টাকা)	সম্পূর্ণ ৩য় (তৃতীয়) ফ্লোর-এ অবস্থিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল আবাসিক ফ্ল্যাট, যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কম-বেশি ৮৫০ বর্গফুট, যার মধ্যে রয়েছে দুটি বেডরুম, একটি লিভিং-কাম-ডাইনিং স্পেস, একটি রান্নাঘর, দুটি টয়লেট, একটি বারান্দা এবং জমির অবিভক্ত আনুপাতিক অংশ, এবং সাধারণ এলাকা ও সুবিধাদি যা ০১ কাঠা ০৫ ছটাক ১৫ বর্গফুট পরিমাপের জমির উপর নির্মিত, যা সি.এস. দাগ নং ২২৯(পি), এল.আর. দাগ নং ২৩৮ অধীনে এল.আর. খতিয়ান নং ৩১, ই.পি. নং ৩১, এস.পি. নং ২৮, মৌজা-সাতগাছি-তে অন্তর্ভুক্ত। হোল্ডিং নং ৪৩/১, দুর্গাবাটী কলোনি, প্রাঙ্গণ নং ৩০/৪০এ, নয়াপট্টি রোড, দুর্গাবাটী কলোনি, থানা - দমদম, কলকাতা ৭০০০৫৫, ওয়ার্ড নং ২১, দক্ষিণ দমদম পৌরসভার সীমানার মধ্যে, অতিরিক্ত জেলা সাব-রেজিস্ট্রেশন অফিস কাশীপুর দমদম, জে.এল. নং ২০, আর.এস. নং ১৫৪, তৌজি নং ১৬৯, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা। **সীমানা নিম্নরূপ : উত্তরে :** শ্রী এস. তালুকদারের সম্পত্তি দ্বারা; **দক্ষিণে :** ১৬ ফুট চওড়া রাস্তা দ্বারা; **পূর্বে :** শ্রীমতী এস. দাসের জমি দ্বারা; **পশ্চিমে :** শ্রী পি. দের দ্বারা। এর সাথে মাটির সাথে সংযুক্ত বা মাটির সাথে সংযুক্ত কোনো কিছুর সাথে স্থায়ীভাবে যুক্ত সমস্ত বিল্ডিং এবং কাঠামো। **দায়বদ্ধতা :** জানা নেই।	ক) ১৩.৪৪ লক্ষ টাকা খ) ১.৩৪ লক্ষ টাকা গ) ৫,০০০ টাকা ঘ) ০৮.০৯.২০২৬ তারিখে	ভৌত

সারফায়েশি আইন ২০০২ এর নিয়ম ৮(৬) / ৯(১) এর অধীনে সংবিধিবদ্ধ ১৫ দিনের বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির জন্য নোটিশ

বিড ডকুমেন্টগুলি কলকাতা জোনাল অফিস, আইডিবিআই ব্যাংক, আইডিবিআই ব্যাংক কলকাতা শেক্সপিয়ার সরণি শাখা থেকে কার্যদিবসে (সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা) অথবা C1 India (P) Ltd.-এর ওয়েবসাইট https://www.bankauctions.com | www.c1india.cm এবং আইডিবিআই ব্যাংকের ওয়েবসাইট https://www.idbibank.in থেকে ২৪.০৮.২০২৬ থেকে ০৭.০৯.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত সংগ্রহ করা যাবে।

আন্ডারটেকিং, কেওয়াইসি নথিপত্র এবং ইএমডি সহ বিড ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	**৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ বিকেল ৪টা পর্যন্ত।**
পরিদর্শনের তারিখ ও সময়	**৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ সকাল ১১ টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত।**
ই-নিলামের তারিখ ও সময়	**৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত।**

বিক্রয়ের বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে সুরক্ষিত পাওনাদার, আইডিবিআই ব্যাংকের ওয়েবসাইটে প্রদত্ত লিঙ্কটি দেখুন অর্থাৎ www.idbibank.in

তারিখ : ২০.০৮.২০২৬ **স্বা/-**

স্থান : কলকাতা **অনুমোদিত আধিকারিক, আইডিবিআই ব্যাংক**

পুজোর আগেই ৬০০টি নতুন বাস নামবে রাস্তায়: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: শুক্রবার উত্তরপাড়ার টিটাগড় ওয়াগানস লিমিটেড কারখানার রেলের ডিজাইন ও অপারেশন সেন্টারের উদ্বোধনে উপস্থিত হয়েছিলেন রাজ্যের পরিবহন মন্ত্রী অর্জুন সিং ও শিল্পমন্ত্রী তাপস রায়। অনুষ্ঠান থেকে বেরনোর সময় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে পরিবহন মন্ত্রী অর্জুন সিং জানান, 'পুজোর আগেই ৬০০ নতুন বাস নামবে।' এতে রাজ্যের মানুষের যাতায়াতে আরও সুবিধা হবে বলেই জানান তিনি।

সম্প্রতি ইঞ্জিন ভ্যানের বদলে লাইসেন্সযুক্ত, দূষণ মুক্ত গাড়ি চালানোর নির্দেশ দিয়েছেন অর্জুন সিং। তিনি বলেছিলেন, 'মোটর ভ্যানে দূষণ হচ্ছে। এটা আমরা পুরোপুরি বন্ধ করে দেব। এটা আমরা চালাতে দেব না। আমি এক মাস-দেড় মাস সময় দিয়েছি। আপনারা পিক-আপ ভ্যান কিনুন। রেজিস্ট্রেশন করুন। আমরা আগেই বলেছি প্রত্যেকটা বিধানসভায় ১০০টা অটো, ম্যাজিক গাড়িগুলি, যেখানে আট-নয়জন বসতে পারে, আমরা পারমিট দেব। সরকারি নিয়ম মেনে করলে কোনও অসুবিধা হবে না। কাউকে পাঁচ পয়সা দিতে হবে না। কোনও ইউনিয়ন, কোনও গুণ্ডাকে এক পয়সা দেবেন না। সরকারি নিয়ম মেনে আইনের শাসনের মধ্যে থাকুন।' আজও এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'ইঞ্জিন ভ্যানের কোনও বৈধতা নেই। এগুলি বেআইনি। কেউ মারা গেলে ইন্সুরেন্স পাবে না। দূষণ ছড়াচ্ছে। ওদের পিকআপ ভ্যানে ফাইন্যান্স করানো হবে। ওরা ওই গাড়ি চালাক, কোনও অসুবিধা নেই।' অন্নপূর্ণা যোজনা নিয়ে জেলায় জেলায় ক্ষোভ প্রসঙ্গে পরিবহন মন্ত্রী অর্জুন সিং বললেন, 'এগুলি সিপিএম-তৃণমূল করাচ্ছে। দেড় কোটি মহিলা পাচ্ছেন। আরও পাবেন।' শিল্পমন্ত্রী তাপস রায় বলেন, 'শিল্প হওয়া উচিত। কেন এতদিন হয়নি। তার ফলে ইকোনোমিক গ্রোথ, ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথ, এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন এগুলো হয়নি। এগুলি হওয়া উচিত।' অন্নপূর্ণা যোজনা নিয়ে যে ক্ষোভ, তা প্রশমিত হয়ে যাবে বলেই জানান তাপস রায়।

SBI

আরএএসএমইসিসিসি-কাম-এসএআরসি, বর্ধমান
৩য় ফ্লোর, মিউনিসিপ্যাল মার্কেট, বর্ধমান-৭১৩১০১ (পঃ বঃ)
ফোন - ০৩৪২-২৫৬৭১৪১, ই-মেইল: sbi.10264@sbi.co.in

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত অফিসারের বিবরণ: নাম: শিব কান্ত মনহর, ই-মেইল আইডি : Sbi.10264@sbi.co.in, মোবাইল নং ৮০০১১৭৫৯৭৪

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি। সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(৬)-এর সঙ্গে পঠিত রুল ৯(১)-এর অনুবিধির অধীনে স্থাবর সম্পদের জন্য প্রযোজ্য।
এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং গ্যারান্টার(গণ)-কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত সুরক্ষিত সম্পদ সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার **বাস্তবিক দখল** স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সুরক্ষিত পাওনাদার-এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, তা নীচে উল্লেখিত তারিখে **"যেখানে যেমন আছে"**, **"যেমন আছে যা আছে"** এবং **"যাই থাক না কেন"** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ২৫.০৯.২০২৬
নিলামের সময় সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ৪.০০ টা পর্যন্ত, প্রতিটি বিডের জন্য ১০ মিনিটের সীমাহীন এক্সটেনশন সহ।

ক্র. নং.	ইউনিট / ঋণগ্রহীতা / গ্যারান্টারদের নাম	বিক্রয়াধীন সম্পদের বিবরণ	বকেয়া পাওনা	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি @ ১০% গ) বিড বৃদ্ধির পরিমাণ
১.	**ঋণগ্রহীতা(গণ):** **শ্রী কমল কৃষ্ণ দাস** পিতা- গোপাল চন্দ্র দাস প্রণবল্লভপুর, পোঃ চাকদিঘি, থানা- জামালপুর, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পিন- ৭১৩৪০৪, এবং **আরও ঠিকানা:** গ্রাম+পোঃ চাকদিঘি, থানা- জামালপুর, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পিন- ৭১৩৪০৪।	সম্পত্তিটি শ্রী কমল কৃষ্ণ দাস, পিতা- শ্রী গোপাল চন্দ্র দাসের নামে রয়েছে। এডিএসআর, জামালপুর-এর ২০০৪ সালের দলিল নং ১-২০৭৭ এর ইক্যুইটেবল মর্টগেজ। ২১৭৮ বর্গফুট অর্থাৎ ০.০৫ একর পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা মৌজা-চাকদিঘি, জে.এল. নং ৫৯, এল.আর. খতিয়ান নং ৫৬২, এল.আর. প্লট নং ২৫২, শ্রেণী- বাস্তু, থানা ও এডিএসআর - জামালপুর, জেলা- পূর্ব বর্ধমানে অবস্থিত। সীমানা নিম্নরূপ:- পূর্বে পি.ডব্লিউ.ডি. রাস্তা দ্বারা, পশ্চিমে ভোডাফোন টাওয়ার (বিশ্বজিৎ দাসের ভি.এল.) দ্বারা, উত্তরে অন্যদের বাড়ি দ্বারা, দক্ষিণে অন্যদের খালি জমি দ্বারা। **ব্যাঙ্কের বাস্তবিক দখলে থাকা সম্পত্তি**	**১৮,৭৪,০০৪.৭৭ টাকা (আঠারো লক্ষ চুয়াত্তর হাজার চার টাকা এবং সাতাত্তর পয়সা মাত্র) যা ১৭.১১.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী** বকেয়া এবং তার উপর আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ, চার্জ ইত্যাদি সহ উক্ত পরিমাণের উপর চুক্তিভিত্তিক হারে অতিরিক্ত সুদ।	ক) ১৪,৮৮,০০০/- টাকা খ) ১,৪৮,৮০০/- টাকা গ) ২৫,০০০/- টাকা **পরিদর্শনের তারিখ: ১৯.০৯.২০২৬**
২.	**ঋণগ্রহীতা(গণ):** **শ্রী সুমন্ত মণ্ডল,** পিতা- শ্রী সুকুমার মণ্ডল ৬, নূরীপাড়ালেন, রাধানগর, পোঃ- বর্ধমান জেলা- পূর্ব বর্ধমান- ৭১৩১০১। **আরও ঠিকানা:** ফ্ল্যাট নং বি/৭, ১ম ফ্লোর, ছায়াছবি কমপ্লেক্স, ব্লক নং. বি, শৈলেশ ব্যানার্জী রোড নং ২, শাঁখারীপুকুর, বর্ধমান ৭১৩১০৩।	সম্পত্তিটি শ্রী সুমন্ত মণ্ডল, পিতা- শ্রী সুকুমার মণ্ডলের নামে রয়েছে। ফ্ল্যাট নং বি/৭, ১ম ফ্লোর, ছায়াছবি কমপ্লেক্স, ব্লক নং বি, শৈলেশ ব্যানার্জী রোড ২, শাঁখারীপুকুর, বর্ধমান, মৌজা- শাঁখারীপুকুর, জে.এল. নং ৩৮, আর.এস. খতিয়ান নং ১৩৬, আর.এস. প্লট নং ১১৫, ১১৬, এল.আর. খতিয়ান ৩০৯৩, এল.আর. প্লট নং ২৭৯ ও ২৮০, হোল্ডিং নং ১৪৬, বর্ধমান পৌরসভার ওয়ার্ড নং ১৫-এর অধীনে, পোঃ শ্রীপল্লী, থানা বর্ধমান, পিন-৭১৩১০৩। প্রায় ৬৩৮ বর্গফুট পরিমাপের সুপার বিল্ট আপ এরিয়া। সম্পত্তির সীমানা নিম্নরূপ:- উত্তরে - সদরঘাট রোড, দক্ষিণে - মিউনিসিপ্যাল রাস্তা, পূর্বে - মিউনিসিপ্যাল রাস্তা, পশ্চিমে- আর.এস. প্লট নং ১১২ ও ১১৪। **ব্যাঙ্কের বাস্তবিক দখলে থাকা সম্পত্তি**	**১৪,৫২,৪৪৪.০০ টাকা (চোদ্দ লক্ষ বাহান্ন হাজার চারশো চুয়াল্লিশ টাকা মাত্র) যার মধ্যে ২১/০৪/২০২৫ তারিখ পর্যন্ত অনাদায়ী সুদ অন্তর্ভুক্ত** এবং তার উপর আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ, চার্জ ইত্যাদি সহ উক্ত পরিমাণের উপর চুক্তিভিত্তিক হারে অতিরিক্ত সুদ।	ক) ২৪,৮০,০০০/- টাকা খ) ২,৪৮,০০০/- টাকা গ) ২৫,০০০/- টাকা **পরিদর্শনের তারিখ: ১৯.০৯.২০২৬**

ক) বিক্রয়ের বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সুরক্ষিত পাওনাদার-এর ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-অকশনের জন্য তৈরি করা লিঙ্ক: https://BAANKNET.com দেখুন।
খ) ইচ্ছুক বিডার/দের পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড -এর কাছে রক্ষণাবেক্ষণ করা তাঁর বিডার অ্যাকাউন্টে জেনারেট করা চালানের মাধ্যমে তাঁর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে এনইএফটি/আরটিজিএস ট্রান্সফারের মাধ্যমে ইএমডি পরিমাণ নিলামের তারিখের আগেই স্থানান্তর করতে হবে। যেকোনো প্রশ্নের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন support.baanknet@psballiance.com অথবা যোগাযোগ নম্বর 8291220220

ইচ্ছুক বিডারকে নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার আগে উপরে উল্লিখিত সাইটগুলিতে আপলোড করা বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলী ভালোভাবে পড়ে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

তারিখ: ২১.০৮.২০২৬
স্থান: পূর্ব বর্ধমান

কোনো বিবাদের ক্ষেত্রে ইংরেজি সংস্করণটিই প্রাধান্য পাবে

অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই আরএএসএমইসিসিসি-কাম-এসএআরসি, বর্ধমান

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India

আঞ্চলিক কার্যালয়: দুর্গাপুর
সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক বিল্ডিং
মামরা বাজার, জেলা - বর্ধমান, দুর্গাপুর, পিন-৭১৩ ২০৬
মোবাইল নং: ৯১০২৫ ৬১২১৫ / ৮৬৯৫৬ ২৪২০৪
ই-মেইল আইডি: cmdurgro@centralbank.co.in

অস্থাবর/স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - ৪-এ [রুল ৮(৬)-এর অনুবিধি দেখুন]

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(৬)-এর বিধানের সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং গ্যারান্টার(গণ)-কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার বাস্তবিক দখল, প্রতীকী দখল (বিশেষভাবে সম্পত্তির বিপরীতে চিহ্নিত) **সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া** (সুরক্ষিত পাওনাদার)-এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, তা ঋণগ্রহীতা এবং গ্যারান্টারদের কাছ থেকে সুরক্ষিত পাওনাদারের বকেয়া পাওনা আদায়ের জন্য সম্পত্তির বিপরীতে নীচে উল্লেখিত শর্তে **"যেখানে যেমন আছে"**, **"যেমন আছে যা আছে"** এবং **"যাই থাক না কেন"** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। অনুমোদিত অফিসারের সর্বোত্তম জ্ঞান এবং তথ্য অনুসারে, সম্পত্তিতে কোনো দায়ভার নেই। তবে, ইচ্ছুক বিডারদের তাদের বিড জমা দেওয়ার আগে নিলামে রাখা সম্পত্তি/সম্পত্তিগুলির দায়ভার, সম্পত্তির টাইটেল এবং সম্পত্তিকে প্রভাবিত করা দাবি/অধিকার/বকেয়া সম্পর্কে তাদের নিজস্ব স্বাধীন অনুসন্ধান করা উচিত। সংরক্ষিত মূল্য এবং আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি) নিচে সম্পত্তির বিপরীতে উল্লিখিত আছে।

ক্র. নং	অ্যাকাউন্টের নাম / ঋণগ্রহীতা ও গ্যারান্টার শাখার নাম	সম্পত্তির বিবরণ (ফ্ল্যাট / দোকান / জমি / ভবন ইত্যাদি)	ক) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) বকেয়া পরিমান গ) দখলের তারিখ	সংরক্ষিত মূল্য ইএমডি বিড বৃদ্ধির পরিমাণ
১.	মেসার্স মা আনন্দময়ী পারফিউমার্স **প্রোপ্রাইটর: মধুসূদন হাজরা চৌধুরী,** পিতা- মৃত বিশ্বেশ্বর হাজরা চৌধুরী বি. বি. ঘোষ রোড, জেলখানা মোড়, পূর্ব বর্ধমান, পিন-৭১৩ ১০১। **শাখা অফিস : হাটুদেওয়ান**	**শ্রী মধুসূদন হাজরা চৌধুরী, পিতা- মৃত বিশ্বেশ্বর হাজরা চৌধুরীর নামে থাকা ২৫২৫ বর্গফুট পরিমাপের জমি এবং ভবনের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল।** আর.এস. এবং এল.আর. প্লট নং ৭৯ এবং ৭৯/১৫১, এল.আর. খতিয়ান নং ৪৫৮১ এর অধীনে, মৌজা - রাধানগর, জে.এল. নং ৩৯, বর্ধমান পৌরসভার অধীনে অবস্থিত। **সম্পত্তির সীমানা:** উত্তরে ৪ ফুট ৬ ইঞ্চি চওড়া সাধারণ রাস্তা, দক্ষিণে - ৬ ফুট চওড়া রাস্তা, পূর্বে - এম সাহা এবং রঞ্জিত সাহার একতলা বাড়ি, পশ্চিমে - লক্ষ্মী কান্ত নন্দীর দোতলা বাড়ি।	**ক) ০৫.০৭.২০২৩** **খ) ৬২,৫৯,৮৩৬.০০ টাকা** (বাষট্টি লক্ষ উনষাট হাজার আটশো ছত্রিশ টাকা মাত্র) যা ০৫.০৭.২০২৩ তারিখ অনুযায়ী বকেয়া এবং তার উপর অতিরিক্ত সুদ ও চার্জ। **গ) ০৯.১০.২০২৩** **(প্রতীকী দখলের অধীনে)**	**আরপি:** **৪৬,৪৭,২০০.০০ টাকা** **ইএমডি:** **৪,৬৪,৭২০.০০ টাকা** **বিআইএ:** **৫০,০০০.০০ টাকা**
২.	**১. শ্রী সেখ আমিনুদ্দিন (ঋণগ্রহীতা)** পিতা- শ্রী সেখ জামালুদ্দিন **২. শ্রীমতী রুকসানা বিবি (সহ-ঋণগ্রহীতা)** স্বামী- শ্রী সেখ আমিনুদ্দিন উভয়েই গাঙ্গুলী পাড়া, পানাগড় বাজার, পশ্চিম বর্ধমান, পিন-৭১৩ ১৪৮-এর বাসিন্দা। **৩. শ্রী মাজেদ সেখ (গ্যারান্টার),** পিতা- মৃত আজেদ সেখ সেখ পাড়া, কাঁকসা, পানাগড়, পশ্চিম বর্ধমান, পিন-৭১৩ ১৪৮। **শাখা অফিস : বিধান নগর**	প্রায় ০৪ ডেসিমেল পরিমাপের জমি ও ভবনের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা মৌজা দেবিপুর, জে.এল. নং ৮৭, এল.আর. খতিয়ান নং ১১০১৫, আর.এস. এবং এল.আর. প্লট নং ৮৪, পোঃ- পানাগড়, জেলা - পশ্চিম বর্ধমানে অবস্থিত। **সম্পত্তির সীমানা:** উত্তরে: সুভাষ চন্দ্র পালের জমি, দক্ষিণে: অভয় বাবুর জমি, পূর্বে: বিশ্বনাথ বিশ্বাসের জমি, পশ্চিমে: ১২ ফুট চওড়া রাস্তা।	**ক) ০৫.০২.২০২৫** **খ) ১৭,৯৭,৫৫২.৪৮ টাকা** (সতেরো লক্ষ সাতানব্বই হাজার পাঁচশো বাহান্ন টাকা এবং আটচল্লিশ পয়সা মাত্র) যা ০৫.০২.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী বকেয়া এবং তার উপর অতিরিক্ত সুদ ও চার্জ। **গ) ০৫.০৫.২০২৫** **(প্রতীকী দখলের অধীনে)**	**আরপি:** **৪৯,৫৯,৮৫০.০০ টাকা** **ইএমডি:** **৪,৯৫,৯৮৫.০০ টাকা** **বিআইএ:** **৫০,০০০.০০ টাকা**
৩.	**১. শ্রী তারক চক্রবর্তী (ঋণগ্রহীতা),** পিতা- প্রবোধ চক্রবর্তী **২. শ্রীমতী টুকুরাণী চক্রবর্তী (সহ-ঋণগ্রহীতা),** স্বামী- শ্রী তারক চক্রবর্তী উভয়েই তলঞ্জুরি, উনরা জামবেদিয়া, বড়জোড়া, জেলা - বাঁকুড়া, পিন-৭২২ ২০২-এর বাসিন্দা। **শাখা অফিস : বিধান নগর**	প্রায় ২.৪৫ ডেসিমেল পরিমাপের জমি ও ভবনের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা মৌজা - তলঞ্জুরি, জে.এল. নং ১০২, এল.আর. খতিয়ান নং ৫১৪২, ৭৭৯, আর.এস. এবং এল.আর. প্লট নং ৫৮১৮, ৫৮১৯, ৫৮২০, ৫৮২১, পোঃ উনরা জামবেদিয়া, জেলা-বাঁকুড়াতে অবস্থিত। **সম্পত্তির সীমানা:** উত্তরে: শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর বাড়ি, দক্ষিণে: প্রতীক চক্রবর্তীর বাড়ি, পূর্বে: ১২ ফুট চওড়া রাস্তা, পশ্চিমে: অনুপ চক্রবর্তী।	**ক) ০৫.০৯.২০২২** **খ) ২৮,২৭,১৩১.৩৪ টাকা** (আঠাশ লক্ষ সাতাশ হাজার একশো একত্রিশ টাকা এবং চৌত্রিশ পয়সা মাত্র) যা ০৫.০৯.২০২২ তারিখ অনুযায়ী বকেয়া এবং তার উপর অতিরিক্ত সুদ ও চার্জ। **গ) ০৭.১১.২০২২** **(প্রতীকী দখলের অধীনে)**	**আরপি:** **৩০,৯১,৩৫০.০০ টাকা** **ইএমডি:** **৩,০৯,১৩৫.০০ টাকা** **বিআইএ:** **৫০,০০০.০০ টাকা**
৪.	**১. শ্রী কপিল কর্মকার (ঋণগ্রহীতা),** পিতা- ভোলা নাথ **২. শ্রীমতী রেণুকা কর্মকার (সহ-ঋণগ্রহীতা),** স্বামী- শ্রী কপিল কর্মকার উভয়েই পালপাড়া, বরাকর, থানা - কুলটি, জেলা - পশ্চিম বর্ধমান, পিন-৭১৩ ৩২৪-এর বাসিন্দা। **শাখা অফিস : জে. কে. নগর**	প্রায় ৪.৯৫ ডেসিমেল পরিমাপের জমি ও কাঠামোর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা মৌজা রাইডি, জে.এল. নং ২৯, এল.আর. খতিয়ান নং ৫৯৭ (পূর্বে এল.আর. ৩৬২ এবং ৪০২), প্লট নং ১০৩ এবং ১০৫, নন্দ নগরী টাউনশিপ, কুলটি পৌরসভার অধীনে, জেলা - পশ্চিম বর্ধমান, পিন-৭১৩ ৩৪৩-এ অবস্থিত। **সম্পত্তির সীমানা:** উত্তরে: আর.এস. এবং এল.আর. প্লট নং ১০৩(পি) এবং ১৪১, দক্ষিণে: আর.এস. এবং এল.আর. প্লট নং ১০৩(পি) এবং ১৩৫(পি), পূর্বে: ২০ ফুট চওড়া রাস্তা, পশ্চিমে: আর.এস. এবং এল.আর. প্লট নং ১০৩(পি) এবং ১৪১।	**ক) ২৩.০৯.২০২৫** **খ) ৩১,৩৪,২৪৪.৭২ টাকা** (একত্রিশ লক্ষ চৌত্রিশ হাজার দুশো চুয়াল্লিশ টাকা এবং বাহাত্তর পয়সা মাত্র) যা ২৩.০৯.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী বকেয়া এবং তার উপর অতিরিক্ত সুদ ও চার্জ। **গ) ০৫.১২.২০২৫** **(প্রতীকী দখলের অধীনে)**	**আরপি:** **৩৮,১৬,৫৫০.০০ টাকা** **ইএমডি:** **৩,৮১,৬৫৫.০০ টাকা** **বিআইএ:** **৫০,০০০.০০ টাকা**
৫.	মেসার্স নিউ গণেশ অ্যান্ড কোং. **প্রোপ্রাইটর: শ্রী রাজেন্দ্র পাণিগ্রাহী,** পিতা- মৃত রামচন্দ্র পাণিগ্রাহী মেহেদিবাগান, বর্ধমান, পিন-৭১৩ ১০১। **শাখা অফিস : কৃষ্ণপুর**	৩ তলা ভবনের গ্রাউন্ড ফ্লোরের ৩ টি দোকান (দোকান নং ১, ৪, ৫)-এর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৫১০ বর্গফুট (প্রতিটি ১৭০ বর্গফুট), মৌজা সাধনপুর, জে.এল. নং ৬৯, এল.আর. খতিয়ান নং ৮১৭৪, এল.আর. প্লট নং ৫৬১ এবং ৫৯১, আর.এস. প্লট নং ১১১৫ এবং ১১২৬ বর্ধমান পৌরসভার অধীনে, জেলা - পূর্ব বর্ধমান, যা **শ্রী রাজেন্দ্র পাণিগ্রাহী,** পিতা- মৃত রামচন্দ্র পাণিগ্রাহীর **নামে রয়েছে। সম্পত্তির সীমানা:** উত্তরে: বিনোদ কুমার শ ও অন্যান্যদের জমি সম্পত্তি এবং দোকান নং ৩, দক্ষিণে: বিনোদ কুমার শ ও অন্যান্যদের জমি সম্পত্তি এবং দোকান নং ২, পূর্বে: উদয় প্রসাদ সিংহার বাড়ি, পশ্চিমে: ৩ ফুট চওড়া সাধারণ প্যাসেজ।	**ক) ০৭.০৫.২০২৫** **খ) ৫৪,৭৫,৩৬৪.০০ টাকা** (চুয়ান্ন লক্ষ পঁচাত্তর হাজার তিনশো চৌষট্টি টাকা মাত্র) যা ০৭.০৫.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী বকেয়া এবং তার উপর অতিরিক্ত সুদ ও চার্জ। **গ) ১৫.০৭.২০২৫** **(প্রতীকী দখলের অধীনে)**	**আরপি:** **৩৮,০০,৮২৫.০০ টাকা** **ইএমডি:** **৩,৮০,০৮৩.০০ টাকা** **বিআইএ:** **৫০,০০০.০০ টাকা**

ই-অকশন	পরিদর্শনের তারিখ ও সময়	অকশনের ইএমডি জমা দেওয়ার শুরুর তারিখ ও সময়	ইএমডি পরিমাণ জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ও সময়	ই-অকশনের তারিখ ও সময়
উপরের সম্পত্তির জন্য	১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৬, সকাল ১০:০০ টা থেকে দুপুর ০২:০০ টা	২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬, সকাল ১০:০০ টা	২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত	২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৬, সকাল ১০:০০ টা থেকে সন্ধ্যা ৬:০০ টা

সারফায়েশি অ্যাক্ট, ২০০২-এর রুল ৮(৬)-এর অধীনে সংবিধিবদ্ধ ৩০ দিনের বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অকশনটি ব্যাঙ্কের অনুমোদিত পরিষেবা প্রদানকারীর মাধ্যমে পরিচালিত হবে: ই-অকশন এজেন্সির ওয়েবসাইট **https://baanknet.com/** ই-অকশন এজেন্সির যোগাযোগের বিবরণ হল: **পিএসবি অ্যালায়েন্স ইবিক্রয়, হেল্পডেস্ক নং: +৯১ ৮২৯১২ ২০২২০**, ই-মেইল: **support.baanknet@psballiance.com**
বিডার নিবন্ধন এবং ইএমডি পেমেন্ট/ফেরত সংক্রান্ত যেকোনো প্রশ্নের জন্য: ই-মেইল: support.baanknet@psballiance.com। কর্মদিবসে অফিস চলাকালীন হেল্পডেস্ক অফিসারদের সাথে যোগাযোগ করুন।
বিডারদের নিম্নলিখিত আনুষ্ঠানিকতাগুলি আগে থেকেই সম্পন্ন করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে:
ধাপ ১: বিডার/ক্রেতা নিবন্ধন: বিডারকে তার মোবাইল নম্বর এবং ইমেইল-আইডি ব্যবহার করে ই-অকশন প্ল্যাটফর্ম **https://baanknet.com/** -এ নিবন্ধন করতে হবে।
ধাপ ২: কেওয়াইসি যাচাইকরণ: ই-কেওয়াইসি এর অংশ হিসাবে নথিগুলি সিস্টেম দ্বারা যাচাই করা হবে।
অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে ধাপ ১ এবং ২ বিডারকে অনেক আগে থেকে সম্পন্ন করতে হবে।
ধাপ ৩: ইএমডি পরিমাণ: আগ্রহী বিডার/ক্রেতাদের নিলামের সময়/আগে তাদের গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেটে অনলাইন মোডের (অর্থাৎ এনইএফটি/ট্রান্সফার/ইউপিআই/নেট ব্যাংকিং) মাধ্যমে ইএমডি পরিমাণ স্থানান্তর করতে হবে। যদি গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেটে ইএমডি পরিমাণ উপলব্ধ না থাকে, তবে সিস্টেম বিড করার অনুমতি দেবে না। নিবন্ধন, কেওয়াইসি নথির যাচাইকরণ এবং ওয়ালেটে ইএমডি স্থানান্তর নিলামের সময়ের অনেক আগে সম্পন্ন করতে হবে। বিডাররা এক বা একাধিক সম্পত্তির জন্য অফার দিতে পারেন। শুধুমাত্র তার ওয়ালেটে পর্যাপ্ত ইএমডি থাকলেই আগ্রহী বিডার ই-নিলামের তারিখে বিড করতে পারবেন। বিড করার সময় বিডারের গ্লোবাল ওয়ালেটে পর্যাপ্ত ব্যালেন্স (>=ইএমডি পরিমাণ) থাকতে হবে। একাধিক সম্পত্তির জন্য অফারের ক্ষেত্রে বিডারদের প্রতিটি সম্পত্তির জন্য ইএমডি জমা দিতে হবে। ব্যাংকিং প্রক্রিয়া অনুযায়ী এতে কিছু সময় লাগতে পারে এবং তাই বিডারদের, তাদের নিজস্ব স্বার্থে, শেষ মুহূর্তের সমস্যা এড়াতে প্রি-বিড ইএমডি পরিমাণ অনেক আগে থেকে জমা দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
ইএমডি পরিশোধ/অকশন প্রক্রিয়াকালে বিডিংয়ের জন্য **https://baanknet.com/** -এ উপলব্ধ নির্দেশিকাগুলি অনুসরণ করুন।
ধাপ ৪: বিডিং প্রক্রিয়া এবং নিলামের ফলাফল: আগ্রহী নিবন্ধিত বিডাররা ধাপ ১, ২ এবং ৩ সম্পন্ন করার পর ই-অকশন প্ল্যাটফর্মে অনলাইনে বিড করতে পারবেন।
যদি কোনো সম্পত্তির জন্য একক বিডার থাকে, তবে সেই একক বিডারকে ই-নিলামে অংশগ্রহণ করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিপরীতে উপরের সারণীতে উল্লিখিত বিড বৃদ্ধির পরিমাণের সমান বা তার বেশি অফার বাড়াতে হবে, অন্যথায় তাকে সফল বিডার হিসাবে ঘোষণা করার অধিকার থাকবে না।
অকশন চলাকালীন ইএমডি পরিশোধ/বিডিংয়ের জন্য **https://baanknet.com/** -এ উপলব্ধ নির্দেশিকাগুলি অনুসরণ করুন।
বিক্রয়ের বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যাংকগুলির ওয়েবসাইট **www.centralbankofindia.bank.in** -এ প্রদত্ত লিঙ্কটি দেখুন।

তারিখ: ২১.০৮.২০২৬
স্থান: দুর্গাপুর

অনুমোদিত অফিসার
সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস: এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড, বৃন্দবন বিল্ডিং, প্লট নং 177, কালিনা, সিএসটি রোড, মার্সিডিজ শোরুমের কাছে, সান্তাক্রুজ (পুর্ব), মুম্বাই 400 098
CIN No.: L67120MH2008PLC181833
ব্রাঞ্চ অফিস: কোলকাতা

L&T Finance

বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রির জন্য পাবলিক অকশন

সিকিউরিটিজাইসেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইনান্সিয়াল অ্যাসেট্স অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, 2002 [54 OF 2002]-এর অধীনে এল&টি ফাইনানাস লিমিটেড-এর অনুমোদিত আধিকারিক এবং উক্ত আইনের প্রদত্ত ক্ষমতা প্রযোগে নিম্নলিখিত সম্পত্তির অকশন করা হচ্ছে **''যেখানে যেমন ভিত্তিতে''** এবং **''যেখানে যেমন অবস্থায় আছে''** এমন অবস্থায় **''পাবলিক অকশন''** করা হচ্ছে যাতে এর বকেয়া অর্থ এবং পরবর্তী সুদ, চার্জেস এবং মূল্য ইত্যাদি পুনরুদ্ধার করা যায়।

ঋণগ্রহণকারী এবং উপ-ঋণগ্রহণকারীর নাম	সুরক্ষিত সম্পত্তির ঠিকানা	লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর (গুলি)	শারীরিক দখল নেওয়া	আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট 10% বা আরপি-এর বেশি (টাকায়)	জামানত ঋণ	রক্ষিত মূল্য (টাকায়)	ইনস্পেকশনের তারিখ	অকশনের তারিখ এবং সময়
মেসার্স সানি ওয়ার্ল্ড (ইহার মালকিন দেবলিনা রায় মাধ্যমে) দেবলিনা রায় শেখর রায়	**অনুসূচি-I** 13 কাঠা 14 ছঠাক 02 বর্গফুট পরিমাপের সালি জমির সমস্ত অংশ। সামান্য কম-বেশী হওয়া সম জমি, অবস্থিত এখানে - মৌজা মালঞ্চ, জে.এল. নং 78, পরগণা - মেদানমাল্লা, কালেকটরের তৌজি নং 250 অধীনে, সি.এস. দাগ নং 357, আর.এস. দাগ নং 382 সম্বলিত যা সি.এস. এবং আর.এস. খতিয়ান নং 258 অন্তর্ভুক্ত এল.আর. দাগ নং 423-এর অনুরূপ, সোনারপুর থানার অধীনে এল.আর. খতিয়ান নং 197 অন্তর্ভুক্ত, বর্তমানে রাজপুর সোনারপুর মিউনিসিপ্যালিটির সীমার মধ্যেই, ওয়ার্ড নং 22'য়ে অবস্থিত, রাস্তার নাম - জি. পি. মৈত্র রোড হওয়া, সোনারপুরে সাব-রেজিস্ট্রী/এ.ডি.এস.আর. কার্যালয়, পূর্বতন বারুইপুর, দক্ষিণ 24 পরগণা জেলায়, তাহাতে সকল স্বাচ্ছন্দ্য অধিকার ও উপযোগিতার সঙ্গে একত্রে এবং কথিত জমি সুস্পষ্টভাবে দর্শানো হয়েছে আর এখানে সংযোজিত ম্যাপ বা প্ল্যানে অঙ্কিত হয়েছে এবং উহার মধ্যে লাল সীমানা দাগ দিয়ে চিত্রিত হয়েছে, যা নিম্নরূপে সীমানাবদ্ধ - উত্তরে - পৌরসভার 18 ফুট চওড়া রাস্তা; দক্ষিণে - আর.এস. দাগ নং 385'র অংশ; পূর্বে - আর.এস. দাগ নং 383'র অংশ; পশ্চিমে - আর.এস. দাগ নং 381'র অংশ;	KOLHL18 000285, KOLHL18 000280 & KOLHL18 000125	22-06-2026	টাঃ 3,32,640/-	23/05/2023 তারিখের দাবি বিজ্ঞপ্তি অনুসারে 22-05-2023 তারিখের হিসাবে মোট বাকিপড়া বকেয়া টাঃ 21,70,238.45/-	টাঃ 33,26,400/- (বিড ইনক্রিমেন্টাল ভ্যালু টাঃ 25,000/-)	আগাম অ্যাপয়েন্টমেন্ট সহ 15/09/2026 তারিখে সকাল 10টা থেকে বিকেল 5:30 পর্যন্ত	28/09/2026 সকাল 11টা থেকে বেলা 12টা পর্যন্ত
	অনুসূচি-II সমস্ত খণ্ড ও অংশের সম্পত্তির ঠিকানা : রাজপুর-সোনারপুর মিউনিসিপ্যালিটি, থানা - সোনারপুর, কোলকাতা - 700 149 অধীনে, খতিয়ান নং 334, হোল্ডিং নং 78, এন.এস. রোড, ওয়ার্ড নং 25 (পুরনো - 23) অধীনে, আর.এস. দাগ নং 231-য়ে সম্বলিত, মৌজা - বৈকুণ্ঠপুর, জে.এল. নং 37, আর.এস. নং 110, তৌজি নং 251-য়ে 5 কাঠা পরিমাপের জমির ওপর কথিত স্ক+4 তলা ইমারতের ঘরের নীচে জমি এবং হোল্ডিংয়ে অবিভক্ত আনুপাতিক ভাগিদারী বা স্বার্থের সঙ্গে একত্রে কম বা বেশী 900 বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সম্বলিত সেকেণ্ড ফ্লোরে (সামনের অংশে) থাকা ফ্ল্যাট, যা নিম্ন রূপে সীমানাবদ্ধ হয়েছে: চতুর্সীমা - উত্তরে - তুলসী মণ্ডলের বাড়ী পূর্বে - 30 ফুট চওড়া এন.এস. রোড পশ্চিমে - মিউনিসিপ্যাল ট্যাঙ্ক দক্ষিণে - শিব মন্দির			টাঃ 2,97,000/-		টাঃ 29,70,000/- (বিড ইনক্রিমেন্টাল ভ্যালু টাঃ 25,000/-)		
	অনুসূচি-III সমস্ত খণ্ড ও অংশের জমি বহন করছে - রাজপুর-সোনারপুর মিউনিসিপ্যালিটি, থানা - সোনারপুর, কোলকাতা - 700 149 অধীনে, খতিয়ান নং 334, হোল্ডিং নং 78, এন.এস. রোড, ওয়ার্ড নং 25 (পুরনো - 23) অধীনে, আর.এস. দাগ নং 231-য়ে সম্বলিত, মৌজা - বৈকুণ্ঠপুর, জে.এল. নং 37, আর.এস. নং 110, তৌজি নং 251-য়ে 5 কাঠা পরিমাপের জমির আনুপাতিক ভাগিদারীর সঙ্গে একত্রে সেকেণ্ড ফ্লোরে, পিছনের অংশে, 800 বর্গফুট পরিমাপের সুপার বিল্ট আপ এরিয়া, যা নিম্ন রূপে সীমানাবদ্ধ হয়েছে: চতুর্সীমা - উত্তরে - তুলসী মণ্ডলের বাড়ী পূর্বে - 30 ফুট চওড়া এন.এস. রোড পশ্চিমে - মিউনিসিপ্যাল ট্যাঙ্ক দক্ষিণে - শিব মন্দির			টাঃ 2,56,000/-		টাঃ 25,60,000/- (বিড ইনক্রিমেন্টাল ভ্যালু টাঃ 25,000/-)		
আকাশ দে ভারতী দে ঢালি	**অনুসূচি-I** হাবরা মিউনিসিপ্যালিটির চৌহদ্দির মধ্যেই, ওয়ার্ড নং 15 অধীনে, মৌজা - হিজলপুকুরিয়া, জে.এল. নং 80, আর.এস. নং 312, তৌজি নং 2167, সাবেক দাগ নং 913, আর.এস. এবং এল.আর. দাগ নং 1810 যা আর.এস. খতিয়ান নং 405, এল.আর. খতিয়ান নং 1037 অধীনে, বর্তমান এল.আর. খতিয়ান নং 6475, পরিসর নং 25/2, বারালিয়া রোড, জেলা - উত্তর 24 পরগণা, থানা - হাবরা-তে থাকা ও অবস্থিত উহার ওপর দণ্ডায়মান কাঠামোর সঙ্গে একত্রে সমস্ত খণ্ড ও অংশের জমির পরিমাপ 1 কাঠা 10 ছটাক।	H082HL2 40806121 108, H082HL2 40806121 108L, H082HL2 40806121 108G, H082HT2 40830123 518	23-06-2026	টাঃ 3,75,665/-	08-সেপ্টেম্বর-2025 তারিখের দাবি বিজ্ঞপ্তি অনুসারে 03-সেপ্টেম্বর-2025 তারিখের হিসাবে মোট বাকিপড়া বকেয়া টাঃ 37,33,768.11/-	টাঃ 37,56,658/- (বিড ইনক্রিমেন্টাল ভ্যালু টাঃ 25,000/-)	আগাম অ্যাপয়েন্টমেন্ট সহ 15/09/2026 তারিখে সকাল 10টা থেকে বিকেল 5:30 পর্যন্ত	28/09/2026 সকাল 11টা থেকে বেলা 12টা পর্যন্ত
মেসার্স বৈষ্ণব দেবী এন্টারপ্রাইসেস (ইহার মালিক রাম দয়াল রায় মাধ্যমে) রাম দয়াল রায় রাজন রায়	**অনুসূচি-I** দক্ষিণ দমদম মিউনিসিপ্যালিটির সীমার মধ্যেই, দক্ষিণদাঁড়ি রোডে, বর্তমানে মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং 1145 (পুরনো 632) হিসাবে পরিচিত ও নাম্বারযুক্ত উত্তর 24 পরগণা জেলাতে দমদম থানার অধীনে দক্ষিণদাঁড়ি মৌজাতে আর.এস. খতিয়ান নং 785 (খান্দা), জে.এল. নং 24-এর সঙ্গে অনুরূপ, সি.এস. খতিয়ান নং 135 অধীনে আর.এস. দাগ নং 1159-এর অংশ গঠন করা, উহার ওপর দণ্ডায়মান কাঠামোর সঙ্গে একত্রে প্লট নং 11 হওয়া প্রায় 1 কাঠা ও 8 ছটাক পরিমাপের জমি।	H0054130 09211141 06 & H0054130 09211141 06L & H0054130 09210704 44 & H0054130 09210222 04 & KOLHL20 000048	23-08-2025/ 02-06-2026	টাঃ 5,04,290	19/03/2024 তারিখের দাবি বিজ্ঞপ্তি অনুসারে 06/03/2024 তারিখের হিসাবে মোট বাকিপড়া বকেয়া টাঃ1,30,13, 881.05/-	টাঃ 50,42,900/- (বিড ইনক্রিমেন্টাল ভ্যালু টাঃ 50,000/-)	আগাম অ্যাপয়েন্টমেন্ট সহ 15/09/2026 তারিখে সকাল 10টা থেকে বিকেল 5:30 পর্যন্ত	28/09/2026 সকাল 11টা থেকে বেলা 12টা পর্যন্ত
	অনুসূচি-II দক্ষিণ দমদম মিউনিসিপ্যালিটির চৌহদ্দির মধ্যেই, মৌজা - সাতগাছিয়া, জে.এল. নং 20, সি.এস. প্লট নং 3018(পি)-তে ই/পি নং 47 (এসপি) 59 এবং ই/পি নং 48 (এসপি) 60, মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং 33 (নতুন), পূর্ববঙ্গ কলোনি, বর্তমানে পরিসর নং 44/48, শ্যামনগর রোড, কোলকাতা-700 055, থানা - দমদম, জেলা - 24 পরগণা (উত্তর), ওয়ার্ড নং 27-য়ে থাকা ও অবস্থিত 4 কাঠা, 10 ছটাক পরিমাপের জমির অবিভক্ত আনুপাতিক ভাগীদারীর সঙ্গে একত্রে গ্রাউণ্ড ফ্লোরে থাকা 400 বর্গফুটের সুপার বিল্ট আপ এরিয়ার ওপর একটা ওপেন গ্যারাজের সঙ্গে একত্রে গ্রাউণ্ড ফ্লোরে 500 বর্গফুটের সুপার বিল্ট আপ থাকা একটা ফ্ল্যাট।			টাঃ 3,42,500		টাঃ 34,25,000/- (বিড ইনক্রিমেন্টাল ভ্যালু টাঃ 20,000/-)		

পাবলিক অকশনের নিয়ম এবং শর্তাবলি

1. ই-অকশন সেল পরিচালিত হবে অনলাইনে অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা উক্ত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে https://sarfaesi.auctiontiger.net/EPROC/ - এ SARFAESI অহিনের বর্ধদ্দির অধ নে সাহায্যের সাথে এবং পাবলিক ই-অকশনের মোডে।
2. পাবলিক ই-অকশনটি পরিচালিত হবে উপরে উল্লেখিত তারিখ এবং সময় অনুসারে, যখন উপরে উল্লেখিত সম্পত্তিটি বিক্রি হবে **''যেখানে যেমন ভিত্তিতে'' এবং ''যেখানে যেমন অবস্থায় আছে''** এমন অবস্থায়।
3. পাবলিক ই-অকশনে অংশগ্রহণে, আগ্রহী ক্রেতা / দরদাতাদের উক্ত সুরক্ষিত সম্পত্তির সংরক্ষিত মূল্যের ফেরতযোগ্য আর্নেস্ট মানি ডিপোজিটের 10% পেমেন্টের বিস্তারিত বিবরণের কপি জমা করতে হবে, সেই সঙ্গে প্যানকার্ডের কপি, কোম্পানির হলে বোর্ড রিসোলিউশন্স এবং ঠিকানার প্রমাণপত্র **27/09/2026**-এর মধ্যে জমা করতে হবে।
4. সমস্ত অন্যান্য ইএমডি দরদাতা যাঁরা পাবলিক ই-অকশনে সাফল্য লাভ করবেন না তাঁরা এল অ্যান্ড টি ফাইনান্স-এর থেকে 7 দিনের মধ্যে টাকা ফেরত পাবেন পাবলিক ই-অকশন বন্ধ হওয়ার পরে। ইএমডি কোনও সুদ প্রদান করবে না।
5. সাফল্যমন্ডিত ক্রেতা / দরদাতাকে 25% ডিপোজিট টাকা জমা দিতে হবে (ইএমডি সহ) তাঁর প্রাপ্ত অফার পাওয়ার জন্য ডি.ডি. / পি.ও. ''এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড''-এর নামে যা প্রদান করতে হবে মুম্বাইতে যা **25/09/2026** তারিখের 18:00 ঘণ্টার মধ্যে বা আগে, ই-অকশন-এর দিন বা পরবর্তী কাজের দিনে যা হল **28/09/2026**, ,যার ডিপোজিট প্রাপ্তি নির্দিষ্ট করবে এল&টি ফাইনান্স লিমিটড, বিক্রি ব্যর্থ হলে তা ব্যর্থ বলে গণ্য করা হবে এবং সাফল্যমন্ডিত দরদাতার ইএমডি বাজেয়াপ্ত করা হবে। ব্যালেন্স অ্যামাউন্ট যা হল ক্রয় মূল্যের 75% প্রদান করতে হবে ক্রেতাকে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-কে স্থাবর সম্পত্তির বিক্রির নিশ্চিতকরণের পনেরো দিনের আগে বা বর্তমান আইন অনসারে বর্ধিত সময়কালে।
6. **সম্পত্তির পরিদর্শন বা অধিক তথ্যের জন্যে, সম্ভাব্য নিলাম ডাকা পক্ষগণ যোগাযোগ করতে পারেন অনুমোদিত আধিকারিকের সঙ্গে, অর্থাৎ নাম - শ্রী বিকাশ সিং, যোগাযোগ করার নং 8669189048 এবং শ্রী সতীশ, যোগাযোগ করার নং 9738141146, এল&টি ফিন্যান্স লিঃ, বৃন্দাবন, প্লট নং 177, সি এস টি রোড, কালিনা, সান্তাক্রুজ (পূর্ব), মুম্বই - 400 098, মহারাষ্ট্র, ভারত।** ই-অকশনের যেকোনো পর্যায়ে, অনুমোদিত আধিকারিক কোনো কারণ না দর্শিয়ে এবং কোনও আগাম বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই বিড/অফার গ্রহণ/খারিজ/কিছুটা পরিবর্তন/বাতিল করতে বা মুলতবি রাখতে পারেন।
7. সফল ক্রেতা বা নিলামকারী বহন করবেন যে-কোনও বিধিবদ্ধ বকেয়া, ট্যাক্সেস, প্রদানযোগ্য ফীজ, স্ট্যাম্প ডিউটি, রেজিস্ট্রেশন ফীজ ইত্যাদি যা তাঁকে প্রদান করতে হবে সম্পত্তি পাওয়ার জন্য বা তাঁর নামে নিস্কৃত করার জন্য প্রযোজ্য আইন অনুসারে।
8. ঋণগ্রহণকারী বা গ্যারেন্টার্স, যাঁরা উক্ত বকেয়ার জন্য দায়বদ্ধ, তাঁরা এই সেল নোটিশকে একটা নোটিশ বা বিজ্ঞপ্তি বলে গ্রহণ করবেন সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস-এর অনুসারে রুলস 8 (6)-এর অধীনে, উপরে উল্লেখিত পাবলিক ই-অকশনটি ধারণ করার ক্ষেত্রে।
9. ঋণগ্রহণকারী(গণ) / উপ-ঋণগ্রহণকারী(গণ) / গ্যারেন্টার(গণ) / মর্টগেজার বা বন্ধকদাতাদের আহ্বান জানানো হচ্ছে সমগ্র বকেয়া লোন বা ঋণ অ্যামাউন্টটি প্রদান করতে উপরে উল্লেখিত ই-অকশনের তারিখের আগে তা না হলে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড এই সম্পত্তি বিক্রি করার অধিকারী হবেন এসএআরএফএইএসআই-এর আইন, 2002-এর নির্ধারিত বিধান অনুসারে।
10. ঋণগ্রহণকারী(গণ) / উপ-ঋণগ্রহণকারী(গণ) / গ্যারেন্টার(গণ) / মর্টগেজার(গণ) / জনগণক এতৎদ্বারা সংযত থাকতে বলা হচ্ছে বিক্রি, সেল, লীজ থেকে, অন্যথায় নোটিশ বা ঘোষণায় যে সুরক্ষিত সম্পত্তির উল্লেখ করা হয়েছে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর পূর্ব লিখিত সম্মতি ব্যাতীত।

তারিখ: 22.08.2026
স্থান: কোলকাতা

স্বাক্ষরিত
অনুমোদিত আধিকারিক
এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর তরফে

মহাকাশ-বিষয়ক স্টার্টআপগুলি সিইওদের সঙ্গে মতবিনিময় প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২১ অগাস্ট: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শুক্রবার 'সেবা তীর্থ'তে ২০টি মহাকাশ-ভিত্তিক স্টার্টআপের সিইও এবং প্রতিষ্ঠাতাদের সঙ্গে মত বিনিময় করেন। মহাকাশ ক্ষেত্রের শীর্ষস্তরের বিভিন্ন সংস্থার প্রধানরা এই আলোচনায় অংশ নেন। এই সংস্থাগুলি রকেট ও পুনর্ব্যবহারযোগ্য আধা-ক্রায়োজেনিক লঞ্চ ভেহিকেল তৈরি, এভিওনিক্স, উপগ্রহ, উন্নত প্রপালশন সিস্টেম, মহাকাশ ও প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত গোয়েন্দা তথ্য, মহাকাশের বর্জ্য অপসারণ এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-ভিত্তিক স্থানীয় আবহাওয়া ও জলবায়ু সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণের মতো নানা ক্ষেত্রে কাজ করছে। তাঁরা ভারতের বেসরকারি মহাকাশ শিল্পের দ্রুত অগ্রগতির কথা তুলে ধরেন এবং এই ক্ষেত্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্ত করেন।

প্রধানমন্ত্রী মহাকাশ ক্ষেত্রে নেতৃত্বকে সাহসিকতা প্রদর্শন এবং একটি নতুন ক্ষেত্রে নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য অভিনন্দন জানান। মোদী বলেন, অনেক দেশই মহাকাশ ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করতে পারে না অথবা বিনিয়োগ করতে চায় না। এর ফলে বিশ্বে মহাকাশ ক্ষেত্রে নিজেদের অবস্থান দ্রুত শক্তিশালী করার এক বড় সুযোগ ভারতের সামনে তৈরি হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মহাকাশ সংস্থাগুলিকে তাদের প্রযুক্তির নতুন প্রয়োগের দিকগুলি খতিয়ে দেখতে এবং কীভাবে এই প্রযুক্তি মানুষের জীবনযাত্রাকে সহজতর করতে পারে, সে বিষয়ে মনোযোগ দিতে উৎসাহিত করেন। প্রধানমন্ত্রী মহাকাশ ক্ষেত্রের সংস্থাগুলির সঙ্গে অন্যান্য ক্ষেত্রে কার্যকর সংস্থাগুলির মধ্যে বৃহত্তর সহযোগিতার পরামর্শ দেন। মহাকাশের বর্জ্য নিয়ে কাজ করা সংস্থাগুলি তাদের প্রযুক্তিকে আরও উন্নত করতে পরিবেশবাদী সংস্থাগুলির সঙ্গে কাজ করতে পারে। কৃষি ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত মহাকাশ প্রযুক্তি সংস্থাগুলি কৃষকদের আরও ভালোভাবে সিদ্ধান্ত নিতে এবং তাদের উৎপাদন বাড়াতে সাহায্য করার জন্য কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভাগগুলির সঙ্গে সহযোগিতা করতে পারে।

সুস্থ আছেন ইমরান, হাসপাতাল থেকে ফিরিয়ে আনা হল জেলে

ইসলামাবাদ, ২১ অগাস্ট: পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে শুক্রবার ভোরে জেলবন্দি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু কয়েক ঘণ্টা পরেই তাঁকে ফের ফিরিয়ে আনা হয় রাওয়ালপিন্ডির আদিয়ালা জেলে। প্রাক্তন পাক ক্রিকেট অধিনায়ক তথা পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ-এর প্রতিষ্ঠাতা-প্রধান ইমরান ২০২৩ সালের আগস্ট থেকে জেলবন্দি।

ছররা-কাণ্ডে এফআইআর

থানার সামনে রাহুলের ধর্না, তোপ রবিশঙ্করের

নয়াদিল্লি, ২১ অগাস্ট: অবশেষে শুক্রবার পার্লামেন্ট স্ট্রিট থানায় আক্রান্ত সাহিল লোচাবকে নিয়ে কংগ্রেস সাংসদের অবস্থান-বিক্ষোভের পরে ছররা-কাণ্ডে এফআইআর দায়ের করল দিল্লি পুলিশ। পুলিশসূত্রে খবর, আক্রান্ত সাহিলের অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার প্রায় এক মাস পরে বিএনএসের (ভারতীয় ন্যায় সংহিতা) ১১৮ এবং ১২৫ ধারায় এফআইআর করা হয়েছে। এফআইআরে অভিযুক্ত হিসাবে কারও নাম উল্লেখ করা হয়নি। অজ্ঞাতপরিচয়দের বিরুদ্ধে এফআইআর হয়েছে। রাহুলের দাবি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ 'সম্মতি' দেওয়ার পরেই এফআইআর করেছে পুলিশ।

শুক্রবার বেলায় হঠাৎই দিল্লির পার্লামেন্ট স্ট্রিট থানায় যান লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল। তাঁর সঙ্গে ছিলেন যন্তর মন্তরের ছাত্র-বিক্ষোভে সামিল হয়ে ছররায় আক্রান্ত হওয়া সাহিল লোচাব। রাহুল হঠাৎ থানায় চলে আসায় হতচকিত হয়ে যান পুলিশ আধিকারিকরা।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

Office of the Herambagopalpur Gram Panchayat
Patharpratima Block, South24 Parganas,
NOTICE EINVITING TENDER

Online eTender is invited from the bonafide & successful agencies as per criteria mentioned in the tender website.- **https://wbtenders.gov.in NIT No–33/315/XVFC–TIED/NIT/HGP/2026 to 36/318/XVFC–TIED/NIT/HGP/2026, Dt –20.08.2026 (Fund -: XVFC–TIED).** Last date of bid submission-**31.08.2026**, Date of opening- **02.09.2026.** For details Pl. contact the Office of the Herambagopalpur Gram Panchayat, South 24 Parganas.

Sd/- Pradhan
Herambagopalpur GP

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/ ৯৮৭৪০ ৯২২২০

Corrigendum Notice

Partial Modification to the **NIT No: NBM/PWD/NIT-4 (1-2)/2026) vide Tender Id: 2026_MAD_5016920_1 & 2026_MAD_5016920_2**
Corrigendum Notice is being invited by The Administrator, North Barrackpore Municipality. For details, please the visit website: **https://tenders.wb.gov.in/nicgep/app.**
Sd/- Administrator
North Barrackpore Municipality

Notice Inviting e-Tender

NIT NO: NBM/PWD/NIT-5 (1-8)/2026; vide Tender Id: 2026_MAD_5019362_1 to 2026_MAD_5019362_8.
Last date of submission of e-tender: **04/09/2026 at 18:00 Hrs.** E-Tenders are being invited by The Administrator, North Barrackpore Municipality. For details, please the visit website: **https://tenders.wb.gov.in/nicgep/app.**
Sd/- Administrator
North Barrackpore Municipality

Office of the Block Development Office Sagardighi :: Murshidabad.

NOTICE INVITING e-Tender
e-tender are invited through online bid system under following tender(NIeT) No:- 36/EN/SPS/2025-2026(2ND CALL) (Fund 15th CFC) (Sl No 01)
Dated:-19/08/2026. The last date of online submission of tender is 01/09/2026 upto 18:00 hours.
For details please visit website: http://wbtenders.gov.in
SD/-Block Development Officer
Sagardighi, Murshidabad

SOUTH BENGAL STATE TRANSPORT CORPORATION
(A Govt. of West Bengal Undertaking)
DR. B. C. ROY AVENUE
P.O.- DURGAPUR – 713201, DIST.– Burdwan
Memo No. : DTO-206/SBSTC/26 Date : 21/08/2026
SHORT NIT

South Bengal State Transport Corporation invites online bids from eligible parties for Selection of E-Ticket Booking Agents vide no. DTO-202/SBSTC/2026 dated- 19/08/2026 and Ticket Selling Agents vide no. DTO- 203/SBSTC/26 dated- 20/08/2026. For details, please visit **www.wbtenders.gov.in** or **www.sbstcweb.com**. Last date for submission of bids: 14/09/2026 up to 15:00 hrs.
Sd/- Managing Director
South Bengal State Transport Corporation

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি
ফর্ম নং আইএনসি-২৬
[কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলস, ২০১৪-এর বিধি ৩০ অনুসারে]
এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয় স্থানান্তরের জন্য সংবাদপত্রে প্রকাশের বিজ্ঞাপন
কেন্দ্রীয় সরকার
রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা সমীপে

কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৪) এবং কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলস, ২০১৪-এর বিধি ৩০-এর উপ-বিধি (৫)-এর ক্লজ (এ)-এর বিষয়ে
এবং
আলিশান মার্চেন্ডাইজ প্রাইভেট লিমিটেড রেজিস্টার্ড অফিস : **ডব্লিউএল-০৮, সঞ্জীবা টাউন রাজারহাট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০১৫৬** সম্পর্কিত
... আবেদনকারী

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া যাচ্ছে যে, কোম্পানি গত সোমবার, ১৭ই আগস্ট, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ রেজোলিউশনের শর্তাবলী অনুসারে কোম্পানির মেমোরেন্ডাম অফ অ্যাসোসিয়েশন-এর পরিবর্তনের নিশ্চিতকরণ চেয়ে কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১৩-এর অধীনে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন করার প্রস্তাব করেছে, যাতে কোম্পানি তার নিবন্ধিত কার্যালয় ''কলকাতা রাজ্য'' থেকে ''দিল্লি রাজ্য''-তে স্থানান্তর করতে পারে।

কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়ের প্রস্তাবিত স্থানান্তরের দ্বারা যে কোনো ব্যক্তির স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে, তিনি এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে চোদ্দো দিনের মধ্যে **এমসিএ-২১ পোর্টালে (www.mca.gov.in) ইনভেস্টর কমপ্লেন্ট ফর্ম পূরণ করে** অথবা তাঁর আপত্তি হলফনামা সহ যাতে তাঁর স্বার্থের প্রকৃতি এবং আপত্তির কারণ উল্লেখ থাকে, তা রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয়-এর অফিসে, কর্পোরেট ভবন, ৬ষ্ঠ ফ্লোর, প্লট নং IIIF/১৬, AA-IIIF, রাজারহাট, নিউ টাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০১৩৫ ঠিকানায় নিবন্ধিত ডাকযোগে পাঠাতে পারেন বা পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারেন এবং এর একটি অনুলিপি আবেদনকারী কোম্পানির উপরে উল্লিখিত ঠিকানায় নিবন্ধিত কার্যালয়ে পাঠাতে হবে।

ডিরেক্টর বোর্ডের আদেশক্রমে
আলিশান মার্চেন্ডাইজ প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
ওম প্রকাশ পাসারি
ডিরেক্টর
ডিআইএন : ০০০৪৪০৬১
তারিখ : ২১.০৮.২০২৬
স্থান : কলকাতা

Executive Engineer, Murshidabad Highway Division No.-1, invites online e-tender for the work of :-
1. Emergent protective work at NH-34 to Sujinipara Railway Station Road at Ch. 1.05 km (Left Side) under Murshidabad Highway Division No.-I, during the year 2026-27.
NIEQ No. 04 (Sl. No. 1) of 2026-27
Tender ID:- 5019690_1
Bid Submission start date (Online) :- **23.08.2026 after 11.00 a.m.** Bid Submission Closing date (Online) :- **31.08.2026 up to 1.00 p.m.** Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIEQ and Tender documents may be downloaded from: **http://tender.wb.gov.in**
Executive Engineer
Murshidabad High-Way Division
No-I P.W. (Roads) Directorate

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে -- টেন্ডার

ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও তরফে সিনিয়র ডিএসটিই (সিও)/খড়্গপুর - ৭২১ ৩০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন; **টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং:** এসটি-ওটি-এএফডিএএস-কেজিপি-২৬; **কাজের বিবরণ:** খড়্গপুর ডিভিশনের বিভিন্ন স্টেশনে নন-আরডিএসও টাইপ অটোমেটিক ফায়ার ডিটেকশন অ্যান্ড অ্যালার্ম সিস্টেম (এএফডিএএস)-এর জায়গায় আরডিএসও অনুমোদিত অটোমেটিক ফায়ার ডিটেকশন অ্যান্ড অ্যালার্ম সিস্টেম প্রতিস্থাপন এবং অ্যাসপিরেশন ডিটেকশন ইউনিট সংস্থানের সংক্রান্ত এস অ্যান্ড টি অংশের কাজ। **টেন্ডারের মূল্য:** ₹ ২,৬১,৩৪,৩৭৪.০০; **ইএমডি:** ₹ ৫,২২,৭০০.০০; **টেন্ডার নথির মূল্য:** শূন্য; **খোলার তারিখ ও সময়:** ১৫/০৯/২০২৬; **জমার তারিখ ও সময়:** ১৫/০৯/২০২৬ তারিখ ১২:০০ টা পর্যন্ত; **কাজ সমাপ্তির মেয়াদ:** ৭ মাস; আগ্রহী দরদাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ এবং স্পেসিফিকেশনের জন্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে দেখতে পারেন এবং অনলাইনে তাদের বিড জমা দিতে পারেন। কোনো অবস্থাতেই এই কাজের জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রহণ করা হবে না।
(PR-646)

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman
Notice Inviting e-Tender

1) Name of the Work: Repairing of Bituminous Road Street No.- 14, 16, 17, 19 & 20 at Kashiram, Ward No.- 05, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-037/26-27 (2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5019780_1 • Estimated Amount : 34,25,100/-
Last Date : 05th September 2026, up to 05:00 pm
2) Name of the Work: Pot-holes repairing from Surya Sen Sarani to Palashdiha Ground within Ward- 32, under DMC area.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-060/26-27 (2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5019644_1 • Estimated Amount : 9,82,100/-
3) Name of the Work: Potholes Repairing of Rode from William Carry Ave to Mahuabagan connecting within Ward No.- 2, 3 within DMC area.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-064/26-27 (2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5019731_1 • Estimated Amount : 8,82,703/-
4) Name of the Work: Repairing of Bituminous Road from SBSTC Garage to Kalipur Gram and Gammon More to Adibedi Puja Mandap within Ward No.- 31 and 39, under DMC area.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-072/26-27 (2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5019719_1 • Estimated Amount : 9,94,519/-
5) Name of the Work: Potholes Repairing of Bituminous Road from Khejurtola More to Hanuman Mandir, Ward- 40, under DMC area.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-069/26-27 (2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5019661_1 • Estimated Amount : 4,76,177/-
Last Date : 29th August 2026, up to 05:00 pm
For details : **tenders.wb.gov.in**
Sd/- Executive Engineer
Durgapur Municipal Corporation

NOTICE

Executive Engineer, Berhampore Division–I, P.W.Dte invites offline short Notice Inviting Quotation No.- 14 of 2026-2027 for
Emergent erection of temporary structure for providing logistic supports and accommodation of CAPF at 1(One) locations of Raghunathganj Police Station under Jangipur Police District in the district of Murshidabad in connection with ensuing West Bengal Legislative Assembly election 2026 under Berhampore Division-I, P.W.Dte.
Emergent erection of temporary structure for providing logistic supports and accommodation of CAPF at 1(One) locations of Raghunathganj Police Station under Jangipur Police District in the district of Murshidabad in connection with ensuing West Bengal Legislative Assembly election 2026 under Berhampore Division-I, P.W.Dte.
Emergent erection of temporary structure for providing logistic supports and accommodation of CAPF at 1(One) locations of Beldanga Police Station under Murshidabad Police District in the district of Murshidabad in connection with ensuing West Bengal Legislative Assembly election 2026 under Berhampore Division-I, P.W.Dte.
The detailed schedule of all items of works will be available in the office of the Executive Engineer, PWD, Berhampore Division –I,
Last date and time for receipt of application for Quotation documents is **22/08/2026 upto 01.00 PM.** Last date and time of issuance of Quotation documents is **22/08/2026 upto 02.00 PM.** Last date and time of receipt of Quotation in sealed envelope is **22/08/2026 upto 02.30 PM.** Opening of financial bid on **22/08/2026 at 03.00 PM.**
Sd/- Executive Engineer,
Berhampore Division-I P.W.D

পূর্ব রেলওয়ে

ই–অকশন বিজ্ঞপ্তি

অ্যাডমিন ইউনিট/জোনঃ শিয়ালদহ ডিভিসন–কমার্শিয়াল, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রীট, শিয়ালদহ, কলকাতা–৭০০০১৪। **অকশন ক্যাটালগ নংঃ** পার্সেল–এসডিএএইচ–৬৭। **অকশনিং অথোরিটিঃ** সিনিয়র ডিসিএম/এসডিএএইচ। **বিডিং সিস্টেমঃ** নর্মাল অকশন (সিঙ্গল স্টেজ)। **অকশন শুরু (সকল লট)ঃ** ০৭.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ১২টা। **অকশন বন্ধের তারিখ/সময়ঃ** ০৭.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ১.৫০ মিনিট। **অটো এক্সটেনশন জোনঃ** ১২০ সেকেন্ড। **অটো এক্সটেনশন সময়সীমাঃ** ১২০ সেকেন্ড। **ইনিশিয়াল কুলিং অফ সময়সীমাঃ** ৩০ মিনিট। **সাকসেসিভ লটস্ ক্লোজিং ইন্টারভালঃ** ১০ মিনিট। **সর্বাধিক অটো এক্সটেনশনঃ** ১০ বার। **ক্যাটালগ প্রকাশিত হয়েছেঃ** ১৯.০৮.২০২৬ তারিখ দুপুর ২.৪৯ মিনিট। **ডিসিশন মোডঃ** অটো। **আরপি ডিসপ্লেডঃ** না। **আরপি–র নীচে অনুমোদিত বিডঃ** হ্যাঁ। **রাইট অফ ফার্স্ট রিফিউজাল (আরওএফআর) প্রযোজ্যঃ** না। **বিবরণঃ** এসএলআর কোচে (সিঙ্গল কম্পার্টমেন্ট) পার্সেল স্পেস (এসইকিউ নং. এএ/১ থেকে এএ/৯–এর জন্য)। **ক্যাটেগরিঃ** পার্সেল–এসএলআর (এসইকিউ নং এএ/১ থেকে এএ/৯–এর জন্য)। **এসইকিউ নং., লট নং, ট্রিপ/দিন, বন্ধের তারিখ/সময়** নিম্নরূপঃ **এএ/১,** ১৩১৩৭–এসএলআর–এফ১–কেওএএ –এএমএইচ–২৬–২, ১৫৬, ০৭.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ১২.৩০ মিনিট। **এএ/২,** ১২৩৬৩–এসএলআর–এফ১–কেওএএ –এইচডিবি–২৬–১, ৪৭০, ০৭.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ১২.৪০ মিনিট। **এএ/৩,** ১২৩১৭–এসএলআর–এফ১–কেওএএ –এএসআর–২৬–১, ৩১৩, ০৭.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ১২.৫০ মিনিট। **এএ/৪,** ১৩১৫৭–এসএলআর–এফ১–কেওএএ –এমএফপি–২৬–১, ১৫৬, ০৭.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা। **এএ/৫,** ১৩১৪১–এসএলআর–এফ১–এসডিএএইচ –এনওকিউ–২৬–১, ১০৯৬, ০৭.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ১.১০ মিনিট। **এএ/৬,** ২২৫৮৭–এসএলআর–এফ১–এসডিএএইচ –বিএনআরএস–২৬–২, ৪৭০, ০৭.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ১.২০ মিনিট। **এএ/৭,** ১২৩৫৭–এসএলআর–এফ১–কেওএএ –এএসআর–২৬–১, ৩১৩, ০৭.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **এএ/৮,** ১২৩১৯–এসএলআর–এফ১–কেওএএ –জিডব্লুএল–২৬–১, ১৫৭, ০৭.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ১.৪০ মিনিট। **এএ/৯,** ১২৫১৭–এসএলআর–এফ১–কেওএএ –জিএইচওয়াই–২৬–১, ১৫৭, ০৭.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ১.৫০ মিনিট।
রেট ইউনিটঃ প্রতি ট্রিপ লাইসেন্সিং ফি (প্রত্যেকটির জন্য)। **ন্যূনতম আইএনসিআর (%)ঃ** ০.২ (প্রত্যেকটির জন্য)। **ইএমডিঃ** ১০ ট্রিপের বিড মূল্য (ন্যূনতম ৫ লাখ) (প্রত্যেকটির জন্য)। **ন্যূনতম টার্নওভার প্রয়োজনঃ** ০ টাকা (প্রত্যেকটির জন্য)। **লট স্ট্যাটাসঃ** আরপি পেন্ডিং (প্রত্যেকটির জন্য)।
SDAH-186/2026-27
পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

বেঙ্ক আঁফ ইংডিয়া / Bank of India BOI — Relationship beyond Banking

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

হাওড়া জোনাল অফিস, রিকভারি ডিপার্টমেন্ট, ৫, বিটিএম সরণি, ৪র্থ ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০০১, ফোন-০৩৩২২৬২৩৫২৮/৩৫৩৩

পরিশিষ্ট-৪, রুল ৮(১)
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া-এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২)-এর অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করে ঋণগ্রহীতাকে উক্ত নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে বলেন।
ঋণগ্রহীতা টাকার অঙ্ক ফেরত দিতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস-এর রুল ৮-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে নীচে উল্লেখিত দিনে এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওরকম লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেন নীচে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ এবং তার উপর সুদের জন্য ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ধার্য সাপেক্ষ হবে।
সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হওয়ার প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, অ্যাক্টের সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৮)-এর বিধানাবলির প্রতি ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।
সুরক্ষিত সম্পত্তি, ঋণগ্রহীতা, নোটিশ ও বকেয়া ইত্যাদির সংক্ষিপ্ত বিবরণ

শাখা / অ্যাকাউন্ট/ ঋণগ্রহীতা / গ্যারান্টারদের নাম ও ঠিকানা	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণ / বকেয়া পরিমাণ	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ এবং প্রতীকী দখলের তারিখ
শাখা:- ঘাটাল **ঋণগ্রহীতার নাম:** **শীলা রানী সাঁতরা,** স্বামী- গোপাল সাঁতরা। **ঠিকানা:** গ্রাম- গোপীনাথপুর, পোঃ ও থানা- চন্দ্রকোনা, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর ৭২১২১১	১. পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত জমি ও ভবনের ইক্যুইটেবল মর্টগেজ, ওয়ার্ড নং ১, হোল্ডিং নং ১০৬/৯২, মৌজা চন্দ্রকোনা, জেএল নং ১০৩, খতিয়ান নং ১০০৮, এলআর খতিয়ান নং ২৭৭৪, প্লট নং ২৬৯৯, জমির পরিমাণ ৮.০০ ডেসিমেল, যা শীলা রানী সাঁতরার নামে রয়েছে, বিক্রয় দলিল নং ১২৭১৩, তারিখ ০৬-০৬-১৯৯১ অনুযায়ী। **সীমানা; উত্তরে:** শঙ্কর সাঁতরা; **দক্ষিণে:** পি.ডব্লিউ.ডি. রাস্তা; **পূর্বে:** কালী মন্দির (কাচি মল্লিক); **পশ্চিমে:** সুকুমার নায়েক।	**১৫,৮১,৩৯৯ টাকা এবং তার উপর সুদ**	**দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ:** ১৪.১০.২০২৫ **প্রতীকী দখলের তারিখ:** ১৯.০৮.২০২৬

স্থান: ঘাটাল
তারিখ: ১৯-০৮-২০২৬
স্বা/- চিফ ম্যানেজার এবং অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, হাওড়া জোন

AXIS FINANCE
অ্যাক্সিস ফিন্যান্স লিমিটেড
(CIN : U65921MH1995PLC212675)
অ্যাক্সিস হাউস, সি-২, ওয়াদিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, পান্ডুরং বুধকর মার্গ, ওরলি, মুম্বাই-৪০০ ০২৫

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ (''রুলস'')-এর রুল ৩-এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (''অ্যাক্ট'')-এর সেকশন ১৩(২)-এর অধীনে।
যেহেতু নিম্নস্বাক্ষরকারী অ্যাক্সিস ফিন্যান্স লিমিটেড (এএফএল)-এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে অ্যাক্টের অধীনে এবং রুলস-এর রুল ৩-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২)-এর অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে অ্যাক্টের সেকশন ১৩(২)-এর অধীনে নীচে উল্লেখিত তারিখে বিস্তারিত দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করে নীচে উল্লেখিত ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টারদের (সকলকে এককভাবে বা একত্রে ''দায়বদ্ধ ব্যক্তি'' বলা হবে)/আইনি উত্তরাধিকারী/আইনি প্রতিনিধিদের উক্ত দাবি বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ সংশ্লিষ্ট নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে বলেন, যার বিবরণ নিচে দেওয়া হলো। উক্ত নোটিশের প্রতিলিপিগুলি রেজিস্টার্ড পোস্ট এডি -এর মাধ্যমে পরিবেশন করা হয়েছে এবং নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছে উপলব্ধ রয়েছে এবং উক্ত দায়বদ্ধ ব্যক্তি/আইনি উত্তরাধিকারী/আইনি প্রতিনিধিরা চাইলে যেকোনো কার্যদিবসে স্বাভাবিক অফিস সময়ের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছ থেকে সংশ্লিষ্ট প্রতিলিপি সংগ্রহ করতে পারেন।
উপরোক্ত বিষয়ে, এতদ্বারা উক্ত দায়বদ্ধ ব্যক্তি/আইনি উত্তরাধিকারী/আইনি প্রতিনিধিদের আবার নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, তারা যেন সংশ্লিষ্ট নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে এএফএল-কে তাদের নামের বিপরীতে নীচে উল্লেখিত পরিমাণ অর্থ এবং কলাম (ডি)-এ উল্লেখিত সংশ্লিষ্ট তারিখ থেকে পরিশোধ এবং/বা আদায়ের দিন পর্যন্ত নীচে বিস্তারিতভাবে উল্লেখিত অতিরিক্ত সুদ প্রদান করেন, যা ঋণ চুক্তি এবং উক্ত দায়বদ্ধ ব্যক্তিদের দ্বারা সম্পাদিত অন্যান্য নথিপত্র/লেখা (যদি থাকে)-এর সঙ্গে পড়তে হবে। ঋণের যথাযথ পরিশোধের জন্য জামানত হিসেবে, উক্ত দায়বদ্ধ ব্যক্তিদের দ্বারা যথাক্রমে নিম্নলিখিত সুরক্ষিত সম্পদগুলি এএফএল-এর কাছে বন্ধক রাখা হয়েছে।

ক্র. নং.	লোন অ্যাকাউন্ট নং	দায়বদ্ধ ব্যক্তি/আইনি উত্তরাধিকারী/ আইনি প্রতিনিধিদের নাম	নীচের তারিখ অনুযায়ী মোট বকেয়া পাওনা (টাকায়)*	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ	এনপিএ-র তারিখ
১.	0456MMA00006493	শ্রী প্রশান্ত টিব্রেওয়ালা সিল্কটেক্স এক্সপোর্টস শ্রীমতী শালিনী টিব্রেওয়ালা শ্রীমতী ললিতা দেবী টিব্রেওয়ালা	১,১১,৮০,৪৯৯.০০ টাকা (এক কোটি এগারো লক্ষ আশি হাজার চারশো নিরানব্বই টাকা) যা ১০/০৮/২০২৬ তারিখ অনুযায়ী বকেয়া	১০.০৮.২০২৬	০৩.০৮.২০২৬

তফসিল এ
সুরক্ষিত সম্পদের বিবরণ
০৩/০৩/২০১১ তারিখের গিফট ডিড নং-২৯২৬/১১ অনুযায়ী
কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সীমার মধ্যে, ওয়ার্ড নং ৬৩, প্রেমিসেস নং ১২সি লর্ড সিনহা রোড, কলকাতা-৭০০০৭১, থানা- শেক্সপিয়র সরণিতে অবস্থিত শ্যাম কুঞ্জ নামক বহুতল ভবনের গ্রাউন্ড ফ্লোরে ৪৬৫ বর্গফুট বা কমবেশি কার্পেট এরিয়ার একটি অফিস স্পেসের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। উক্ত অফিস স্পেসটি নিম্নরূপে সীমানাযুক্ত-
উত্তরে- আংশিকভাবে এন.কে. ধানুকা এইচইউএফ -এর অফিস এবং আংশিকভাবে এস.কে. রুংটা-র অফিস দ্বারা।
পূর্বে- ড্রাইভ ওয়ে এবং পার্কিং স্পেস দ্বারা।
দক্ষিণে- এস. ধানুকার অফিস, প্যাসেজ, সিঁড়ি এবং প্রেমিসেস নং ১২সি লর্ড সিনহা রোডের মাঝের ব্লকের লিফট ওয়েল দ্বারা।
পশ্চিমে- পবন কুমার টিব্রেওয়ালার অফিস দ্বারা।

তফসিল বি
সুরক্ষিত সম্পদের বিবরণ
০৩/০৩/২০১১ তারিখের গিফট ডিড নং-২৯২৫/১১ অনুযায়ী
কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সীমার মধ্যে, ওয়ার্ড নং ৬৩, প্রেমিসেস নং ১২সি লর্ড সিনহা রোড, কলকাতা-৭০০০৭১, থানা- শেক্সপিয়র সরণিতে অবস্থিত শ্যাম কুঞ্জ নামক বহুতল ভবনের গ্রাউন্ড ফ্লোরে ২৩১ বর্গফুট বা কমবেশি কার্পেট এরিয়ার একটি স্পেসের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, এবং উক্ত স্পেসটি নিম্নরূপে সীমানাযুক্ত-
উত্তরে- প্যাসেজ, সিঁড়ি এবং লিফট দ্বারা।
পূর্বে- কোল ইন্ডিয়া লিমিটেডের কার পার্কিং স্পেস দ্বারা।
দক্ষিণে- শ্রী শিক্ষায়তন স্কুলের প্যাসেজ এবং সীমানা প্রাচীর দ্বারা।
পশ্চিমে- ট্রান্সফরমার রুম এবং পার্কিং স্পেস দ্বারা।
কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সীমার মধ্যে, ওয়ার্ড নং ৬৩, প্রাঙ্গণ নং ১২সি লর্ড সিনহা রোড, কলকাতা-৭০০০৭১, থানা- শেক্সপিয়র সরণিতে অবস্থিত শ্যাম কুঞ্জ নামক বহুতল ভবনের গ্রাউন্ড ফ্লোরে ৩৮ বর্গফুট বা কমবেশি কার্পেট এরিয়ার একটি সার্ভেন্টস কোয়ার্টারের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, এবং উক্ত সার্ভেন্টস কোয়ার্টারটি নিম্নরূপে সীমানাযুক্ত-
উত্তরে- ফ্ল্যাট ৬এ-এর জন্য কোয়ার্টার নং ১৪ দ্বারা।
দক্ষিণে- মিটার বক্স এবং কার পার্কিং দ্বারা।
পূর্বে- কার পার্কিং স্পেস দ্বারা।
পশ্চিমে- লিফট এবং সিঁড়ির প্যাসেজ দ্বারা।

তফসিল সি
সুরক্ষিত সম্পদের বিবরণ
০৩/০৩/২০১১ তারিখের গিফট ডিড নং-২৯৫০/১১ অনুযায়ী
কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সীমার মধ্যে, ওয়ার্ড নং ৬৩, প্রাঙ্গণ নং ১২সি লর্ড সিনহা রোড, কলকাতা-৭০০০৭১, থানা- শেক্সপিয়র সরণিতে অবস্থিত শ্যাম কুঞ্জ নামক বহুতল ভবনের ১ম তলে ৮০ বর্গফুট বা কমবেশি কার্পেট এরিয়ার একটি অফিস স্পেসের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, এবং উক্ত অফিস স্পেসটি নিম্নরূপে সীমানাযুক্ত-
উত্তরে- প্রশান্ত টিব্রেওয়ালার অফিস দ্বারা।
পূর্বে- ড্রাইভওয়ে এবং কার পার্কিং স্পেস দ্বারা।
দক্ষিণে- এস. ধানুকার অফিস, প্যাসেজ এবং প্রেমিসেস নং ১২সি লর্ড সিনহা রোডের মাঝের ব্লকের লিফট ওয়েল দ্বারা।
পশ্চিমে- পবন কুমার টিব্রেওয়ালার অফিস দ্বারা।
''২৯২৬/১১, ২৯২৫/১১ এবং ২৯৫০/১১ নম্বর গিফট ডিড অনুযায়ী, যার সবকটির তারিখ- ০৩/০৩/২০১১, 'শ্যাম কুঞ্জ' নামক বহুতল ভবনের তফসিল নিম্নরূপ-
কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অধীনে, ওয়ার্ড নং ৬৩, প্রেমিসেস নং ১২সি লর্ড সিনহা রোড, কলকাতা-৭০০০৭১, থানা- শেক্সপিয়র সরণিতে অবস্থিত এবং দাঁড়িয়ে থাকা ''শ্যাম কুঞ্জ'' নামক একটি বহুতল ভবন যে জমিতে নির্মিত, ২ বিঘা ৫ কাঠা এবং ৫ ছটাক বা কমবেশি পরিমাপের সেই রেভিনিউ রিডিমড জমি বা ভূমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, এবং সীমানা-
উত্তরে- আংশিকভাবে প্রাঙ্গণ নং ১৫ লর্ড সিনহা রোড এবং আংশিকভাবে প্রেমিসেস নং ১২বি লর্ড সিনহা রোডের অংশ দ্বারা।
পূর্বে- আংশিকভাবে প্রেমিসেস নং ৫ প্রিটোরিয়া স্ট্রিট, আংশিকভাবে প্রেমিসেস নং ৬ প্রিটোরিয়া স্ট্রিট, আংশিকভাবে প্রাঙ্গণ নং ৭ প্রিটোরিয়া স্ট্রিট এবং প্রিটোরিয়া স্ট্রিট নামক পাবলিক রাস্তা দ্বারা।
দক্ষিণে- প্রেমিসেস নং ১১ লর্ড সিনহা রোড দ্বারা। এবং
পশ্চিমে- আংশিকভাবে প্রাঙ্গণ নং ১১ লর্ড সিনহা রোড, আংশিকভাবে প্রাঙ্গণ নং ১২এ লর্ড সিনহা রোড এবং আংশিকভাবে প্রাঙ্গণ নং ১২বি লর্ড সিনহা রোড দ্বারা''।

ক্র. নং.	লোন অ্যাকাউন্ট নং	দায়বদ্ধ ব্যক্তি/আইনি উত্তরাধিকারী/ আইনি প্রতিনিধিদের নাম	নীচের তারিখ অনুযায়ী মোট বকেয়া পাওনা (টাকায়)*	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ	এনপিএ-র তারিখ
২.	0456MMA00019317	তাজ প্লাই শ্রী মহ. বাবুল আহমেদ শ্রীমতী রুকসোনা খাতুন	৯১,২৬,১৮৩/- টাকা (একানব্বই লক্ষ ছাব্বিশ হাজার একশো তিরাশি টাকা) যা ১০/০৮/২০২৬ তারিখ অনুযায়ী বকেয়া	১০.০৮.২০২৬	০৩.০৮.২০২৬

তফসিল এ
সুরক্ষিত সম্পদের বিবরণ
উত্তর ২৪ পরগনা জেলার ফলতি বেলেঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, বর্তমানে থানা শাসন, পূর্বে বারাসাত, পরগনা- আনোয়ারপুর, মৌজা - বোকান্ডা, তৌজি নং ১৫৬, জে.এল. নং ১৪৯, এল.আর. খতিয়ান নং ১৪৪২-এ অবস্থিত আর.এস./এল.আর. দাগ নং ১৫৯-এর অধীনে প্রায় ০৭.৫০ ডেসিমেল জমি এবং আর.এস./এল.আর. দাগ নং ১৬১-এর অধীনে প্রায় ০৩ ডেসিমেল জমি নিয়ে প্রায় ১০.৫০ ডেসিমেল পরিমাপের মোট জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। জমির সীমানা নিম্নরূপ :
উত্তরে : ৬০ ফুট চওড়া পিডব্লিউডি টাকি রোড
দক্ষিণে : জসিমুদ্দিনের জমি
পূর্বে : সাহাঙ্গীর আলীর জমি
পশ্চিমে : জাকির হোসেনের বাড়ি

*উপরে উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখে আরো বিশেষভাবে বর্ণিত হারে অতিরিক্ত সুদ, আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ, চার্জ ইত্যাদি সহ যা অর্থ প্রদান এবং/বা আদায়ের তারিখ পর্যন্ত ধার্য হবে। যদি উক্ত দায়বদ্ধ ব্যক্তিরা পূর্বোক্ত এএফএল-কে অর্থ প্রদানে ব্যর্থ হয়, তবে এএফএল উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩(৪) এবং প্রযোজ্য রুলস-এর অধীনে উপরের সুরক্ষিত সম্পদ/স্থাবর সম্পত্তি(গুলি)-র বিরুদ্ধে অগ্রসর হবে, যার খরচ এবং পরিণতির সম্পূর্ণ ঝুঁকি উক্ত দায়বদ্ধ ব্যক্তি/আইনি উত্তরাধিকারী/আইনি প্রতিনিধিদের ওপর বর্তাবে।
উক্ত দায়বদ্ধ ব্যক্তি/আইনি উত্তরাধিকারী/আইনি প্রতিনিধিদের উক্ত অ্যাক্টের অধীনে এএফএল-এর পূর্ব লিখিত সম্মতি ছাড়া পূর্বোক্ত সুরক্ষিত সম্পদ/স্থাবর সম্পত্তি(গুলি) বিক্রয়, ইজারা বা অন্য কোনোভাবে হস্তান্তর করতে নিষেধ করা হলো। যে কোনো ব্যক্তি এই অ্যাক্ট বা এর অধীনে প্রণীত রুলসের বিধানাবলি লঙ্ঘন করলে বা লঙ্ঘনে প্ররোচনা দিলে, এই অ্যাক্টে প্রদত্ত বিধান অনুযায়ী কারাদণ্ড এবং/বা জরিমানার জন্য দায়ী হবেন।

তারিখ ২৪.০৮.২০২৬
স্থান কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ
অ্যাক্সিস ফিন্যান্স লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার

যোগাযোগের ঠিকানা : অ্যাক্সিস ফিন্যান্স | অ্যাক্সিস হাউস | ওয়াদিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার | পি.বি. মার্গ | ওরলি, মুম্বাই - ০০ ০২৫ (মোবাইল) +৯১ ৮৪৪৪৮৯৯৯০০ এবং শাখা অফিস - চন্দ্র কুঞ্জ, ৩ প্রিটোরিয়া স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
e-Tenders are invited by Swami Vivekananda State Police Academy, Barrackpore, WB for purchase for Special Riding Clothing articles for the Horses of Riding School. e-Tender Id : 2026_WBP_1038785_1. Last Date : 07/09/2026 at 16:00 hrs. For details please visit office. Sd/- Director SVSPA, Barrackpore, Pin 700 0120.
ICA- T15935(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
NIeT No.:- **WBPWD/AEASDIII/NIeT-01/2026-27** of The Assistant Engineer, Alipore Sub Division-III, P.W.D. for 07 (Seven) no. works. 1) Rs. 4,25,598.00, 2) Rs. 4,99,312.00, 3) Rs. 4,99,855.00, 4) Rs. 2,99,594.00, 5) Rs. 4,99,225.00, 6) Rs. 4,99,874.00 & 7) Rs. 4,99,136.00. Bid Submission end date 01.09.2026 at 11:00 hrs. **Tender ID: 2026_WBPWD_5019551_1 to 7.** Details will be available from the website **http://wbtenders.gov.in** and notice board of this office on all working days within office hours. Sd/- Assistant Engineer, PWD, Alipore Sub-Division-III.
ICA- T15985(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Assistant Engineer, P.W.D. South Kolkata Health Sub Division-II invites Tender vide eNIT No-WBPWD/SKHSD-II/AE/eNIT-07 OF 2026-2027 for 1(One) number civil work Vide Tender ID - 2026_WBPWD_5019393_1, which may be seen at the office of the undersigned and Departmental website i.e www.pwdwb.in and download from tenders.wb.gov.in Last Date of submission Tender paper is 01.09.2026. Sd/-Assistant Engineer, South Kolkata Health Sub Division-II, P.W.D.
ICA- T15947(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-Tender Notice
Due to non-availability of minimum required number bidders, the last date of submission of Bid for this office e-Tender No : **WBPWD/EE/26/IR/T/KCED/I of 2026-27. (Tender ID : 2026_WBPWD_5017616_1). Is hereby extended up to 02.00 P.M on 31.08.2026.** NIT, Tender documents and corrigendum may be downloaded from the Website: **http://www.pwdwb.in** and e-Tender portal **https://wbtenders.gov.in** Sd/- B.Mandal Executive Engineer, PWD Kolkata Central Electrical Division.
ICA- T15965(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
e-TENDERNo: WBPWD/KWSD-I/AE/eNIT-18/2026-2027. E-tender under jurisdiction of Kolkata West Sub-Division No-I, PWD is invited from bonafide outsiders having sufficient work experience of similar nature in Government works. Bid Submission Start Date (Online): 27.08.2026 from 12.30 P.M. Bid Submission End Date (Online): 03.09.2026 from 12.00 P.M. Tender ID: 2026_WBPWD_5019391_1&2. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT and tender documents may be downloaded from: https://tenders.wb.gov.in/nicgep/app Sd/-Assistant Engineer, PWD Kolkata West Sub-Division-I, N.S. Building.
ICA- T15952(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
e-Tender is invited by the undersigned for the work "SITC of AC Machine in the Investigation Section located at the 1st Floor of Annex Building, I.B., Main Building, 13, Lord Sinha Road, Kolkata-700071." e-TenderNo: WBPWD/AE/19/PR/T/KCESD/I of 2026-27(3rdcall) and Tender ID 2026_WBPWD_5019413_1. Documents Submission end date 05.09.2026 up to 02.00P.M. Website: http://www.pwdwb.in for details contact at the office of the undersigned. Corrigendum if any will be published only the said website. Sd/-Assistant Engineer, PWD Kolkata Central Electrical Sub Division - I.
ICA- T15954(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE (Item Rate)
AE, PWD, Howrah Electrical Sub-Division invites online e-tender for thework;. Repairing and Servicing work of Hitachi make Split & Ductable Air Conditioning machine installed at Judicial Magistrate 6th Court, Howrah Criminal Court Building, Howrah. [e-NIT No.WBPWD/AE/HESD/e-NIQ-22/2026-27. Tender ID:2026_WBPWD_5019491_1. Bid Submission start date (Online): 20.08.2026 at 17:00 Hrs. Bid Submission closing date (Online): 03.09.2026 at 11:00 Hrs. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIQ and Tender documents may be downloaded from: www.wbtenders.gov.in. Sd/- AE, HESD, PWD.
ICA- T15958(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Tender Ref No.: WBPWD/AE/BESD/eNIT09/2026-27
(Tender ID : 2026_WBPWD_5019481_1)
Online Tender is hereby invited by the Assistant Engineer, PWD, Baruipur Electrical Sub-Division from the eligible contractors for the following works : **Name of Work :- SITC of AC machine at Server room of Baruipur Sub-Divisional Hospital, Baruipur, South -24 Parganas.** Bid submission start 24.08.2026 at 10:00 A.M. Bid Submission end : 29.08.2026 up to 12:00 P.M. Bid opening Date : 31.08.2026 after 12:00 P.M. Details of eNIT, BOQ & tender document may be downloaded from **https://tenders.wb.gov.in** Sd/- Assistant Engineer, PWD, Baruipur Electrical Sub-Division Govt. of West Bengal.
ICA- T15963(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
eNIT No.: 17/WB of 2026–27 of The Assistant Engineer, Writers' Buildins Sub-Division, PWD. For 1. Maintenance works (S&P) at Block-I within the compound of Writers' Buildings during the year 2026-27 (For one year). 2. Maintenance works (S&P) at Block-C,D&V within the compound of Writers' Buildings during the year 2026-27 (For one year). 3. Removal rubbish, garbage after collection from different places of inside of Writers' Bldgs and Mitra Building with due cleaning the sites and dumping the same refuses at dumping ground at Dhapa during the year 2026-27 (for one year). 4. Polishing on marble work at office of the Chief Engineer South Zone, Main Block 2nd floor Room no 6,7,8&9 within the compound of Writers' Buildings during the year 2026-27. are invited from bonafide bidders. Bid submission closing date (online) will be on 03.09.2026 at 16:00 hrs. Tender ID : 2026_WBPWD_5019483_1/2/3/4. Other details may be seen from the website: **http://tenders.wb.gov.in** & **http://wbpwd.in** Sd/- Assistant Engineer, PWD, Writers' Buildings Sub-Division.
ICA- T15972(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PW(Roads) TENDER NOTICE
Assistant Engineer, Canning Highway Sub-Division, P.W.(Roads)Dte, invites online e-NIT No.04 of 2026-2027. Tender Id :2026_WBPWD_5019426_1.Bid submission start and end date 24.08.2026 from 11.00 AM. 31.08.2026 up to 11.00 AM. Details of NIT and tender documents may be downloaded from : https://tenders.wb.gov.in
ICA- T15986(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
1. CMOH /How/Estt./2941, dated 19/08/2026 for providing free spectacles for Howrah District. E-Tender is hereby invited For Selection of agency for distribution of free spectacles to beneficiaries under SES and Presbyopia NPCB & VI Programme:- (Last date of application:-10/09/2026) Tender Starting date:-27/08/2026. Visit at www.wbtenders.gov.in & http://www.wbhealth.gov.in www.healthyhowrah.org.in Sd/- Chief Medical Officer of Health Howrah.
ICA- T15911(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Assistant Engineer, Amta Hwy Sub-Div, P.W.(R).D invites online tenders for one work in as per work schedule vide-WB/PWRD/AE/AHSD/NIT10/2026-27. TenderID: 2026_WBPWD_5019608_1. Bid Submission Start Date (Online): 24.08.2026 from11.15Hrs. Bid Submission Last Date (Online): 31.08.2026 up to 13.00 Hrs. Corrigendum if any will be published in www.wbpwd.gov.in Sd/- AE/AMTAHSD/PWRD.
ICA- T16003(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM-V
e-NIT No: WBIW/SE/CE(S)/NIT-02e/2026-27, Sl. No. 01. Tender Id: 2026_IWD_1028620_1, Due to Administrative Reasons/Issues, the last Date & time of submission of online e-Bid and Technical Bid opening Date & time is once again extended as 07.09.2026 till 14:00 hours & 08.09.2026 at 11:00 Hours instead of 21.08.2026 up to 14:00 Hours & 24.08.2026 at 11:00 Hours respectively. All other terms & conditions will remain unchanged. Please go through the departmental website https://iwd.wb.gov.in and www.wbtenders.gov.in (direct site) and also in the office of the undersigned. Sd/-TIA & the Superintending Engineer, Attached to Chief Engineer (South) I &W Dte, Govt. of W.B.
ICA- T15898(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
NIeQ is invited by the Assistant Engineer-II, P.W.D. Nabanna Electrical Sub-Division. NIeQ No. 17/Q of AE-II NESD 2026-27. Memo No: 882/NESD Date: 20.08.2026. Tender ID: 2026_WBPWD_5019457_1. Name of Work: Supply & Delivery of Different Maintenance Materials of 3 nos KIRLOSKAR make DG sets (2 nos. 500 KVA & 1 no. 625 KVA) Installed at Nabanna for the year 2026-2027. Last Date of bid submission: 02.09.2026. Intending bidder may download the Quotation documents from the website: www.pwd.wb.in, http://wbtenders.gov.in Sd/-S. Kundu. Assistant Engineer-II, P.W.D. Nabanna Electrical Sub-Division.
ICA- T15953(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE CORRIGENDUM
All other terms & conditions of NIQ and BOQ will remain unchanged except last date of submission of bid will be upto 31/08/26 upto 12.00 Noon instead of 22/08/26 at 12.00 Noon and bid opening date will be on 02/09/26 at 12.00 Noon instead of 24/08/26 at 12.00 Noon for "SITC of 20 Bed-cum passenger lift 3rd lift in the vacant lift shaft from ground floor to 3rd floor, at Baghajatin SGH, South 24 Parganas-SITC of 20 Bed-cum-passenger lift" vide Tender ID - 2026_WBPWD_5016036_1 invited by the E.E.-II, KSHED, PW Dte. All documents can be seen / obtained from the websites- tenders.wb.gov.in and office Notice Board. Sd/-Executive Engineer-II, Kolkata South Health Electrical Division, PW Dte.
ICA- T16001(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
eNIQ is invited by the Assistant Engineer P.W.D.Dhanadhanya Electrical Sub-Division. eNIQ No. WBPWD/AE-DDESD/e-NIQ - 74 Q/2026-27. Memo No: 580 Date: 20/08/2026. Tender ID: 2026_WBPWD_5019409_1. Name of Work: Supply & Installation of Split Air conditioner at Flat no – 1A & 7A of Ministers' Residence, 28, Raja Santosh Roy Road, Kol - 27. Last Date of bid submission: 02/09/2026. Intending bidder may download the Quotation documents from the website: www.pwd.wb.in, http://wbtenders.gov.in Sd/- S.K.Das. Assistant Engineer, PWD Dhana Dhanya Electrical Sub-Division.
ICA- T16002(1)/2026

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404**, Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং

একদিন চিত্রাঙ্গদা

আমি চিত্রাঙ্গদা,
আমি রাজেন্দ্রনন্দিনী...

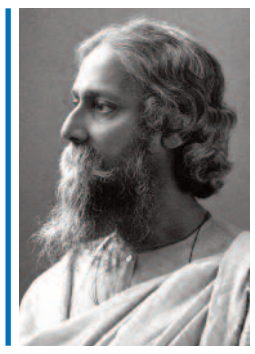

সনজিদা খাতুন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আদর্শে ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছেন আজীবন

স্বপনকুমার মণ্ডল

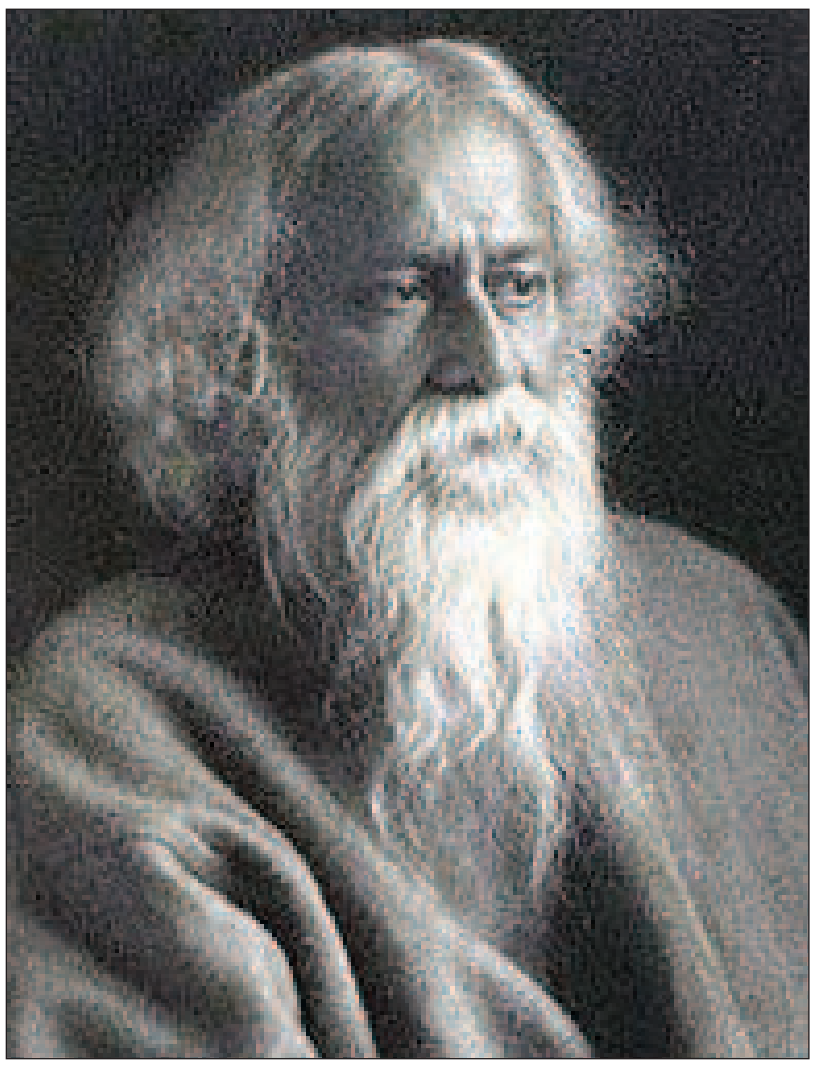

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মশতবর্ষ থেকে মৌলবাদীদের মদতপুষ্ট পূর্ব পাকিস্তানে গড়ে ওঠে ধর্মনিরপেক্ষ সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান 'ছায়ানট' । মৌলবাদী ধর্মবিদ্বেষীদের চোখে তা প্রথমাবধি ছিল ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালির বাতিস্তম্ভ । এজন্য তা নিভিয়ে দেওয়ার আয়োজন স্বাভাবিক ভাবেই সময়ের অপেক্ষায় ওত পেতে ছিল। বর্তমানে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্থিরতায় জাতীয় নির্বাচনের আগে সে দেশের জনপ্রিয় নেতা ওসমান হাদির আকস্মিক হত্যার প্রতিবাদে উত্তাল পরিস্থিতিই সেই সুযোগ করে দেয়। ২০২৫-এর ১৮ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার রাতের অন্ধকারে 'ছায়ানট'-এর সাত তলা ভবন জুড়ে ভাঙচুর থেকে অগ্নিসংযোগ করে ধ্বংসলীলা চালানো তারই করুণ পরিণতি । সেক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশকে মৌলবাদীদের দেশ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সনজিদা খাতুন ও তাঁর গড়ে তোলা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান 'ছায়ানট' পথের কাঁটা হয়ে উঠেছিল । সেক্ষেত্রে তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর 'ছায়ানট'-এর ছায়াই ছিল ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশের পরম আশ্রয় । সেই আশ্রয় থেকে উদ্বাস্তু করে দেওয়ার লক্ষ্যেই 'ছায়ানট' -এর উপরে আক্রমণ নেমে আসে । সেখানে সনজিদা খাতুনের তিলে তিলে গড়ে তোলা সাংস্কৃতিক কেন্দ্রটিই মৌলবাদীদের শিকারের লক্ষ্য হয়ে ওঠাই বলে দেয় তার অবিস্মরণীয় ও অপরিহার্য অবদানের কথা ।

আসলে যে যত বড় হয়,তার আত্মত্যাগ তত মহত্ত্ব লাভ করে । জীবনের স্বাচ্ছন্দ্যই তার ত্যাগের অন্তরায় হয়ে ওঠে,আত্মত্যাগের মহিমায় অসাধারণত্ব লাভ করে । সেদিক থেকে সনজিদা খাতুনের নিরলস অধ্যবসায় ও সত্যনিষ্ঠ আত্মত্যাগ তাঁর সম্ভ্রান্ত বনেদি পরিবারের অভিজাত জীবনের আলোয় অসামান্য বিভূতি ছড়িয়ে দেয়। তাঁর বাবা কাজী মোতাহার হোসেন(১৮৯৭-১৯৮১) ছিলেন উচ্চ শিক্ষাক্ষেত্রে প্রথিতযশা স্বনামধন্য পণ্ডিত ব্যক্তিত্ব ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক । কাজি নজরুল ইসলাম তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন । নজরুল ও রবীন্দ্রনাথের ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতি তাঁর মুক্তমনা উদার প্রকৃতিকে সজীব করে রেখেছিল। সেদিক থেকে পারিবারিক ভাবেই নয় ভাইবোনের মধ্যে সনজিদার জীবন ধর্মীয় গোঁড়ামিমুক্ত শিক্ষাশোভন সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে। তাছাড়া পরিবারের মধ্যেই সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চার বনেদি পরিসরে তাঁর বেড়ে ওঠা,গড়ে তোলা জীবনে তার প্রভাব স্বাভাবিক হয়ে ওঠে । তাঁর ভাই কাজী আনোয়ার হোসেন ছিলেন স্বনামধন্য লেখক । আবার বাবার ঘর ছেড়ে একাকী যাঁর ঘরে গিয়ে সংসার পেতেছেন তাঁর ঘরেও ছিল ধর্মীয় সংস্কারমুক্ত রাবীন্দ্রিক পরিসর। সনজিদার স্বামী ওয়াহিদুল হক(১৬ মার্চ ১৯৩৩-২৭ জানুয়ারি ২০০৭) সাংবাদিক ও রবীন্দ্রসঙ্গীততজ্ঞ এবং সাংস্কৃতিক সংগঠক। তাঁরা প্রায় সমবয়সী (সনজিদা তাঁর চেয়ে মাসখানেকেরও কম ছোট, জন্ম ৪ এপ্রিল) দুজনের মনেই ছিল রবীন্দ্রনাথের মুক্তির অনন্ত আকাশ । দুজনে মিলেই বাঙালি সত্তায় রবীন্দ্রনাথকে একাত্ম করতে সক্রিয় থেকেছেন আজীবন । অন্যদিকে কাজী মোতাহার হোসেন পূর্ব বাংলার ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালি সত্তার আন্দোলনে একজন নিষ্ঠাবান সক্রিয় সহযোদ্ধা ছিলেন । ভাষা আন্দোলন থেকে পাকিস্তানি সরকারের রবীন্দ্রবিরোধিতার বিরুদ্ধে তাঁর সক্রিয় ভূমিকা বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য । সেক্ষেত্রে পারিবারিক ভাবেই সনজিদার মন ও মননে বাঙালির ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতির বিস্তারের বিষয়টি সম্পৃক্ত হয়ে ওঠে । সেক্ষেত্রে তাঁর অদম্য ইচ্ছাশক্তি ও অকুতোভয় মনোভাবের নেপথ্যে তাঁর পরিবারের ভূমিকা অনস্বীকার্য । অথচ তাঁকে সামনের দিকে লক্ষ্যভেদী করে তোলায় সনজিদার স্বকীয় ভূমিকা তাতে ব্রাত্য হয়ে পড়ে না,বরং আত্মত্যাগ ও অধ্যবসায়ে তা আরও বনেদি আভিজাত্য লাভ করে । বাহান্নর ভাষা আন্দোলনের সময় সনজিদার বয়স উনিশ বছর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকের প্রথম বর্ষের ছাত্রী । সেখানে পড়ার সময় সনজিদা বাংলার অধ্যাপকের রবীন্দ্র কবিতা পড়ানো শুনে মুগ্ধ হয়ে পড়েন এবং তখনই তাঁর রবীন্দ্রসঙ্গীত শেখার জন্য মনস্থির করেন। অন্যদিকে ২১ ফেব্রুয়ারির আগেই ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে সরকারের বিরুদ্ধে পথে নেমেছেন,রবীন্দ্রনাথের গান গেয়ে প্রতিবাদে সামিল হয়েছেন তিনি। রক্তাক্ত দিনের পরের দিন ২২ ফেব্রুয়ারি চারিদিকে ভয়ার্ত পরিবেশের মধ্যে মাকে সঙ্গে নিয়ে তাঁরই ছেড়ে যাওয়া কামরুন্নেসা স্কুলের গলিতে সভা করে বক্তৃতাও দিয়েছেন। সেখানেও সমবেত কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে 'আমার সোনার বাংলা,আমি তোমায় ভালোবাসি'। শুধু তাই নয়, পঞ্চাশের সেই আন্দোলনমুখর দশকেই শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে সাড়া দিয়ে তাঁকে 'আমার সোনার বাংলা,আমি তোমায় ভালোবাসি' গানটি শোনাতে হয়েছে সনজিদাকে। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের প্রতি তীব্র অনুরাগই তাঁকে ঢাকা কলেজে বাংলায় অনার্স করে (১৯৫৪) শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রতীর্থে গিয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করায় তীব্র আগ্রহী করে তুলেছিল। সেক্ষেত্রে বিশ্বভারতী থেকে বাংলায় এম এ (১৯৫৫) ও পরবর্তীতে রবীন্দ্রসংগীতের ভাবনার বিষয় নিয়ে পিএইচডি করা (১৯৭৮) ছিল তাঁর উত্তরণে সময়ের অপেক্ষা মাত্র । সনজিদা রবীন্দ্রনাথকে যত জেনেছেন, ততই তাঁকে আপন করে যাপন করেছেন । শুধু তাই নয়,রবীন্দ্রনাথের মধ্যেই তাঁর নিজেকে খুঁজে পাওয়াই তাঁকে কণ্টকাকীর্ণ দুর্গম পথ চলায় সক্রিয় করেছে । সেখানে রবীন্দ্রনাথের আদর্শে বাঙালিসত্তার ধর্মনিরপেক্ষ মানবতার উদার প্রকৃতির সবুজায়নে তাঁর জীবনব্রত বিশেষ ভাবে স্মরণীয় । তাঁর সেই লক্ষ্যভেদী অভিযানও শুরু হয়েছিল ১৯৬১-তে রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষের উদযাপনের মধ্য দিয়ে ।

আসলে বাঁধ দিয়ে নদীর গতিপথ বদলে গেলেও স্রোতকে আটকানো যায় না। সেই স্রোত আরও তীব্র আকার ধারণ করে । সেদিক থেকে ধর্মীয় বিদ্বেষে পাকিস্তানি সরকারের রবীন্দ্রবিরোধিতা যত তীব্র হয়েছে, ততই বাঙালির ধর্মনিরপেক্ষ চেতনায় রবীন্দ্রনাথকে আদর্শ করে জাতির মুক্তির পথ খোঁজার প্রয়াস আরও গতি লাভ করে । তার মধ্যেই আসে রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষ উদযাপনে বিশ্বভারতী থেকে এম এ পাশ করে দেশে ফিরে গিয়ে ইডেন কলেজে সনজিদার শিক্ষকতার জীবন শুরু হয়। এদিকে সরকারের বিরোধিতাকে উপেক্ষা করে ১৯৬১-তে রবীন্দ্রনাথ জন্মশতবর্ষ উদযাপন করার উদ্যোগের মধ্যেই বাঙালির ধর্মনিরপেক্ষ জাতিসত্তার অস্তিত্ব জাহির প্রকট হয়ে ওঠে । ধর্মীয় মৌলবাদী অস্তিত্বে পাকিস্তান সরকারের বাঙালির আত্মপরিচয়কে নিঃস্ব করে দিয়ে রাজত্ব করার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের ধর্মনিরপেক্ষ সোনার বাংলার বাঙালির জাতীয়তাবোধের জাগরণ স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর জন্মশতবর্ষ উদযাপনে সামিল হয়। সেখানে সনজিদার সক্রিয় ভূমিকা বিশেষ ভাবে স্মরণীয় । তখন সরকারের রোষানল এড়িয়ে রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ অনুষ্ঠানে আতঙ্কিত পরিবেশ। এদিকে সনজিদা বিশ্বভারতী থেকে এম এ পাশ করে এসে ইডেন কলেজের শিক্ষকতা শুরু করেছেন । স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর সরকারি বিধিনিষেধ মেনে চলার দায় অনেক । অথচ তার মধ্যেই মুক্তমঞ্চে রবীন্দ্রনাথ 'তাসের দেশ' নাটকের মঞ্চায়নে সময় গান করার দায়িত্ব নিজের কাঁধেই তুলে নিয়ে সরকারের নজর এড়াতে তিনি মুখে রুমাল দিয়ে সে গান গেয়েছেন । ইডেন কলেজের পরবর্তীতে সনজিদা কারমাইকেল কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন ও জাতীয় অধ্যাপক হয়েও প্রতিকূলতার মধ্যেই নিজের লক্ষ্যে অবিচল থেকেছেন আজীবন। অন্যদিকে আয়োজন যখন প্রয়োজনে সামিল হয়,তখন আবেদন আরও গতি লাভ করে। সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে ২৪ থেকে ২৭ বৈশাখ চারদিন ব্যাপী রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ পালনের সাফল্যের ফলে তা অব্যাহত রাখার স্বার্থে সকলে মিলে রবীন্দ্রনাথের ছায়াতেই একটি নতুন সংগঠন গড়ে ওঠে, তার নাম 'ছায়ানট'। তার নেপথ্যে সনজিদার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাই যে লক্ষ্য ছিল,তাঁকে সংগঠনটির সম্পাদকের দায়িত্ব নেওয়ার কথাতেই স্পষ্ট । সরকারি কলেজের চাকরি করায় তা নিতে না পারলেও প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসেবেও গুরুদায়িত্ব সামলেছেন শেষ পর্যন্ত । অন্যদিকে ওয়াহিদুল হকের একটি স্কুল করার প্রস্তাবে সকলের চাঁদায় ১৯৬৩তে গড়ে ওঠে 'ছায়ানট সঙ্গীত বিদ্যায়তন'। তার দায়িত্ব ভার নেন সনজিদা । বাঙালির সাংস্কৃতিক চর্চার পীঠস্থান হিসেবে 'ছায়ানট'-এর ছায়া ক্রমশ বিস্তার লাভ করে ইতিহাস সৃষ্টি করে চলে। 'ছায়ানট'কে কেন্দ্র করেই সনজিদার সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড বিস্তার লাভ করে । শুধু তাই নয়, সংস্কৃতির মাধ্যমেই তাঁর বাঙালির জাতীয়তাবোধ গড়ে তোলার আয়োজনে 'ছায়ানট' - এর অতুলনীয় প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে । এজন্য সাংস্কৃতিক ঐক্যেই পাকিস্তানি সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়। ১৯৬৭-তে আয়ুব খানের আমলে রবীন্দ্রনাথকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হলে সে বছরেই ১৫ এপ্রিল তথা পয়লা বৈশাখ ঢাকার রমনার বটমূলে 'ছায়ানট' প্রথম নববর্ষ পালন করে। ১৯৭১ বাদে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে নববর্ষ উদযাপনের সেই ধারা অক্ষুণ্ণ থাকে। বাঙালির সবচেয়ে বড় ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতির পরিচয় মেলে নববর্ষ উদযাপনের মাধ্যমে । সেক্ষেত্রে প্রথম দিকে 'ছায়ানট'র 'পহেলা বৈশাখ'এর বীজ থেকেই তার মহীরূহ প্রকৃতি ১৯৮৯-এ আনন্দ শোভাযাত্রা' থেকে ১৯৯৬ 'মঙ্গল শোভাযাত্রা'য় পরিণতি ছিল শুধু সময়ের অপেক্ষা । অন্যদিকে ২০১৬-তে ইউনেস্কোর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের স্বীকৃতি লাভের নেপথ্যে সনজিদা খাতুনের ধারাবাহিক প্রয়াসই অবিস্মরণীয় হয়ে ওঠে । শুধু তাই নয়, ১৯৯৯-এর ১৭ নভেম্বর 'অমর একুশে'র আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির নেপথ্যেও তাঁর পরোক্ষ অবদান অনস্বীকার্য ।

আসলে বাঁধ দিয়ে নদীর গতিপথ বদলে গেলেও স্রোতকে আটকানো যায় না। সেই স্রোত আরও তীব্র আকার ধারণ করে । সেদিক থেকে ধর্মীয় বিদ্বেষে পাকিস্তানি সরকারের রবীন্দ্রবিরোধিতা যত তীব্র হয়েছে, ততই বাঙালির ধর্মনিরপেক্ষ চেতনায় রবীন্দ্রনাথকে আদর্শ করে জাতির মুক্তির পথ খোঁজার প্রয়াস আরও গতি লাভ করে । তার মধ্যেই আসে রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষ উদযাপনে বিশ্বভারতী থেকে এম এ পাশ করে দেশে ফিরে গিয়ে ইডেন কলেজে সনজিদার শিক্ষকতার জীবন শুরু হয়। এদিকে সরকারের বিরোধিতাকে উপেক্ষা করে ১৯৬১-তে রবীন্দ্রনাথ জন্মশতবর্ষ উদযাপন করার উদ্যোগের মধ্যেই বাঙালির ধর্মনিরপেক্ষ জাতিসত্তার অস্তিত্ব জাহির প্রকট হয়ে ওঠে ।

আসলে সনজিদা সচেতন ভাবেই রাজনীতিকে এড়িয়ে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালির সত্তাকে জাগ্রত করতে চেয়েছিলেন । সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই তাঁর পথের সারথি। এজন্য তাঁর বাণীকে হাতিয়ার করেই তাঁর পথ চলা। মুক্তিযুদ্ধের সময়েও কলকাতা থেকে শিল্পীসাহিত্যিকে ও সাংস্কৃতিক কর্মীদের সংঘবদ্ধ করা থেকে সঙ্গীত নাটক প্রভৃতির মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধা,শরণার্থীদের উজ্জীবিত করার প্রয়াসে তাঁর সক্রিয় ভূমিকাও বিশেষ ভাবে স্মরণীয় । অন্যদিকে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও তাঁর সাংস্কৃতিক আন্দোলন থেমে থাকেনি,বরং তা আরও গতি লাভ করে । ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্টে বঙ্গবন্ধু সপরিবারে নৃশংস ভাবে খুন হলে মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ভাবনা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে আগে বাঙালির বিপন্ন অস্তিত্ব ধর্মীয় মৌলবাদী চেতনায় যেভাবে হিন্দু-মুসলমানের পরিচয়ে প্রকট হয়ে উঠেছিল, স্বাধীন বাংলাদেশ গড়ে ওঠার পর বঙ্গবন্ধুকে ষড়যন্ত্র করে হত্যা করার পর সেভাবেই মৌলবাদীদের ধর্মীয় ঐক্যে বাঙালির সঙ্গে বাংলাদেশীর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব গড়ে তোলার প্রয়াস তীব্রতা লাভ করে। বাঙালির স্বাধীন দেশেও তার ধর্মনিরপেক্ষ সত্তার পথে মৌলবাদীদের ধর্মীয় আধিপত্য বিস্তার স্বাভাবিক ভাবেই শুধু বাধা হয়ে ওঠেনি, তার অস্তিত্বকেই সমূলে বিনাশে সক্রিয়তা লাভ করে । সেক্ষেত্রে বাঙালির অস্তিত্বকে অস্বীকার করার ক্ষেত্রে তার প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে বাংলাদেশীর স্বতন্ত্র পরিচয়কে তুলে ধরার সক্রিয় উদ্যোগে বাঙালির ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতিকে নস্যাৎ করার আয়োজন চলে । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯২৬-এর ২২ ফেব্রুয়ারি কুমিল্লায় গিয়ে এক ভাষণে অর্থনৈতিক ভাবে পিছিয়ে থাকায় সমাজে সাম্প্রদায়িক অনৈক্যের প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেন। সেখানে বাংলাদেশের মৌলবাদীদের মদতপুষ্ট সরকারের প্রসাদধন্য বিত্তশালী সচ্ছল শ্রেণির মধ্যে 'বাংলাদেশী' জাতীয়তাবোধ জেগে ওঠায় স্বাভাবিক ভাবেই বাঙালি সত্তা বিপন্ন হয়ে পড়ে। আর তা ভালো ভাবে বুঝতে পেরে তার মোকাবিলায় প্রগতিশীল বাঙালি চেতনায় আরও বেশি স্বকীয় সত্তাকে আপন করে যাপন করার সচেতন প্রয়াস তীব্র হয়ে ওঠে । সেক্ষেত্রে সনজিদার সাংস্কৃতিক আন্দোলন আরও বেশি সক্রিয়তা লাভ করে ও দেশময় তার বিস্তারে লক্ষ্যভেদী প্রয়াস ছড়িয়ে পড়ে । 'ছায়ানট'-এর সাংস্কৃতিক পরিসর ক্রমশ বিভাগীয় শহর থেকে জেলা শহরে পৌঁছে যায় । ১৯৮১-তে জাতীয় সংস্কৃতির বিস্তারে তাঁর সক্রিয় উদ্যোগে জেলা থেকে জাতীয় স্তরে রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রতিযোগিতার জন্য জাতীয় রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্মিলন পরিষদ গড়ে ওঠে, দেশময় তার প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে । সেক্ষেত্রে সনজিদার সাধারণ সম্পাদকের গুরু দায়িত্বে অমানুষিক পরিশ্রম করে রবীন্দ্রসঙ্গীতকে ছড়িয়ে বাঙালির ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতির বিস্তারের প্রয়াসই বলে দেয় রবীন্দ্রনাথই ছিল তাঁর আলোকদিশারি। অন্যদিকে বাঙালির সাংস্কৃতিক পরিসরকে নানাভাবে বিস্তারে তাঁর অনন্য ভূমিকা নানা শাখা প্রশাখায় সম্প্রসারিত হয়। তাঁর ব্রতচারী সমিতি,আবৃত্তির জন্য 'কণ্ঠশীলন' সংগঠন তার অনন্য অবদান। সেখানে বাঙালি তার স্বাধীন দেশেও স্বকীয় সত্তায় কেন পরাধীন,তার উত্তর সন্ধানেও সনজিদা রবীন্দ্রনাথে আশ্রয় নিয়েছেন। কেননা রবীন্দ্রনাথই তাঁর 'কালান্তর' প্রবন্ধ সংকলনের 'সত্যের আহ্বান' প্রবন্ধে আত্মশক্তিতে দেশকে নিজের করে পাওয়ার কথা বলেছেন । তাঁর কথায়,'আত্মশক্তির দ্বারা ভিতরের দিক থেকে দেশকে সৃষ্টি করো, কারণ সৃষ্টির দ্বারাই উপলব্ধি সত্য হয়।' সেক্ষেত্রে বাঙালির জাতিসত্তা বা তার অস্তিত্বেই আত্মশক্তির জাগরণ জরুরি । অথচ সেক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা ধর্মীয় মৌলবাদ। সেখানে ধর্মীয় ঐক্যে মানবিক সম্পর্কই ব্যাহত হয়,তার সাংস্কৃতিক চেতনাও বিপন্ন হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'কালান্তর' প্রবন্ধে তা স্পষ্ট করে লিখেছেন 'যে-দেশে প্রধানত ধর্মের মিলেই মানুষকে মেলায়,অন্য কোনো বাঁধনে তাকে বাঁধতে পারে না,সে-দেশ হতভাগ্য । সে-দেশ স্বয়ং ধর্মকে দিয়ে যে-বিভেদ সৃষ্টি করে সেইটে সকলের চেয়ে সর্বনেশে বিভেদ। মানুষ বলেই মানুষের যে মূল্য সেইটেকেই সহজ প্রীতির সঙ্গে স্বীকার করাই প্রকৃত ধর্মবুদ্ধি। যে-দেশে ধর্মই সেই বুদ্ধিকে পীড়িত করে রাষ্ট্রিক স্বার্থবুদ্ধি কি সে-দেশকে বাঁচাতে পারে ।' তা পারে না ভেবেই সনজিদা রবীন্দ্রনাথের আদর্শে বাঙালির সেই ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতিতে তার জাতিসত্তা গড়ে তোলায় আজীবন সচেষ্ট ছিলেন । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সনজিদার আত্মত্যাগী নির্ভীক প্রকৃতিতে দেশের কাজে আত্মনিবেদিত ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তিত্বে সে দেশের কমিউনিস্টদের কাছে থেকে রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণও এসেছিল। তা তিনি সচেতন ভাবেই প্রত্যাখ্যান করেন । তাঁর স্মৃতিকথায় জানিয়েছেন 'রাজনীতি আমার ক্ষেত্র নয়, সাংস্কৃতিক আন্দোলনই আমার আসল কাজের ক্ষেত্র । বিশেষ করে, বাংলাদেশ বা বাঙালি সাংস্কৃতিক স্বাধিকার সংরক্ষণ আমার উপযুক্ত কাজের ক্ষেত্র ।' সে কাজ করতে গিয়ে বাঁধা পেলে বা তাতে তীব্র আঘাত নেমে এলে তিনি থেমে থাকেনি,বরং আরও বেশি সক্রিয় হয়ে উঠেছেন। ২০০১-এ রমনার বটমূলে নববর্ষ উদযাপনের সময় আকস্মিক ভাবে বোমাবিস্ফোরণে উপস্থিত দর্শকদের মধ্যে অসংখ্য জন প্রাণ হারাণ। তাতে তাঁর বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয় বেরিয়ে আসে 'আমরা ত্রস্ত তবে সন্ত্রস্ত নই'। এতে তিনি ধর্মীয় মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলায় সক্রিয় হয়ে ওঠেননি ,সাধারণ মানুষের মনে না পৌঁছানোর জন্য মানুষ গড়ার প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলায় সচেষ্ট হয়েছেন । সে বছরেই তাঁর সেই অভিনব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'নালন্দা'র পথচলা শুরু করে । অন্যদিকে রমনার বটমূলে 'ছায়ানট'-এ তাঁর সাংস্কৃতিক আন্দোলনের শুভ সূচনা হয়েছিল,তা তিনি আজীবন আগলে রেখেছেন । ২০০৭-এ ওয়াহিদুল হকের মৃত্যুর পর সনজিদাই সুস্থ অবস্থায় আজীবন 'ছায়ানট'-এর সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন । সেক্ষেত্রে বাঙালির আত্মশক্তির জাগরণে তাঁর অনিঃশেষ পথচলার লক্ষ্যেই ছিল বাঙালির ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতির ঐতিহ্য গড়ে তোলা । বঙ্গবন্ধু ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন । সনজিদা বাঙালির ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতির ঐতিহ্যের বিস্তার ঘটিয়েছেন । বাঙালির ইতিহাস তার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধারায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে । অথচ স্বাধীন বাংলাদেশেও বাঙালির স্বাধীন চেতনায় সাংস্কৃতিক ঐক্যের অভাবে ধর্মীয় ঐক্যের প্রাধান্য বিস্তার করে । সেখানে মৌলবাদী শক্তি শুধু রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করেই ক্ষান্ত হয় না, ধর্মীয় আধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্যে বাঙালির সংস্কৃতিকেই ধ্বংস করায় মেতে ওঠে। সেক্ষেত্রে ধর্মীয় মৌলবাদী শক্তির প্রবল পরাক্রমশালী প্রতাপের বিরুদ্ধে সনজিদা খাতুনের সাংস্কৃতিক আন্দোলনে তাঁর বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়ী লড়াকু মানসিকতাই ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালির মনে অক্সিজেন জুগিয়েছে ।

রবীন্দ্রনাথের গানই সনজিদার জীবনে দীপশিখা, চরৈবেতির অভয় মন্ত্র । গানের সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব তা অতিদ্রুত স্বপ্নের জগতে নিয়ে যায়। সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ গান ছিল তাঁর মস্ত বড় হাতিয়ার । তাঁর মতো আর কেউ এভাবে রবীন্দ্রনাথকে বা তাঁর গানকে সমাজের বৃহত্তর ও মহত্তর পরিসরে মানুষের সঙ্গে একাত্ম করার জীবনব্রত করতে পারেননি । সেখানে সনজিদা একমেবাদ্বিতীয়ম । অন্যদিকে বাঙালির জাতিসত্তাকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের হাতে হাথ রেখে চলার আদর্শে তিনি অতুলনীয় যোদ্ধা । বাংলাদেশের মৌলবাদী শক্তি ধর্মীয় ঐক্যের বিরুদ্ধে তাঁর বাঙালির সাংস্কৃতিক আন্দোলন ছিল আসলে বাঙালির মনেপ্রাণে লড়াই । সেখানে ধর্মীয় মৌলবাদীদের রবীন্দ্রনাথবিরোধিতা থেকে তাঁকে নিষিদ্ধ করে অস্বীকার করার প্রবণতা জারি ছিল বরাবর। সনজিদা মৌলবাদীদের রোষানল উপেক্ষা করে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নিজেকে সঁপে দিয়ে বাঙালির জাতিসত্তার ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতিকে যেভাবে অনির্বাণ দীপশিখার মতো রক্ষা করায় জীবনব্রত করেছেন, তাতে সে দেশে বাঙালির বিশ্বাসের বাতিঘরটি অবিরত জেগেছিল। সেখানে তাঁর জীবনের শেষ মাসসাতেকের মধ্যে ধর্মীয় মৌলবাদীদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের ফলে দেশের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালির জাতিসত্তাই বিপন্নতার ফেরে সর্বস্বান্ত । সেখানে মৌলবাদীদের ধর্মীয় বিদ্বেষে সংখ্যালঘুদের প্রতি নৃশংস নির্যাতন থেকে হত্যা,লুটতরাজ, ভিটেছাড়া করার আয়োজন চলে, সাহিত্য-সংস্কৃতিতে বিধর্মীদের অস্তিত্ব অস্বীকার করা হয়। রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের বই পোড়ানো হয় প্রকাশ্যে। বাংলাদেশের এই দুর্দিনে সনজিদা খাতুনের চলে যাওয়ায় তাঁর অস্তিত্বই আজ বেশি করে মনে হয়। বাঙালির ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতি যে তিনি শত প্রতিকূলতার মধ্যেও বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন আজীবন । ছায়ানটের বটবৃক্ষ তো আসলে রবীন্দ্রনাথ । তাঁর ছায়াতেই সনজিদার ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালি সংস্কৃতির কায়ার বিস্তার সময়ান্তরে দেশময় ছড়িয়ে পড়েছিল । রবীন্দ্রনাথের গানের ভাষাকে সোনার বাংলার বাঙালির প্রাণের ভাষা করে তুলেছিলেন তিনি। মৌলবাদীদের আধিপত্য বিস্তারে সেই ভাষার অভয় মন্ত্র উচ্চারণ করে বিশ্বাসের বাতিঘর জ্বালিয়ে রাখার অভাববোধেই সনজিদার মুখ জেগে ওঠে অবিরত। আত্মবিশ্বাস না থাকলে স্বপ্ন জেগে ওঠে না,দুঃস্বপ্ন তাড়া করে। সেখানে সনজিদা রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাসকেই বাতিঘর করে রেখেছিলেন আজীবন । রবীন্দ্রনাথ মানুষের ঐক্যে মানবধর্মের কথা বলেছেন । সেখানে বর্তমান বাংলাদেশে ধর্মীয় মৌলবাদীদের ধর্মের ঐক্যের জেহাদের বিরুদ্ধে সেই মানবধর্ম রক্ষায় সনজিদার ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালি সংস্কৃতি পথের দিশারি হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের ঐক্যের চেতনায় তাঁর গড়ে তোলা সাংস্কৃতিক আন্দোলন বাঙালির পাথেয়,বাঙালিত্বের বিশল্যকরণী ।সেখানে তাঁর রবীন্দ্র প্রত্যয় জীবন্মৃত বাঙালিকে তার জাতিসত্তায় বেঁচে থাকার স্বপ্ন জাগিয়ে রাখে নিরন্তর,হাতছানি দেয় বারেবারে । রবীন্দ্রনাথের আলোতে সনজিদা নিজেই বাঙালির ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতির বাতিস্তম্ভে পরিণত করে দেশময় তার আলো ছড়িয়ে দিয়েছেন । তাঁর আলোকবর্তিকাই দুই পারের বাঙালিকে মিলিয়ে দিয়েছে,বিশ্বময় দিয়েছে তারে ছড়িয়ে । অথচ 'ছায়ানট'- এ বর্বরোচিত আক্রমণ পর সেই বিশ্বাসের বাতিঘর কতদিন প্রজ্জ্বলিত থাকবে, তা নিয়ে ঘোরতর অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে । সনজিদা খাতুনের ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশের শেষ বাতিস্তম্ভটিই আজ আক্রান্ত,ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে । এবার যে দেশের ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালিদের অস্তিত্ব সংকটের লড়াই আরও তীব্র হয়ে উঠল,তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না । তার পরেও বলা যায় 'ছায়ানট' আক্রমণ করে ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশকে ধ্বংস করা যাবে না । তার মূল যে বাঙালিসত্তার অনেক গভীরে ।